উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,৬০৫.৪৩ (+৫৭৫.৪৫)
নিফটি : ২৫,৩২৩.৫৫ (+১৭৮.০৫)

অভিমানে বাংলা-ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ
রাজ্য পুলিশের ওপর নয়, সিবিআই তদন্তের ওপর ভরসা রেখে ওড়িশা ফিরতে চান নির্যাতিতার বাবা। বলেলন, 'সোনার বাংলা সোনার হয়ে থাকুক। আমরা ওড়িশা চলে যাচ্ছি আর ফিরে আসব না।' » ৫

পাক-আফগান সংঘর্ষ বিরতি
একটানা কয়েকদিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলার পর বুধবার পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান ৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। বুধবার ভোরে সংঘর্ষে বহু মানুষ নিহত হন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩২°	৩২°
সর্বনিম্ন	২০°	২২°	২২°	২০°

অস্ট্রেলিয়ার পথে টিম ইন্ডিয়া » ১২

২৯ আশ্বিন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 16 October 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 146

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয়বার উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দার্জিলিংয়ের সভায় তাঁর মুখে ঘুরেফিরে এসেছে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা। ডিভিসির সঙ্গে এদিন তাঁর নিশানায় ছিল সিকিম, ভুটানও।

'নষ্টের গোড়া' বাঁধ

একজনে ছবি আঁকে... দার্জিলিংয়ে বুধবার অন্য মুডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরাখণ্ডের প্রতিচ্ছবি!

- দার্জিলিং জেলার ৯টি ব্লক এবং চারটি পুরসভা মিলিয়ে ৭০ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। এদের মধ্যে ১৩০০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে
- কেন্দ্র দুর্যোগ মোকাবিলায় এক টাকাও দেয়নি। ১০০ দিনের কাজ, বাংলার বাড়ির টাকা দেওয়া বন্ধ
- সিকিমে ১৪টি ড্যাম তৈরি হয়েছে। যে কোনও সময়ে উত্তরাখণ্ডের মতো বিপদ হতে পারে
- ভুটানের ডলোমাইট ঢুকে বাড়িঘর, রাস্তা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে

ড্যাম দরকার নেই, ভেঙে দাও...

উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

রাহুল মজুমদার

দার্জিলিং, ১৫ অক্টোবর : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, যত নষ্টের গোড়া বিভিন্ন নদীর ওপর তৈরি যথেচ্ছ বাঁধ। উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক দুর্যোগের পিছনে তো বটেই, ডিভিসি, মাইথন, পাঞ্চেতেও যত দোষ ড্যামের। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার রিপোর্টে এইসব ড্যামের প্রয়োজনীয়তা নেই দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী ওইসব বাঁধ ভেঙে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন বুধবার।

দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক সভায় তিনি রেয়াত করেননি ভুটানকেও। তাঁর কথায়, 'ভুটানের জল আমাদের ভাসিয়ে দেবে আর ওরা ক্ষতিপূরণ দেবে না? আমরাই কেন সবসময় দুর্ভোগ ভুগব?' ভুটানের ড্যামগুলি থেকে বিপর্যয়ের অভিযোগ গত দু'দিনে মুখ্যমন্ত্রী বারবার করেছেন। না জানিয়ে জল ছাড়ার অভিযোগও করেছেন। বুধবার তিনি সিকিম ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ড্যামগুলিকে নিশানা করেন।

মমতা বলেন, 'ড্যাম রাখার কারণ হল যাদের জলের সংকট, গ্রীষ্মকালে তাদের সরবরাহ করা। কিন্তু যদি গ্রীষ্মকালে জল চেয়ে না পাই আর বর্ষাকালে তোমরা জল ছেড়ে দেবে বাংলায়- এ কেমন নীতি? এভাবে চলতে থাকলে ড্যাম ভেঙে দিন। প্রকৃতিকে নিয়ে খেলা যায় না। নদীকে নিজের মতো বইতে দিতে হয়। হয় ড্রেজিং করো, নয়তো বাঁধ ভেঙে দাও।' তিনি অভিযোগ করেন, ২০ বছর ধরে ড্রেজিং করেনি ডিভিসি। মাইথন, পাঞ্চেত, ফরাক্কা- সব জায়গায় এক অবস্থা।

বিশেষজ্ঞরা যেসব কথা বলে থাকেন, সেসবেরই খানিকটা যেন শোনা গেল বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে চলার কথা বললেন তিনি। মমতার কথায়, 'নইলে ফল ভয়াবহ হবে, যেমন হয়েছে উত্তরাখণ্ডে।' সিকিমের ১৪টি ড্যাম নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। এরপর দশের পাতায়

যা করেছি...

- ৯৩০ কিলোলিটার পানীয় জল ট্যাংকারের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। ৩ লক্ষ ১৩ হাজার পাউচ বিলি হয়েছে
- দুর্গতদের নথি তৈরি করে দিতে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে
- উত্তরের স্বাস্থ্যখাতে গত ১৪ বছরে ১৪ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছি
- শিক্ষাখাতে খরচ হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা

আশ্বাস

- দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে দিয়ে সমীক্ষা
- ২০-২৫ দিনের মধ্যে রোহিণীর রাস্তা ঠিক হয়ে যাবে
- সাতদিনের মধ্যে দুধিয়ায় হিউমপাইপ দিয়ে সেতু

উত্তরে ম্যানগ্রোভ দাওয়াই মমতার

উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

রাহুল মজুমদার

দার্জিলিং, ১৫ অক্টোবর : পাহাড়ে ধস-দুর্যোগ সামলাতে ভেটিভার ঘাস ও ম্যানগ্রোভ লাগানোর পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাহাড়ি নদীর পাড়ে ম্যানগ্রোভ আর ভেটিভার চাষ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বুধবার দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক সভায় বন দপ্তরের সচিব দেবল রায়ের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কংক্রিটে আর কাজ হবে না। প্রকৃতি দিয়ে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে। নদী সংলগ্ন এলাকায় ম্যানগ্রোভ, ভেটিভার চাষ করতে হবে। এগুলি কংক্রিটের থেকেও মজবুত।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পরেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। আদৌ কি পাহাড়ি এলাকায় ম্যানগ্রোভ লাগানো সম্ভব? কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার মুখ্যমন্ত্রীর কথার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ডুয়ার্সে কীভাবে ম্যানগ্রোভ হবে? এই জাতীয় গাছের জন্য যে ধরনের মাটির প্রয়োজন তা উত্তরবঙ্গে নেই।' তীব্র শ্লেষের সুরে সুকান্ত বলেছেন, 'উনি নতুন ভূগোল লিখবেন, নতুন রসায়ন লিখবেন, নতুন বোটানি লিখবেন।'

গঙ্গাসাগরে নদীভাঙন রুখতে ৫ কোটি ম্যানগ্রোভ লাগানোর প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি, 'উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতেও ম্যানগ্রোভ, ভেটিভার লাগানো যাবে না কেন? কংক্রিট ছয় মাসেই ভেঙে যায়। কিন্তু গাছ লাগালে তা অনেক বেশি টেকসই। টাকা জলে দেওয়া চলবে না। স্থায়ী সমাধান করতে হবে।'

উত্তরবঙ্গে ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানো সম্ভব নয় বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বন দপ্তর যদি গাছ লাগায় তবে বাঁচানো যাবে না বলেই তাঁদের অভিমত। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানির অধ্যাপক মনোরঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্য, 'কোনওভাবেই এই অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ লাগানো সম্ভব নয়। ম্যানগ্রোভ নোনা মাটিতে হয়। এরপর দশের পাতায়

আলোর উৎসবের অপেক্ষা। আর মাত্র ৪ দিন। বেনারস ও বালুরঘাটে।

ডাইন অপবাদে একঘরে পরিবার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ অক্টোবর : ডাইন অপবাদ ঘোচাতে জমি বন্ধক দিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা মেটাতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও স্বস্তি মিলছে না। গ্রামের একাংশ বাসিন্দার চাপে প্রাণভয়ে রীতিমতো লুকিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে এক কৃষিমজুর পরিবারকে। অবশেষে আত্মীয়দের পরামর্শে সোমবার রাতে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হল ওই পরিবারটি। কিন্তু ডাইন অপবাদ কবে ঘুচবে, কীভাবে সামাজিক বয়কট উঠবে, কিছুই বুঝতে পারছেন না বৃদ্ধ সুনীল কিসকু। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় তা নিয়ে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে বালুরঘাটে। বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরহিণী গ্রামের ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে সচেতন নাগরিকরা। একঘরে হয়ে পড়া পরিবারটির নিরাপত্তার দাবি উঠেছে। ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলছেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ঘটনার সূত্রপাত, চলতি মাসে বিরহিণী গ্রামের এক গৃহবধূর অসুস্থতা। ওই বধূর অসুস্থতার জন্য সুনীলকে দায়ী করেছেন গ্রামের কিছু মাতব্বর। দেওয়া হয়েছে ডাইন অপবাদ। যে কারণে পরিবারটিকে সামাজিকভাবে বয়কট করেছে বিরহিণী গ্রামের একাংশ। শুধু অপবাদ দেওয়া নয়, পরিবারটির ওপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে। সুনীলের অভিযোগ, অসুস্থ ওই বধূর চিকিৎসার জন্য এবং ডাইন অপবাদ ঘোচাতে টাকা দিতে হবে বলে সশস্ত্র ওই হামলাকারীদের দাবির সামনে তাঁকে নতিস্বীকার করতে হয়েছে। জমি বন্ধক দিয়ে দুই দফায় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে। দু'বারই তাঁর গলায় হাঁসুয়া ধরা হয়েছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বধূ সুস্থ না হয়ে উঠছেন, ততদিন তাঁর পরিবারকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে বলেও নিদান দিয়েছেন স্থানীয়রা। এরপর দশের পাতায়

এত অন্ধকার

- এক বধূর অসুস্থতায় কৃষিমজুরকে ডাইন অপবাদ, পরিবারকে সামাজিক বয়কট
- টাকার দাবিতে বারবার ঘটছে হামলা, ইন্ধন জোগাচ্ছে গ্রামের মাতব্বররা
- অপবাদ ঘোচাতে পুলিশে অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারস্থ পরিবারটি
- অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরহিণী গ্রামের ঘটনায় শোরগোল পড়েছে বালুরঘাটে

বিধ্বংসী আগুনে ছাই ৩ গোডাউন

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৫ অক্টোবর : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ছাই হয়ে গেল প্লাস্টিকের তিনটি গোডাউন। সবমিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ কোটি টাকারও বেশি। মঙ্গলবার গভীর রাতে লাগা আগুন বুধবার সকালেও দাউদাউ করে জ্বলতে দেখা গিয়েছে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়ায় কালিয়াচকের জালালপুর পঞ্চায়েতের ডাঙ্গা এলাকায়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকে বেশ কয়েক ঘণ্টা। তীব্র যানজটে বিপাকে পড়েন এই পথে চলাচলকারীরা। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কালিয়াচকে দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার পুরোনো দাবি নতুন করে উঠেছে।

একের পর এক জ্বলছে প্লাসটিকের গোডাউন। কিন্তু দেখা নেই দমকলের ইঞ্জিনের। মালদা শহর থেকে যেহেতু দমকলকর্মীদের আসতে হবে, ফলে কিছুই যে বাঁচানো যাবে না, বুঝতে পারেন স্থানীয়রা। বারবার তাঁরা ফোন করেন কালিয়াচক থানায়। তবুও প্রথমদিকে তাঁরা বাড়ি থেকে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ওই চেষ্টা কাজে আসেনি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায় হাসান শেখ, এরপর দশের পাতায়

গ্রামের ছেলের ধর্ষণ-যোগে মাথা হেঁট

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৫ অক্টোবর : দুর্গাপুর কাণ্ডে নাম জড়ানোয় মাথা হেঁট হয়ে গেল গ্রামের। ধর্ষণের অভিযোগে এলাকার ছেলে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ায় অন্তত এমনটাই মনে করছেন কালিয়াচকের সিলামপুর পঞ্চায়েতের মহালদারপাড়ার বাসিন্দারা।

দুর্গাপুরের ঘটনায় নির্যাতিতা তরুণীর বন্ধু ওয়াসেফ আলিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওয়াসেফের বাড়ি কালিয়াচকের মহালদারপাড়ায়। ওয়াসেফের সঙ্গে ওই ডাক্তারি পড়ুয়ার দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি। ধর্ষণের ঘটনায় ওয়াসেফ জড়িত শুনে হতবাক এলাকার বাসিন্দারা। ছেলেটি পাড়ায় কারও সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করত না বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসী। তবে বাড়ির ছেলে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে শুনে মুষড়ে পড়েছেন ঠাকুরদা। এদিকে, ছেলের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর শুনেই মা-বাবা দুর্গাপুরে গিয়েছেন। এই গণধর্ষণের মামলায় আগেই পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে দুর্গাপুর কমিশনারেটের পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার করা হয় নির্যাতিতা ছাত্রীর বন্ধু ওয়াসেফ আলিকেও।

দুর্গাপুর কাণ্ড

এদিন মহালদারপাড়ায় গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার পাশেই ওয়াসেফদের দোতলা বাড়ি। নীচের তলায় বেশ কয়েকটি দোকান রয়েছে। একটি হার্ডওয়্যারের দোকান রয়েছে। দোকানটি চালান ওয়াসেফের বাবা আনিসুর রহমান। বুধবার দুপুরে দোকান খোলা থাকলেও একজন কর্মচারী ছাড়া দোকানে কোনও লোক দেখা যায়নি। এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

কতকিছুই না ঘটে চারপাশে! এই যেমন এখন ঘটছে দুর্যোগকে কেন্দ্র করে। হাজার হাজার মানুষ যখন অসহায়, তখন 'পর্যটক'দের ঢলে লক্ষ্মীলাভ অন্যদের। বিধ্বস্ত এলাকায় দেদার বিকোচ্ছে আইসক্রিম-চাউমিন।

অন্যের যন্ত্রণায় আমোদ, সঙ্গে খাইদাই

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৫ অক্টোবর : আরব দুনিয়ায় যুদ্ধের সময় 'ওয়ার ট্যুরিজম' নিয়ে চর্চা কম কিছু হয়নি। একুশ শতকে 'স্পেস ট্যুরিজম' নিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনা কম কিছু নয়। চলতি মাসের ৫ তারিখ জলঢাকার বানে ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি ব্লকের বিধ্বস্ত এলাকায় বাইরে থেকে আসা লোকজনের ভিড় দেখলে যা মনে হয় তা বোঝাতে 'ফ্লাড ট্যুরিজম' ছাড়া লাগসই শব্দ নেই বললেই চলে। শুনতে-বলতে-ভাবতে খারাপ হলেও কারও সর্বনাশে কারও পৌষ মাস হওয়ার ঘটনা নেহাত কম নয়। বানভাসি এলাকায় ঘুরলে এমন ছবিটাই চোখে পড়ছে এখন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

গত ৫ অক্টোবরের প্লাবনের পর বিধ্বস্ত এলাকা এখন এককথায় ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের যন্ত্রণার চাইতেও ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন চোখে এবং ক্যামেরায় ধরে রাখতে এখন উপচে পড়া ভিড় বেতগাড়া-চারেরবাড়ি থেকে গধেয়ারকুঠিতে। অতিউৎসাহী এমন 'পর্যটকদের' সৌজন্যে এই ফ্লাড ট্যুরিজম বাড়তি আয়ের সুযোগ করে দিচ্ছে। দুর্যোগের পর থেকে ১২ দিনে বহুবার সওয়ারি নিয়ে বিধ্বস্ত এলাকায় যাতায়াত করা টোটোচালক সমীর দেবনাথের কথায়, '১২ দিনে রিজার্ভ ভাড়া নিয়ে আমি নিজেই অন্তত দশবার গিয়েছি ওইসব এলাকায়। যাত্রীদের কথাবার্তায় বুঝি অনেকে শুধু হোগলাপাতা, কুইলাপাড়া ঘুরে দেখতেই যাচ্ছেন। বগড়িবাড়ি পর্যন্ত যাতায়াতে পাঁচ থেকে সাতশো টাকা ভাড়া পেয়ে আমারও ভালো রোজগার হচ্ছে।

প্লাবনের ক্ষতি নিজের চোখে দেখতে এবং ক্যামেরাবন্দি করে রাখতে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসা লোকেদের কল্যাণে টোটোচালকদের মতোই পোয়াবারো চপ-শিঙাড়া- এরপর দশের পাতায়

বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা ঘুরতে এসে ভিড় খাবারের দোকানে। -সংবাদচিত্র

ভয়ে রাত জাগছেন গ্রামবাসীরা

এত হাতি কেন...

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

হাতি তাড়াতে জমির মাঝে গাছে টংঘর। ছবি : শুভদীপ শর্মা

১৫ অক্টোবর : ধানে রং আসতেই শুরু হয়ে গিয়েছে হাতির হানাদারি। জঙ্গল লাগোয়া জলপাইগুড়ির সর্বত্রই বাড়ছে হাতির আনাগোনা। মঙ্গলবার এক রাতেই ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় দাপিয়ে বেড়াল একাধিক হাতির দল। জঙ্গলে দলগুলিকে ফেরত পাঠাতে যেমন হিমসিম খেতে হয়েছে বনকর্মীদের, তেমনই রাত জেগেছেন গ্রামবাসীরা। যে কারণে জমির ফসল রক্ষায় বিভিন্ন বনবস্তি ও গ্রামে টংঘর তৈরি করে চলছে রাতপাহারা। একই সময়ে একাধিক জায়গায় হাতি বের হওয়ায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে বক্তব্য বন দপ্তরের।

বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের ভগৎপুর চা বাগানে ২টি, মঙ্গলকাটা চা বাগানে ১৫টি ও উত্তর শালবাড়িতে প্রথম ধাপে ৪টি হাতি ঢোকে রাতে। বনকর্মীরা হাতিগুলিকে তাড়িয়ে দিলেও পরবর্তীতে ফের ৫টি হাতি ঢুকে পড়ে উত্তর শালবাড়িতে। এই দলটিকে তাড়াতে যখন বনকর্মীরা হিমসিম খাচ্ছেন, তখনই পাশের চানাডিপা ও ধূপগুড়ি নিরঞ্জনপাটে ৪টি ও ১টি হাতি ঢুকে যায়। রাতভরের চেষ্টায় হাতিগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন বনকর্মীরা। প্রায়শই ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লকের পাশাপাশি গরুমারা ও লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া বিচাভাঙা, সরস্বতী, উত্তর ঝাড় মাটিয়ালি এলাকায় রাতের পাশাপাশি দিনেও হাতির দেখা মিলছে। সরস্বতী বনবস্তির পঞ্চায়েত সদস্য সুবল পাইক বলেন, 'বেশ কিছু গ্রামে আগাম হাতির হামলা হচ্ছে। যা ভাবাই যায়নি।' বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথের বক্তব্য, 'একাধিক জায়গায় কিছু সময়ের ব্যবধানে হাতির দল বিভিন্ন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। প্রতিটি দলকে জঙ্গলে ফেরানো হয়েছে।' তবে ঠিক কী কারণে এত বড় সংখ্যায় হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে, স্পষ্ট নয়। বন দপ্তর সূত্রে খবর মিলেছিল, বানারহাটের সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ভুটান থেকে হাতি নেমে ডুয়ার্সের জঙ্গলে অবস্থান করছে। এই হাতিদের আচরণ অবশ্য আলাদা হওয়ার কথা নয় বলে জানিয়েছিলেন হস্তী বিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়া।

হাতি নিয়ে মানুষের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বিন্নাগুড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক তরুণের সামনে হাতি চলে আসায় তিনি মোটরবাইক ফেলে প্রাণে বাঁচেন। নিরঞ্জনপাটের বাসিন্দা শ্যামল রায়ের কথায়, 'ধান পাকছে তাই খাবারের লোভে হাতির দল লোকালয়ে আসছে। ফলে অনেক কৃষকই রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন।' জলপাইগুড়ির ডিএফও বিকাশ ভি বলছেন, 'হাতি তাড়াতে লাগাতার বন দপ্তরের কর্মীদের নজরদারি চলছে। অনেক জায়গায় কুইক রেসপন্স টিমও তৈরি করা হয়েছে। নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রামবাসীদের দাবি মেনে গাছের ওপর যাতে কিছু টংঘর তৈরি করা যায়, সেই চেষ্টাও চলছে।'

অনাথ হস্তীশাবকের নামকরণ 'লাকি'

রাহুল মজুমদার ও নীহাররঞ্জন ঘোষ

দার্জিলিং ও মাদারিহাট, ১৫ অক্টোবর : 'লাকি'র কপাল ভালো। একে তো গত ৫ অক্টোবরের দুর্যোগে মেচি নদীতে ভেসে গিয়েও প্রাণে রক্ষা পেয়েছে। তারপর আবার তার নামকরণ করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। সেই হস্তীশাবককে নেপাল সীমান্ত থেকে উদ্ধার করেছিলেন বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনের কর্মীরা। বুধবার দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শাবকের নাম রাখলেন 'লাকি'। শাবকটিকে ২১ দিন জলদাপাড়ার হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় রাখা হবে। শাবকটি ধীরে ধীরে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে বলে জানান জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান।

সাধারণত কোনও হস্তীশাবক আড়াই থেকে তিন বছর বয়স হলে তবেই মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয়। তখনই নামকরণ হয়। তবে এই নামকরণের কোনও আলাদা নিয়ম নেই বলে জানান জনৈক প্রাক্তন বনাধিকারিক।

নামকরণ হতেই শুরু করা হচ্ছে লাকির সার্ভিস বুক, যেখানে লেখা থাকবে তার নাম, বয়স, কবে, কে তার নামকরণ করেছেন। সঙ্গে লেখা থাকবে তার বেঁচে আসার রোমাঞ্চকর বিবরণ। তবে অনাথ এই শাবকের মায়ের পরিচয় জানা যাবে না। জানা যাবে না তার জন্মস্থান।

মাহুত নির্মল কুজুর তাঁকে বাইরে বের করলেও অন্য শাবকদের কাছে আনেন না। যদিও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাকে অল্প সময়ের জন্য বাইরে আনা হয়।

রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা সংস্থা
National Testing Agency
Excellence in Assessment
Department of Social Justice & Empowerment
Ministry of Social Justice & Empowerment
Government of India

(উচ্চশিক্ষা বিভাগের একটি স্বশাসিত সংস্থা, শিক্ষা মন্ত্রক, ভারত সরকার)
উল্লিখিত এলাকাগুলিতে উচ্চ শ্রেণিতে আবাসিক শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের শ্রেষ্ঠা (SHRESHTA) (NETS) -২০২৬ প্রকল্পে অনলাইন আবেদন নেওয়া হচ্ছে

রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা সংস্থা শ্রেষ্ঠা (SHRESHTA NETS) -২০২৬ পরিচালনা করতে চলেছে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের (Ministry of Social Justice and Empowerment) পক্ষে, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য তপশিলি জাতি (SC) শিক্ষার্থীদের নবম ও একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য। শ্রেষ্ঠা প্রকল্পটি মেধাবী তপশিলি জাতি (SC) শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ মানের শিক্ষা প্রদানের একটি প্রকল্প।

অনলাইন আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা	১০.১০.২০২৫ থেকে ৩০.১০.২০২৫
পরীক্ষার তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৫
পরীক্ষার পদ্ধতি	পেন ও পেপার মোড (OMR)
প্রশ্নপত্রের ধরন	(বহু-নির্বাচনি প্রশ্ন - MCQs)

রেজিস্ট্রেশন এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ সহ তথ্য বুলেটিন (Information Bulletin) রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা সংস্থার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলিতে পাওয়া যাবে : www.nta.ac.in এবং https://exams.nta.nic.in/shreshta/
আগ্রহী প্রার্থীদের শেষ তারিখের আগে বা সেই দিন আবেদন করার এবং সর্বশেষ আপডেটের জন্য নিয়মিত-ভাবে উপরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলি দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
শ্রেষ্ঠা-২০২৬-এর জন্য আবেদন করতে কোনো প্রার্থী কোনোরকম সমস্যার সম্মুখীন হলে 011 - 40759000 / 011 - 69227700 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা shreshta@nta.ac.in **এই ই-মেল ঠিকানায় মেল করতে পারেন।**
cbc21354/12/0003/2526 স্বাক্ষরিত/- (পরিচালক)

অধিসূচনা

অধিসূচনা নং. এনএফআর/এইচকিউ/সিটি/০৩/২০২৫ তারিখঃ ১৪-১০-২০২৫
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয় ইউনিটের অধীনে রেলওয়ে এইচ.এস. স্কুলসমূহে ঠিকা ভিত্তিতে অংশকালীন স্কুল শিক্ষক নিযুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার

সূচী			
(i)	ওয়েবসাইটে অধিসূচনা প্রকাশনের তারিখ	১৪ অক্টোবর, ২০২৫	১০:০০ ঘন্টা
(ii)	অনলাইন আবেদন খোলার তারিখ	১৫ অক্টোবর, ২০২৫	০৮:০০ ঘন্টা
(iii)	অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ	২৮ অক্টোবর, ২০২৫	১৭:৩০ ঘন্টা

১। রেলওয়ে এইচ. এস. স্কুল/মালিগাঁও এবং নেতাজী বিদ্যাপীঠ রেলওয়ে এইচ.এস. স্কুল/মালিগাঁও-এ সম্পূর্ণ ঠিকা ভিত্তিতে শিক্ষকের নিম্নলিখিত খালী পদ পূরণ করার জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের নিযুক্ত করে, "প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার" অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিযুক্তি অংশকালীন ভিত্তিতে ২০০ কর্মদিবসের (দুইশো কর্মদিবস) অধিক না হওয়া এক সময়সীমার জন্য স্থায়ী একীভূত মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে অথবা রেলওয়ে নিযুক্তি বোর্ড থেকে নিয়মিত নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ বা কর্মদিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি/কমানো বা নিয়মিত রেলওয়ে কর্মচারীর উপলব্ধতা, যেটাই আগে হয় অথবা রেলওয়ে বোর্ড দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা পরবর্তী নির্দেশ / নীতি অনুসারে হবে।
২। ঠিকা ভিত্তিতে অংশকালীন নিযুক্তির জন্য শিক্ষকের খালী পদের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত ধরণেরঃ

ক্র. নং.	শিক্ষকের ক্যাটাগরি, বিষয় ও স্কুল	সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজন		মোট খালীপদ	সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় ও স্থান
		ইউআর	এসসি		
১.	স্নাতকোত্তর শিক্ষক (পিজিটি)ঃ				প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের তারিখ ২৯-১০-২০২৫ ডকুমেন্ট যাচাইয়ের জন্য রিপোর্টিং সময় সকাল ০৯:৩০ টায় সাক্ষাৎকারের সময় সকাল ১১:০০ টায় ভিভি এবং সাক্ষাৎকারের স্থান পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট, ১ম তলা, এইচকিউ অফিস, জিএম-এর অফিস, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও
(i)	পিজিটি (শারীরিক শিক্ষা) : ১ (আরএইচএসএস/এমএলজি)	-	১	১	
২.	প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি)ঃ				
(i)	টিজিটি (হিন্দী) : ২ (এনভিপি আরএইচএসএস/এমএলজি)	১	১	২	
	সর্বমোট পদ	১	২	৩	

নোটঃ যদি প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হয়, তা হলে আবশ্যক অনুসারে সাক্ষাৎকার পরবর্তী দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।
৩। পারিশ্রমিক: চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য সমন্বিত মাসিক পারিশ্রমিক নিম্নরূপ হবেঃ
(i) সকল বিষয়ের **স্নাতকোত্তর শিক্ষক** (পিজিটি)ঃ **প্রতিমাসে ২৭,৫০০/- টাকা**
(ii) সকল বিষয়ের **প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক** (টিজিটি)ঃ **প্রতিমাসে ২৬,২৫০/- টাকা**
৪। **বয়সসীমাঃ** সাক্ষাৎকারের তারিখে প্রার্থীর **বয়স ১৮ থেকে ৬৫ বছরের** মধ্যে (কেভিএস নিয়ম অনুসারে) হতে হবে এবং নির্বাচিত প্রার্থী ৬৫ বছরের বেশি বয়সী হলে চুক্তিভিত্তিক পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার যোগ্য হবেন না।
৫। **এসসি/এসটি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণঃ** সংরক্ষণের সুবিধা পেতে ইচ্ছুক এসসি/এসটি প্রার্থীদের তাদের জাত সংক্রান্ত শংসাপত্র আপলোড করতে হবে। নথি যাচাইয়ের সময় এই শংসাপত্রগুলি মূল প্রমাণ পত্র উপস্থাপন করতে হবে।
নির্ধারিত অর্হতা পূরণ করা ইচ্ছুক প্রার্থীরা, প্রার্থী দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং সর্বশেষ **রঙিন ছবি** পেস্ট সহ তা সংলগ্ন করে আবেদন পত্র পূরণ করতে পারবেন। অধিসূচনার বিস্তৃত বিবরণ ও আবেদন পত্র নিম্ন উল্লেখিত ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে -
www.nfr.indianrailways.gov.in and https://railwayschools.nfreis.org/
আবেদন পত্র পূরণ করার পর, প্রার্থীদের উপরোক্ত ওয়েবসাইট ঠিকানায় উপলব্ধ **অনলাইন আবেদন ফর্ম্যাটে** উল্লিখিত প্রয়োজনীয় প্রমাণ পত্র সহ স্বাক্ষরিত আবেদন পত্রের স্ক্যান কপি আপলোড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের দিন, অনুগ্রহ করে যাচাইর জন্য চেকলিস্টে উল্লেখিত **আবেদন পত্র সহ সমস্ত নথির একটি ফটোকপি সেট** সহ মূল প্রমাণপত্র নিয়ে আসতে হবে।
জেনারেল ম্যানেজার (পি), মালিগাঁও, গুয়াহাটি - ১১
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

অনুরাগের ছোঁয়া ১২০০ পর্ব রাত ৯.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ মস্তান, দুপুর ১.৩০ ঘাতক, বিকেল ৪.৩০ বলো না তুমি আমার, সন্ধে ৭.৩০ লাভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.৩০ যেখানে ভূতের ভয়
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দাদার আদেশ, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, সন্ধে ৭.০০ আই লভ ইউ, রাত ১০.১৫ মহাকাল
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ একাই একশো, দুপুর ১২.০০ চৌধুরী পরিবার, ২.৩০ অঞ্জলি, বিকেল ৫.০০ মঙ্গলদীপ, রাত ১১.০০ অন্তর্ধান
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পেন্নাম কলকাতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধাতার খেলা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সোলজার
জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.১৪ খানদান, বিকেল ৩.৪১ হিরো, সন্ধে ৭.০০ পাপী দেবতা, রাত ৯.৫৭ সত্যম শিবম সুন্দরম
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫০ জয় হো, বিকেল ৩.৩১ রাজা কি আয়েগি বারাত, ৫.৪৪ ভোলা, রাত ৮.০০ গেম চেঞ্জার, ১১.০৪ নাম্বার ওয়ান বিজনেসম্যান
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০০ কুছ কুছ হোতা হ্যায়, বিকেল ৫.০০ রঘুবীর, সন্ধে ৭.০০ জিৎ, রাত ১০.০০ সুহাগ
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪৬ এক রিস্তা : দ্য বন্ড অফ লভ, বিকেল ৫.০৭ বিজনেসম্যান নাম্বার টু, সন্ধে ৭.৩০ লাডলা, রাত ১০.২৬ তুম্বাড়
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.২৬ থপ্পড়, ২.৫০ শমাজি নমকিন, বিকেল ৪.৫২ ফিরাক, সন্ধে ৬.৩৬ লয়লা মজনু, রাত ৯.০০ গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, ১১.৩৫ ব্লার

যেখানে ভূতের ভয় রাত ১০.৩০ জলসা মুভিজ

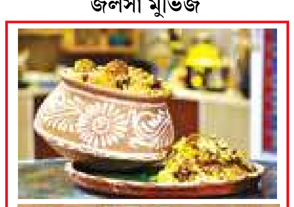

মোতি বিরিয়ানি রান্না শেখাবেন নন্দিতা ব্যানার্জি। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

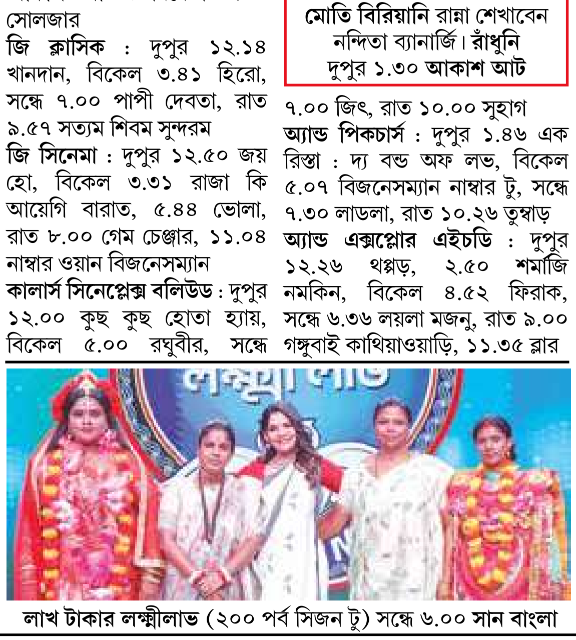

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ (২০০ পর্ব সিজন টু) সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

অ্যাফিডেভিট

আমার ছেলে (Md Mehefuj) জন্ম শংসাপত্রে রেজিস্ট্রেশন নং B/2025/0303191 তাং 21/02/2025 আমার নাম ভুল থাকায় গত 14.10.2025, J.M., 1st চাঁচল কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Md Nur Alam এবং Nur Alam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। - Md Nur Alam, নিচিৎপুর, চাঁচল, মালদা। (S/T)

•

আমি উপেন্দ্র ঠাকুর, পিতা প্রয়াত চৌধুরী নারায়ণ শর্মা, ঠিকানা গ্রাম রানিডাঙ্গা, পোস্ট অফিস রানিডাঙ্গা, থানা - ফাঁসিদেওয়া, জেলা - দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৩৪০১২, নোটারি পাবলিক, শিলিগুড়ি কোর্ট, জেলা - দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ- এর Affidavit দ্বারা উপেন্দ্র নাথ ঠাকুর নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No 11AC 873542 Dated - ০৯ অক্টোবর ২০২৫ উপেন্দ্র ঠাকুর ও উপেন্দ্র নাথ ঠাকুর একই ব্যক্তি। (C/118669)

•

আমার 9নং বিধানসভা কেন্দ্রের 2025 সালের ভোটার লিস্টের পার্ট নং- 254, ক্রমিক নং- 1121, ভোটার কার্ড নং- YUG2127744, ভুলবশত নাম আছে Jamal Sekh S/O Jamal, 15/10/2025 তুফানগঞ্জ নোটারীতে ১০ নং অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি আমার সঠিক নাম Chhalam Sekh S/O- Jamal। Chhalam Sekh ও Jamal Sekh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। গ্রাম ও পো- ঝাউকুঠি, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

অ্যাফিডেভিট

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং B-2021:19-00788-004639 তাং 24/09/2021 আমার এবং ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 14.10.25, J.M., 1st চাঁচল কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ditu Chandra Mondal এবং Ditu Mondal, ছেলে Rittik Mondal এবং Riktik Mandal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে আমরা পরিচিত হলাম। - Ditu Chandra Mondal, গোরখপুর, চাঁচল, মালদা। (S/T)

•

আমি, মস্তাকিন মহা, বাসিন্দা: ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ) - ৭৩৪০০৬, আমার নাম পরিবর্তন করে "এম.ডি.মুস্তাকিম" (Md Mustaqueem) করেছি। এখন থেকে আমি সকল কাজে "এম.ডি.মুস্তাকিম" নামেই পরিচিত থাকব। যা আমি ১৪.১০.২০২৫ তারিখে শিলিগুড়ির নোটারি পাবলিকের সামনে হলফনামার মাধ্যমে করেছি। (C/118665)

•

I, Sudhendu Chaki, S/o Late Sajal Kumar Chaki, R/o Netaji Road, PO, PS & Dist: Alipurduar. In my driving licence (No: WB6920050864037), my name wrongly recorded as Subhendu Chaki in place of Sudhendu Chaki. Hence, by affidavit on 13.10.2025 in the LD. 1st class J.M. Court, Alipurduar, my name has been rectified from Subhendu Chaki to Sudhendu Chaki. (C/118702)

কর্মখালি

বাগডোগরায় অবস্থিত Retail Medicine দোকানের জন্য ছেলে চাই - 9609682966. (C/118667)

•

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা, খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M :- 9635658503. (C/118355)

•

শিলিগুড়ি, শালুগাড়া ও ডালখোলার জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। (থাকা ফ্রী+খাওয়ার ব্যবস্থা) M- 8797633557, 9832489909.

হারানো/প্রাপ্তি

আমি শ্রীমতী পিন্টু সাহা, স্বামী- মৃত প্রভাস কুমার সাহা, আমার ঠিকানা সাং-পতিরাম উত্তর রায়পুর পোদ্দারপাড়া, পোস্ট- পতিরাম, থানা-পতিরাম, জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার স্বামীর বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কে Account No. 54221412949 এর একটি Term Deposit সার্টিফিকেটটি হারিয়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে আমার 8016082400 এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/118666)

•

I, Simran Chhetri notify that I lost my ICSE marksheet. Name Simran Chhetri, UID- 6460068, Index No: 1172749/036 (ICSE), year of passing 2017, Sunshine School, Birpara, Alipurduar- 735204, WB, M.No: 8509709391. (C/117100)

অ্যাফিডেভিট

I, Naseera Begam, W/o Sabir Hussain on 19/09/25 by affidavit at Alipurduar Court it is declared that Naseera Begam & Naseera Khatoon Ansari is same & one identical person. (C/118668)

•

আমি Sreerupa Sarkar Paul Choudhury গত 14.10.2025 তারিখে নোটারি পাবলিক, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Sreerupa Sarkar Paul Choudhuri এবং Sreerupa Paul Choudhury এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118534)

•

Sankari Ghosh (Old Name), W/o Ujjal Ghosh, resident of Milanpally, P.O. Bidhan Nagar, P.S. Phansidewa, Dist. Derjeeling, West Bengal, Pin- 734426, shall henceforth be known as Shankari Ghosh(New Name) as declared before the Ld. Notary Public at Siliguri vide Affidavit SL. No 11AC 188224, Dated 14.10.2025 Sankari Ghosh (Old Name) and Shankari Ghosh (New Name) both are the same and one identical person.

•

আমি Shukra Miya, পিতা Hussain Miya, গ্রাম- পূর্ব কাঠালবাড়ি, পোস্ট- শিলবাড়িহাট, থানা ও জেলা- আলিপুরদুয়ার, আমার সঠিক নাম Shukra Miya, পিতা- Hussain Miya যা আমার আধার কার্ডে নথিভুক্ত। আমার ভোটার কার্ডে (MBK2786663) আমার নাম Shukra Miah, পিতা- Hosen Miah হিসেবে নথিভুক্ত। আমার 2002 সালের ভোটার তালিকায় Shukra Miya, পিতা- Hussain Miya এর জায়গায় আমার নাম ভুলবশত Samsul Miya, পিতা- Hussain Miya হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। গত 10/10/2025 ১ম শ্রেণি J.M কোর্ট আলিপুরদুয়ার অ্যাফিডেভিট বলে Shukra Miya, পিতা- Hussain Miya, Shukra Miah, পিতা- Hosen Miah এবং Samsul Miya, পিতা- Hussain Miya উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118670)

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para
Siliguri-734001
e-NIB No.- 25-DE/SMP/2025-26
On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different purchase works under Siliguri Mahakuma Parishad.
Date & time Schedule for Bid of work Start date of submission of bid: 16.10.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 29.10.2025 (service clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit website, namely - **http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/-
DE, SMP

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৮৩৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৮৩৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

নভেম্বর মাস, ২০২৫ -এর জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

তিনসুকিয়া ডিভিশনের আওতাধীন নভেম্বর, ২০২৫ -এর জন্য রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ই-নিলাম কর্মসূচি এতদ্বারা নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছে :-

ক্রম নং	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	নভেম্বর, ২০২৫	তিনসুকিয়া ডিভিশনের জন্য ১৯-১১-২০২৫ এবং জিএসডি/ডিব্রুগড় টাউনের জন্য ২৮-১১-২০২৫

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) এর মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৮/২০২৫, তারিখঃ ১৩-১০-২০২৫।
নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

কাজের বিবরণ	টেন্ডার পরিমাণ	টেন্ডার প্রদানের তারিখ
ক্র.নং. (i). টেন্ডার নং. ০২২৫৫৩১০		
১৬ মিটার ক্ল্যাম্প সাথে রেল জাম্পার	৫২০ টি	৩১-১০-২৫
ক্র.নং. (ii). টেন্ডার নং. ০২২৫৫৩১০		
০৩ মিটার ক্ল্যাম্প সাথে রেল জাম্পার	৫২০ টি	৩১-১০-২৫

দ্রষ্টব্যঃ- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহণ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।
প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/কন/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাজে ভুলভ্রান্তি হলেও সমস্যা কিছু হবে না। নতুন বন্ধুলাভে উপকৃত হবেন। দাম্পত্যে অশান্তি কাটবে। বৃষ : কাউকে কটু কথা বলে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগবেন। কাউকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাগজ দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। মিথুন : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় অত্যাধিক বিনিয়োগে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশি। প্রেমে শুভ। কর্কট : রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। পায়ের হাড়ে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। সিংহ : মাথা ঠান্ডা রেখে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সেরে ফেলুন। সংসারে আর্থিক অনটন দূর হবে। জ্বরে ভোগান্তির সম্ভাবনা। কন্যা : পাওনা আদায় করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। অংশীদারি ব্যবসায় টাকাপয়সা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি। তুলা : মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। নিজের ভুলে বড় কোনও কাজ হাতছাড়া হতে পারে। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৃশ্চিক : সন্তানের সমাজমূলক কাজের সুবাদে গর্বিত হবেন। বন্ধুর পরামর্শে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পারবেন। ধনু : বিকল্প উপার্জনের দিশা পেয়ে অনেকটা নিশ্চিত হতে পারবেন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার সুযোগ পাবেন। মকর : স্ত্রীর সাহায্যে ব্যবসায় কোনও জটিল সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। কুম্ভ : দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ থাকা কোনও প্রকল্প চালু করলে সাফল্য মিলবে। তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। মীন : মানসিক শান্তির জন্য ধর্মাচার্যে আগ্রহ বাড়বে। সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। একাধিক পথে আয় বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ আশ্বিন, ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৯ আহিন, সংবৎ ১০ কার্তিক বদি, ২৩ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৮, অঃ ৫।৯। বৃহস্পতিবার, দশমী দিবা ১।৪৭। অশ্লেষানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।৩৭। সাধ্যযোগ দিবা ৭।৫৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১।৪৭ গতে ববকরণ রাত্রি ১।৩২ গতে বালবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৩৭ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১।৪৭ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ২।১৬ গতে ৫।৯ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।২৩ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ১২।৩৫ গতে ২।১৬ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট এবং একাদশীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১৪ মধ্যে ও ৪।৬ গতে ৫।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বন্ধু চল... বালুরঘাটে বুধবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

তৃণমূলের ঘরোয়া দ্বন্দ্বে হাতাহাতি

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ১৫ অক্টোবর : হরিরামপুর ব্লকের গোকর্ণ পঞ্চায়েতের খাঞ্জাপুর-১ ও ২ সংসদ মিলে মঙ্গলবার খাঞ্জাপুর এমএসকেতে পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প বসেছিল।

সেখানে খাঞ্জাপুর পশ্চিম সংসদের তৃণমূল কর্মী মেহেদি হাসান বেশকিছু লোকজন নিয়ে গিয়ে ওই সংসদের কিছু কাজের জন্য অর্থবরাদ্দ করার বিষয়টি তোলেন। কিন্তু মেহেদির দেওয়া পরিকল্পনা খাতে পঞ্চায়েত সদস্য সামিদুল আলম কোনও টাকাই বরাদ্দ করতে চাননি। এনিয়ে দুই পক্ষের বিবাদ চরমে ওঠে। এমনকি হাতাহাতি থেকে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দেয়।

উত্তেজনা চরমে পৌঁছালে ক্যাম্পে উপস্থিত পুলিশ প্রথমে এগিয়ে আসে। এরপর তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ইয়াসিন আলি এমন গণ্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই পক্ষের সমস্যার সমাধান করেন। তাঁর উপস্থিতিতে শেষপর্যন্ত মেহেদির দেওয়া পরিকল্পনা খাতে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়।

এই বিষয়টি নিয়ে মেহেদি বলেন, 'প্রথমে গণ্ডগোল হয়েছিল। পরে আমরা দলীয় নেতৃত্বের কথায় সব মিটমাট করে নিয়েছি।' এব্যাপারে সামিদুলকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তৃণমূল ব্লক সভাপতি ইয়াসিন আলি বললেন, 'এটি সামান্য বিষয়। আমি দুই পক্ষকে নিয়ে সমাধান করে দিয়েছি। আমি ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর আর কিছু হয়নি।' মেহেদি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে লড়াই করে নির্দল প্রার্থী সামিদুলের কাছে ১৪ ভোটে হেরে যান। সামিদুল ভোটে জিতে তৃণমূলে যোগদান করেন। তখন থেকে সামিদুল হয়ে ওঠেন তৃণমূল নেতৃত্বের কাছের মানুষ। আর হেরে যাওয়ার পর থেকে মেহেদি দলে কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক নিমাই সরকার কটাক্ষ করে বললেন, 'খাঞ্জাপুরে ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোল। এটা নতুন কিছু নয়।'

হরিরামপুরের বিডিও অত্রী চক্রবর্তী বলেন, 'গণ্ডগোল হয়েছে বলে আমি কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি।'

ঝুলন্ত দেহ

মালদা, ১৫ অক্টোবর : মঙ্গলবার রাতে দশম শ্রেণির পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত ওই ছাত্রী পুরাতন মালদার বাসিন্দা। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এক তরুণের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করেছিল ওই নাবালিকা। বিয়ের আট মাস পর স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পেরে বাবার বাড়ি চলে আসে সে। নাবালিকার মায়ের অভিযোগ, 'গতকাল রাতে খাবার খাওয়ার পর ওই তরুণের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল মেয়ে। এরপরই গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ে মেয়ে।' ওই তরুণই ফোন করে বিষয়টি পরিবারের লোকজনকে জানান। এরপর তড়িঘড়ি ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ডুবে মৃত্যু

মালদা, ১৫ অক্টোবর : মহানন্দা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সদরঘাট এলাকায়। মৃতের নাম রজতশুভ্র দাস (৩৪)। তিনি চাঁচলের খেলেনপুর এলাকার বাসিন্দা। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে দেহ উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

থানায় অভিযোগ

বৈষ্ণবনগর, ১৫ অক্টোবর : পাড়ার নলকূপ থেকে জল নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় জল ফেলাকে কেন্দ্র করে এক বধূকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনার সময় ওই বধূর স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। খবর পেয়ে তিনি বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে যান। এরপর ওই বধূর স্বামী এই ঘটনায় তিনজনের নামে বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সম্মেলন

বুনিয়াদপুর, ১৫ অক্টোবর : বামেদের সারাভারত খেতমজুর ও শ্রমিক সংগঠনের বংশীহারী ব্লকের এলাহাবাদ অঞ্চল কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বুধবার। এদিন জামারে শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনে সভার কাজ শুরু হয়।

প্রতারণায় ধৃত ২ সরকারি কর্মী

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ অক্টোবর : অনলাইন চালান কাণ্ডের তদন্তে নেমে এর আগে এক লিংকম্যানকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত চালিয়েছিল বালুরঘাট থানার পুলিশ। এবার সেই কাণ্ডে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হল। বুধবার বিকেলে ওই অফিস থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই সরকারি কর্মীকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম বিষ্ণুবর্ধন মাহাতো ও পার্থ দাস। সরকারি কর্মীদের গ্রেপ্তারিতে মুখে কুলুপ এঁটেছেন অন্য আধিকারিকরাও। তবে ঠিক কী হয়েছে?

গত জুলাই মাসে নবান্নের স্পেশাল অডিট টিম টানা এক সপ্তাহ ধরে ওই ঘটনায় তদন্ত করেছে। ওই টিম সেই রিপোর্ট জেলা প্রশাসনকে না দিয়ে রাজ্যে জমা করে। তাই এখনও তদন্তে কী ধরা পড়েছে তা জানা যায়নি। তবে বালুরঘাট

অভিযোগের ঝুলি

বালুরঘাটের ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের সই থাকলেও অভ্যন্তরীণ অডিটে ত্রুটি ধরা পড়ে

প্রতিটি ক্ষেত্রে কম রাজস্ব পোর্টালে জমা করে বেশি লেনদেন দেখানো হয়েছে

যে পরিমাণ টাকা সরকারের ঘরে যাওয়ার কথা ছিল তা বাস্তবে জমা পড়েনি

সরকারি কর্মীদের গ্রেপ্তারে উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বালুরঘাট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে

পুলিশের তদন্তে ওই অনলাইন চালান কাণ্ডে দুর্নীতি সামনে এসেছে। গত ১৮ জুলাই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল। পরে তিনি পুলিশ অফিসারদের তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বেশ কিছু নথিও জমা করেন। এর ভিত্তিতেই জানা গিয়েছে, অন্তত ৩৫টি অনলাইন চালানের ক্ষেত্রে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই চালানগুলি বিকৃত করা হয়েছিল। যা সংখ্যায় প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। এরপরেই ওই মামলায় সরাসরি ওই সরকারি কর্মীদের জড়িত থাকার তথ্য পেয়েছে পুলিশ। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'অনলাইন চালান দুর্নীতি মামলায় বুধবার দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' জমির মিউটেশনের টাকা, জমির কনভারশন, ইটভাটার মাটি কেনা, অবৈধ পুকুর খনন বা অবৈধ মাটি পরিবহণে জরিমানা ইত্যাদি নানা কাজের অর্থ রাজস্ব আকারে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য অর্থ দপ্তরে জমা পড়ে। সরাসরি অর্থ দপ্তরের পোর্টালে গিয়ে কর অথবা জরিমানার টাকা জমা করে চালান দিয়ে আসতে হয়। এরপর ওই জমা করা নথিপত্রের সঙ্গে সরকারি পোর্টালের দাখিল করা তথ্য মিলিয়ে দেখে তবে দপ্তরের আধিকারিকদের সই করবার নিয়ম।

কিন্তু অভিযোগ, বালুরঘাটের ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের সই থাকলেও অভ্যন্তরীণ অডিটে ত্রুটি ধরা পড়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রে কম রাজস্ব পোর্টালে জমা করে, বেশি লেনদেন দেখানো হয়েছে। যে পরিমাণ টাকা সরকারের ঘরে যাওয়ার কথা ছিল তা বাস্তবে জমা পড়েনি। ওই অডিট সামনে আসার পর দক্ষিণ দিনাজপুরে কার্যত তুলকালাম পড়ে যায়।

খোদ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রণেন্দ্রনাথ মণ্ডল এ নিয়ে বালুরঘাট থানায় এফআইআর করেন। নবান্ন থেকেও বিশেষ অডিটের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী নবান্নের অর্থ দপ্তরের একটি বিশেষ প্রতিনিধিদল, বালুরঘাট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে পৌঁছে তদন্ত করেছে। এদিন সরকারি আমিন ও একজন ইউডিসিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সমাজমাধ্যমের সৌজন্যে খোঁজ, দেশে ফেরানোর চেষ্টা

১৪ বছর কুমিল্লায় নাজিমুল

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৫ অক্টোবর : কালিয়াচকের আমির শেখের পর এবার বাংলাদেশ থেকে নাজিমুল হক নামে মানসিক ভারসাম্যহীন এক তরুণকে মালদা জেলার চাঁচলে ফেরাতে উদ্যোগ নিলেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ কংগ্রেস নেতা ইশা খান চৌধুরী। ১৪ বছর ধরে বাংলাদেশের কুমিল্লায় রয়েছেন নাজিমুল। সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি সামাজমাধ্যমে নাজিমুলের ছবি ভাইরাল হয়। ওই ছবি দেখে পরিবারের লোকেরা হারানো ছেলেকে চিনতে পারেন। ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে নাজিমুলের বাবা মারুফ আলি বিভিন্ন জায়গায় দরবার করলেও, তাতে কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। শেষে তিনি সাংসদ ইশার দ্বারস্থ হন। সাংসদের উদ্যোগ এবং বিদেশমন্ত্রকের সহযোগিতায় নাজিমুলের দেশে ফেরা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বুধবার ইশা বলেন, নাজিমুলকে ফেরাতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে আমি লিখিত আবেদন করেছিলাম। নাজিমুল যে ভারতীয় নাগরিক, তার প্রমাণপত্র ভেরিফিকেশনের জন্য বিভাগীয় দপ্তরেও পাঠানো হয়েছিল। ওই রিপোর্টও চলে এসেছে। মানষিক ভারসাম্যহীন ওই তরুণ বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় রয়েছেন। আশা করছি খুব দ্রুত পরিবারের কাছে ফিরে আসবে নাজিমুল।'

সমাজমাধ্যম বাড়ি ফেরাচ্ছে নাজিমুলকে। মালদা জেলার চাঁচল থানার ইসলামপুর গ্রাম থেকে ২০১১ সালে নিখোঁজ হয়ে যান নাজিমুল। সর্বত্র খোঁজ করেও নিখোঁজ ছেলেকে পাননি বাবা মারুফ আলি। প্রায় ১৪ বছর পর সমাজমাধ্যমের সৌজন্যে বাড়ি ফিরতে চলেছেন ওই তরুণ। মারুফের কথায়, 'ছোট থেকে সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে। মাঝেমধ্যেই বাড়ি থেকে এদিকে-ওদিকে চলে যেত। বহুবার খোঁজখবর নিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। কিন্তু ২০১১ সালে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর নানা জায়গায় খোঁজ করেও আর

নাজিমুল হকের এই ছবি ভাইরাল।

পাইনি। এভাবে ১৪ বছর কেটে যাওয়ায় আমরা ভেবেছিলাম হয়তো ছেলে মারা গিয়েছে। কিন্তু মাস চারেক আগে প্রতিবেশীরা ফেসবুকে ছেলের ছবি দেখতে পেয়ে আমাদেরকে দেখাতে বাড়িতে ছুটে আসেন। ছবি দেখেই চিনতে পারি নাজিমুলকে।' এরপর খোঁজ নিয়ে নাজিমুল যে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় রয়েছেন, তা তাঁরা জানতে পারেন বলে জানান মারুফ। যে নাজিমুলের ছবি প্রথম পোস্ট করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করেছেন বলেও জানান তিনি। বলছেন, 'ওই ব্লগার সিয়ামের মাধ্যমে ছেলের সঙ্গে ভিডিও কলেও কথা বলেছি।'

মারুফের বক্তব্য, ছেলেকে ফিরে পেতে জেলার সমস্ত আধিকারিকের কাছে গিয়েছেন। জেলা শাসকের কাছেও আবেদন করেছেন। কিন্তু কোনও মহলেই তৎপরতা দেখেননি। যে কারণে সাংসদের দ্বারস্থ হওয়া। তিনি বলছেন, 'দেখলাম সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর উদ্যোগে বাংলাদেশ থেকে পরিযায়ী শ্রমিক আমির শেখকে ফিরিয়ে আনা হল। তারপর আমি দেখা করেছিলাম সাংসদের সঙ্গে। উনি আশ্বাস দিয়েছেন ছেলেকে ফেরাবার বিষয়ে। জানতে পেরেছি দ্রুত নাজিমুল বাংলাদেশ থেকে ফিরবে। সেই দিনটার অপেক্ষায় রয়েছি আমরা।'

ছাগল চুরিতে গাড়ি ভাঙচুর

পুরাতন মালদা, ১৫ অক্টোবর : ছাগল চুরি করে পালাতে গিয়ে জনরোষের শিকার হল তিন চোর। বুধবার দুপুরে পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের সৈয়দপুর গ্রামের ঘটনা।

এদিন সৈয়দপুর গ্রাম থেকে একটি ছাগল চুরি করে প্রাইভেট গাড়িতে চেপে ওই তিনজন পালানোর চেষ্টা করছিল। স্থানীয় বাসিন্দা হরি টুডু বিষয়টি দেখতে পেয়ে আট মাইল স্ট্যান্ডে থাকা অন্য বাসিন্দাদের খবর দেন। এরপর আট মাইলের রাস্তায় একটি বড় গাড়ি দিয়ে ওই পথ আটকানো হয়।

উত্তেজিত জনতা এরপর তিনজনকে ধরে বেদম প্রহার করার পাশাপাশি তাদের গাড়িটিও ভাঙচুর করেন।

খবর পেয়ে মালদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই তিনজনকে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ ছাগল মালিকের তরফে লিখিত অভিযোগ চেয়েছে।

সমস্ত প্রধান ইলেকট্রনিক দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। croma Reliance digital
@philipshomelivingindia @philipshomelivingindia @smartcookingbyphilips www.domesticappliances.philips.co.in

DEALERS KOLKATA: GREAT EASTERN TRADING CO PVT LTD - 7003608809; KHOSLA ELECTRONICS PVT. LTD. - 9874249492; RAIPUR ELECTRONICS PVT. LTD. - 9903368111; FAIRDEAL INTERNATIONAL - 9836076341; KOHINOOR ELECTRICALS - 9051011889; NU HIRAMOTI - 9831074569; HIRAMOTI ELECTRON - 9831517246; SALES EMPORIUM - +91 9147708767; GHOSE & GHOSE - 8240665766; SUR SANGEET - 9830985141; ZENITH ELECTRIC STORES - 9830472001; STAR ELECTRICALS - 9830519969; KRISHNA - 9836464641; MULTI CHANNEL ELECTRONICS - 9831180492; **HOOGHLY:** MITTAL ELECTRONICS - 8697881496; **SILIGURI:** MAHAKALI STORES (BM) (SIL) - 8944868117; HIMALAYAN SHOPPE (SIL) - 9800047400; LOKENATH ELECTRIC WORKS - 9749318624; PRANAB STORES (SIL) - 9434227298; ANURAG ENTERPRISE - 9800006868; **ASANSOL:** SWETA STAINLESS - 9434016571; EAGLE HOUSE - 9749148371.

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

অপেক্ষা।। দক্ষিণ দিনাজপুরের রাধানগরের আত্রেয়ী নদীতে ছবিটি তুলেছেন মদনগোপাল চৌধুরী।

সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ কাউন্সিলারের

বিজয়া সম্মিলনিতে ডাক পাননি শংকর

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ অক্টোবর : বিজয়া সম্মিলনি ঘিরে ফের একবার বালুরঘাটের ঘাসফুল শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল। অভিযোগ, মঙ্গলবারের বিজয়া সম্মিলনিতে দলের প্রাক্তন বিধায়ক এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শংকর চক্রবর্তীকে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। এখানেই শেষ নয়, বালুরঘাট পুরসভার কাউন্সিলার ও এমআইসি মহেশ পারখ বিজয়া সম্মিলনিতে বসার চেয়ার পর্যন্ত পাননি। চেয়ার না পাওয়া নিয়ে মহেশ সমাজমাধ্যমে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন।

সামাজমাধ্যমে মহেশ লেখেন, 'দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মঙ্গলবার বালুরঘাট শহরে আমাদের দলের বিজয়া সম্মিলনি আয়োজিত হয়। কিন্তু মঞ্চে বালুরঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শংকর চক্রবর্তীকে না দেখতে পেয়ে হতাশ হলাম।' নিজের শহরের দলীয় অনুষ্ঠানেই কেন আমন্ত্রণ জানানো হল না প্রাক্তন বিধায়ককে, তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন। তিনি আরও লেখেন, 'অনেক কাউন্সিলার মঞ্চে ছিলেন। কিন্তু আমার জন্য মঞ্চের নীচেও চেয়ার রাখা হয়নি। জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি অমরনাথ ঘোষকেও মঞ্চে ডাকা হয়নি। দলীয় নেতৃত্বকে এভাবে অপমান করে কি ঐক্যের বার্তা দেওয়া যায়?' দলের অনুষ্ঠানে ডাক পেয়েছেন কি না জানতে চেয়ে শংকরকে ফোন করা হলে, তিনি 'মিটিংয়ে আছি' বলে ফোন কেটে দেন। খোদ দলের কাউন্সিলার ও অন্য নেতাদের এমন অভিযোগের মুখে পড়ে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে দলকে। তবে দলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের অকপট স্বীকারোক্তি, 'ডানপন্থী দলে খানিক গোষ্ঠীকোন্দল থাকবেই। শংকরকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা আয়োজকদেরই। ওঁরা আমন্ত্রণ করেছে কি না জানা নেই।' তিনি যোগ করেন, 'বয়সের কারণে উনি সব অনুষ্ঠানে যান না। তবে ওঁকে অপমান করার ধৃষ্টতা কারও নেই।'

শংকর ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বালুরঘাটের বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তবে ২০১৬ সালের নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর দল তাঁকে আর প্রার্থী করেনি। শংকর রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রর বিরোধী গোষ্ঠী বলেই দলে পরিচিত। তাই শংকরের আমন্ত্রণ না পাওয়াকে গোষ্ঠীকোন্দলের ফল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সম্প্রতি শংকর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিযুক্ত ব্যানার পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ ওঠে বালুরঘাট শহরের তৃণমূলের যুব সভাপতি ও বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ মণি দাসের পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়ারও। শংকরকে আমন্ত্রণ না জানানোর পিছনে এটাও কারণ হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের মত।

বিজয়া সম্মিলনির আয়োজক বালুরঘাট শহর তৃণমূলের সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, 'মঞ্চে চেয়ারের সমস্যা ছিল। দেরি করে আসায় অনেকে সামনের দিকে চেয়ারে বসতে পারেননি। পেছনের দিকে বসে ছিলেন। আর আমাদের কাছে খবর ছিল শংকর জেলার বাইরে রয়েছেন, তাই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।'

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রভাব

- আমন্ত্রণ জানানো হয়নি দলের প্রাক্তন বিধায়ককে
- ডাক পাননি জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি অমরনাথ ঘোষ
- প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিযুক্ত ব্যানার পোড়ানোর অভিযোগ ওঠে
- এই ঘটনাকে গোষ্ঠীকোন্দল বলে মানতে নারাজ ঘাসফুল শিবির

কচুরিপানা ও ঝোপজঙ্গলে ভরা সামসী পঞ্চায়েত সংলগ্ন পুকুর।

উচ্ছেদ ঘিরে প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৫ অক্টোবর : রতুয়া-১ ব্লকের সামসী গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর লাগোয়া একটি পুকুর রয়েছে। ওই পুকুরপাড়ে ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর ধরে সাতটি পরিবার বসবাস করছে। সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনীষা দাস জানালেন, তিনি দেড় বছর ধরে পুকুরটি সংস্কারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে মহকুমা প্রশাসন জবরদখলকারীদের আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ওই সরকারি জায়গাটি খালি করতে নির্দেশ দিয়েছে। এর পরেই ওই পরিবারগুলির তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, সামসী পঞ্চায়েতের প্রধান মনীষা দাসের স্বামী সিদ্ধার্থ রায় ওরফে পাপাই তাঁদের বলেছেন, তাঁকে ১৫ লক্ষ টাকা উৎকোচ দিলে তাঁদের আর ওই জায়গা থেকে উৎখাত করা হবে না।

পুকুরপাড়ে বসবাসকারী বাসিন্দা অর্চনা দাস, বিশাখা দাসরা জানিয়েছেন, তাঁরা ভূমিহীন মানুষ। প্রশাসন তাঁদের উচ্ছেদ করলে এখন তাঁরা কোথায় যাবেন।

এ নিয়ে চলতি মাসের আট তারিখে চাঁচলের মহকুমা শাসক সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের নিকট ওই এলাকায় বসবাসকারী সাতজন সিদ্ধার্থের নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পাশাপাশি প্রশাসনের নিকট পুনর্বাসনেরও দাবি করেছেন তাঁরা। অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন চাঁচলের মহকুমা শাসক।

যদিও সিদ্ধার্থের বক্তব্য, 'আমি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। আমার স্ত্রী প্রধান। উনি যথেষ্ট শিক্ষিত। দক্ষতার সঙ্গে পঞ্চায়েত পরিচালনা করেন। পঞ্চায়েতের কাজে আমি কোনও নাক গলাই না। অতএব কারও কাছে টাকা চাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।'

পরিবারগুলো এখান থেকে উচ্ছেদ হলে তারা কোথায় বসবাস করবে, এ নিয়ে কোনও দিশা দেখাতে পারেননি পঞ্চায়েত প্রধান। রতুয়া-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি ও সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মোশারফ হোসেন বললেন, 'বর্তমানে পঞ্চায়েত পুকুরটিকে সংস্কার করে জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে চায়। প্রধানের স্বামী কার কাছে কী উৎকোচ চেয়েছেন, সেটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। দল এসব সমর্থন করে না।'

সামসীর বাসিন্দাদের অভিযোগ, দিনের পর দিন পুকুরটি জবরদখল হয়ে যাচ্ছে। কিছু ব্যবসায়ী ও পুকুরপাড়ের বাসিন্দারা পুকুরটির অনেকটা জবরদখল করে রেখেছেন। সব জেনেও মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে পঞ্চায়েত প্রশাসন। পুকুরটি জবরদখলমুক্ত ও সংস্কার করে ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলা হোক বলে দাবি তাঁদের।

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত

গাজোল, ১৫ অক্টোবর : গাজোলের শ্যামনগরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পার্কিং এলাকায় মঙ্গলবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৭০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। কালিয়াচকের গোপালনগর এলাকায় বাড়ি ওই ব্যক্তির নাম রাজকুমার রবিদাস। সাতটি প্যাকেটে ৭০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার নিয়ে কিশনগঞ্জ যাওয়ার উদ্দেশে শ্যামনগরে তিনি বাসের অপেক্ষায় ছিলেন। গাজোল থানার আধিকারিকরা রাজকুমারকে আটকে তল্লাশি চালাতেই মেলে মাদকের একাধিক প্যাকেট। রাজকুমারের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

নাবালকের মৃত্যু

মালদা, ১৫ অক্টোবর : ফ্যানের সুইচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অবিনাশ সোরেন (১৭) নামে এক নাবালকের মৃত্যু হল। ঘটনাটি হবিবপুরের খাতিয়াখানা এলাকার। মঙ্গলবার রাতে সুইচ দিতে গিয়ে সুইচবোর্ডে সমস্যা থাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সে। প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই মৃত্যু হয় অবিনাশের।

ট্র্যাক্টর চাপা দিয়ে খুনের চেষ্টা

রায়গঞ্জ, ১৫ অক্টোবর : জমি দখলকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তেজনা ছড়ায় কর্ণজোড়া ফাঁড়ির গোবিন্দপুর গ্রামে। জমির মালিককে ট্র্যাক্টর চাপা দিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ মহম্মদ মহসিন, আজিমুদ্দিন ও সাদিকুল ইসলাম নামে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

জমির মালিক সাফেদা বিবির কথায়, 'দেড় বিঘা জমির রেকর্ড রয়েছে আমার নামে। দীর্ঘ এক মাস ধরে প্রভাবশালী কয়েকজন আমার জমি দখলের চেষ্টা করছে।' অভিযুক্ত মহসিন অবশ্য বলেন, 'ওই জমি আমার কাছে বিক্রি করার কথা থাকলেও চাষ করা হচ্ছিল। তাই খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।'

পরিদর্শনে ডিআরএম

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ অক্টোবর : হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তজমুল হোসেন চলতি মাসের ১৩ তারিখ হরিশ্চন্দ্রপুর সহ চারটি রেলস্টেশনে বিভিন্ন এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপ ও পরিকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার কিরেন্দ্র নরহের কাছে দাবিপত্র পেশ করেছিলেন। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে বুধবার হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশন পরিদর্শনে আসেন ডিআরএম। তাঁকে সংবর্ধনা জানায় এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, ওই ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনের পরিকাঠামোগত দিকগুলি খতিয়ে দেখার জন্য এই পরিদর্শন।

সচেতনতা সভা

রতুয়া, ১৫ অক্টোবর : রতুয়া-২ ব্লকে বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ইমামদের নিয়ে একটি সচেতনা সভার আয়োজন করা হয়। মানিক ঝাঁ ভবনে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। বিডিও শেখর শেরপা, ব্লক প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক এবং এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাতে রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য করা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, নারী নির্যাতন প্রভৃতি ঘটনা আটকানোর জন্য রাজ্য সরকার যেসব সমাজকল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

রক্তদান

রতুয়া, ১৫ অক্টোবর : মালদা জেলা পুলিশ-প্রশাসনের উদ্যোগে এবং রতুয়া থানার ব্যবস্থাপনায় বুধবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরটি রতুয়া থানা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশকর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার এবং এলাকার স্থানীয়রা রক্তদান করেন। শিবিরে ৫২ জন রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রতুয়া থানার আইসি মানবেন্দ্র সাহা, মালদা জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ রিয়াজুল করিম বক্সী, রতুয়া-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অজয়কুমার সিনহা প্রমুখ।

ঝুলন্ত দেহ

রায়গঞ্জ, ১৫ অক্টোবর : রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খলসি গ্রামে বুধবার গোডাউন থেকে এক ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম নিরঞ্জনকুমার রায় (৫১)। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মৃতের পরিবার জানিয়েছে, বাজারে ওই ব্যবসায়ীর লক্ষাধিক টাকা ঋণ ছিল। এদিন সকালে নিরঞ্জন বাজার করতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে জলখাবারও খান। এরপর গোডাউনে যান। সেখান থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

না জিতলে উন্নয়ন বন্ধ : চৈতালি

লন্ডভন্ড করার হুমকি তজমুলের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ অক্টোবর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে প্রকাশ্যে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন রাজ্যের মন্ত্রী, হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তজমুল হোসেন। মঙ্গলবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ (এ) ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'এসআইআর হোক, সমস্যা নেই। কিন্তু আমাদের এলাকার কারও নাম যদি বাদ যায়, এলাকা লন্ডভন্ড করে দেব। সবাইকে নিয়ে আন্দোলনে নামব।' তবে মন্ত্রীর মুখে এই ভাষা অশোভন বলে দাবি বিরোধীদের। এদিন মন্ত্রী ছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম, জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, ব্লক সভাপতি মোশারফ হোসেন সহ অন্যরা।

এদিকে বিজেপির দাবি, হারের আশঙ্কা থেকে তৃণমূল নেতারা এখন সরাসরি হুমকির পথে হাঁটছেন। বুধবার রাতের অনুষ্ঠানে তৃণমূলের তরফে বিভিন্ন ক্লাবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তার মধ্যে মন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে এখন জেলাজুড়ে তর্জা চরমে।

মন্ত্রী তজমুল সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি স্পষ্ট বলেছি, আমাদের এলাকার মানুষ যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়েন। মানুষের অধিকার নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে আমরা চুপ থাকব না।'

সাংসদ সামিরুল বলেন, 'মন্ত্রী যা বলেছেন, তা সঠিক। এসআইআর প্রক্রিয়ায় যদি কোনও সাধারণ মানুষের নাম বাদ পড়ে, তার প্রতিবাদ করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা মানুষের পাশে আছি, থাকব।'

এ প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক কিষান কেডিয়া বলেন, 'মন্ত্রী তজমুলের মন্তব্য প্রমাণ করে তৃণমূল প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে চাইছে। ভোটারদের ভয় দেখিয়ে গণতন্ত্রকে অপমান করা হচ্ছে। এর জবাব মানুষ ব্যালট বাক্সে দেবে।' অন্যদিকে তুলসীহাটায় হরিশ্চন্দ্রপুর-১ (বি) সাংগঠনিক ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন হয় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ, ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, চেয়ারম্যান চৈতালি ঘোষ সরকার, জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান প্রমুখ। সেখানে মর্জিনা বলেন, 'কে বিধায়ক হবেন, ঠিক করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলকে দলের শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।'

জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান চৈতালি সরকার মর্জিনার বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন, 'কে, কী করছেন- মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন।' এরপরই চৈতালির সংযোজন, 'তৃণমূলকে না জেতালে এলাকা উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হবে।'

এই মন্তব্য নিয়ে বিজেপির নেতা কিষান বলেন, 'বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের এলাকার কাজ করতে দেওয়া হয় না, এই ধরনের অসাংবিধানিক বক্তব্যে বারবার তা স্পষ্ট হচ্ছে।' সঙ্গে গেরুয়া শিবিরের কটাক্ষ, শুধু চাঁচল নয়। সারারাজ্যের মানুষ তৃণমূলকে বিসর্জন দেবে।'

মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন চৈতালি সরকার। -সংবাদচিত্র

> এসআইআর হোক, সমস্যা নেই। কিন্তু আমাদের এলাকার কারও নাম যদি বাদ যায়, এলাকা লন্ডভন্ড করে দেব। সবাইকে নিয়ে আন্দোলনে নামব।
>
> **তজমুল হোসেন**
> *বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী*

কাপড় শুকোনো। মালদার মহানন্দা নদীর তীরে ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

নার্সিংহোমকে লক্ষাধিক টাকার জরিমানা

মালদা ও সামসী, ১৫ অক্টোবর : একাধিক গাফিলতিতে চাঁচল সুইমিং পুল এলাকা ও চাঁচল হাসপাতাল রোড এলাকার দুই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করে ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট (সিই) লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশিকা জারি করল মালদা জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২২ সেপ্টেম্বর জেলা পর্যবেক্ষণ দল চাঁচলের ওই দুটি নার্সিংহোমে হানা দেয়। সুইমিং পুল সংলগ্ন নার্সিংহোম পরিদর্শনে পৌঁছে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা দেখেন, ট্রেড লাইসেন্সের মেয়াদ পার হয়ে গিয়েছে। দু'বছরের বেশি সময় ধরে সেখানে লালারসের নমুনার কোনও পরীক্ষা করা হয়নি। অপারেশন থিয়েটারের রেজিস্টারেও গরমিল রয়েছে। হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার একটি নার্সিংহোমের দুটি ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট লাইসেন্স পাওয়া যায়। দুই সিই লাইসেন্সে মালিকের নাম ও ঠিকানায় সামান্য পরিবর্তন রয়েছে। যা অনৈতিক। একগুচ্ছ গাফিলতি এবং অভিযোগের ভিত্তিতে দুই নার্সিংহোমকেই গত সোমবার শুনানিতে ডাকা হয়।

চাঁচল

এরপর বুধবার বিকেলে নার্সিংহোম দুটির কর্তৃপক্ষকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করে সিই লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশিকা জারি করে মালদা জেলা প্রশাসন।

অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখ আনসার আহমেদ বলেন, 'চাঁচলের দুটি নার্সিংহোমে হানা দিয়ে বেশ কিছু গাফিলতি নজরে এসেছিল। সেইসব অভিযোগের ভিত্তিতে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে শুনানিতে ডাকা হয়। ওঁদের বক্তব্য শোনার পর দুটি নার্সিংহোমের ক্ষেত্রেই আমরা ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা ও সিই লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে দুটি নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

ওই দুই স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও অগ্নিনির্বাপণের শংসাপত্র নেই। এমনকি, প্রসবের পর নবজাতকদের রাখার পরিকাঠামো নেই। অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অ্যানাস্থেটিস্টের উপস্থিতির নথিভুক্তি নেই। ফলে ওই দুই নার্সিংহোমের ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট বা সিই লাইসেন্স বাতিলের জন্য জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে সুপারিশ করেছে প্রশাসন।

টোটোর রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৫ অক্টোবর : উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিবহণ দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, জেলায় সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ হাজার টোটো বা ই-রিকশার কোনও রেজিস্ট্রেশন নেই। সেগুলি পুরোপুরিভাবে অবৈধভাবে চলছে। এই সমস্ত রেজিস্ট্রেশনহীন টোটোর রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে বুধবার জেলা প্রশাসন ও পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, জনপ্রতিনিধি, পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, যে সমস্ত টোটোর 'এনরোলমেন্ট' ও 'রেজিস্ট্রেশন' নেই তাদের আগামী দু'বছরের জন্য সাময়িক রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে। দু'বছরের মধ্যে পুরোনো টোটো দিয়ে নতুন ই-রিকশা কিনতে হবে। আর এই সময়ের মধ্যে যারা রেজিস্ট্রেশন করবে না তাদের ৩০ নভেম্বরের পর পুলিশ আটকে দেবে। আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা (আরটিও) সুশান্ত অধিকারী বলেন, 'আগে কী হয়েছে বলতে পারব না। সরকারি নিয়ম মেনে এনরোলমেন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ৩০ নভেম্বরের পর বিনা রেজিস্ট্রেশনে কেউ টোটো চালাতে পারবেন না।'

প্রশাসনিক বার্তা

- জেলায় সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ হাজার টোটো বা ই-রিকশার রেজিস্ট্রেশন নেই
- যে সমস্ত টোটোর 'এনরোলমেন্ট' ও 'রেজিস্ট্রেশন' নেই তাদের আগামী দু'বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে
- দু'বছরের মধ্যে পুরোনো টোটো দিয়ে নতুন ই-রিকশা কিনতে হবে
- যারা রেজিস্ট্রেশন করবে না তাদের ৩০ নভেম্বরের পর পুলিশ আটকে দেবে

মানবিকতার দিক থেকে বিচার করে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন আরটিও। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৩ নভেম্বরের মধ্যে চিহ্নিতকরণের কাজ চলবে। অনলাইনের পাশাপাশি সরকারি সহায়তাকেন্দ্র থেকেও এই কাজ করা যাবে। সব টোটোতেই থাকবে নম্বর প্লেট। অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বরের সঙ্গে থাকবে কিউআর কোডও।

প্রশ্ন উঠেছে, রায়গঞ্জ পুরসভা সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত কয়েক মাস আগে টোটোচালকদের কাছ থেকে ৭৫০ টাকা আদায় করে কীভাবে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হল? কেন তারা আবার রেজিস্ট্রেশন করাবে? পরিবহণ দপ্তরের দাবি, ওই রেজিস্ট্রেশনের কোনও মূল্য নেই। সিটুর তরফে দাবি করা হয়েছে, ওই পরিমাণ টাকা বাদ দিয়ে এনরোলমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

টোটোর এনরোলমেন্টের জন্য চালকদের দুই বছরের জন্য অনলাইন পোর্টালে জমা দিতে হবে ২ হাজার ৯৪০ টাকা এবং ই-রিকশার রেজিস্ট্রেশনের জন্য দিতে হবে ২ হাজার ৭৬০ টাকা। এই নিয়ে পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে শাসক-বিরোধী তর্জা। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সব টোটোর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। সিটু নেতা নীলকমল সাহা বলেন, 'এই জেলায় কমপক্ষে ১ লাখ টোটো চলে। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পরিবহণ দপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, সেই দাবি মেনে নিয়েছে সরকার। কিন্তু পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি অবৈধভাবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে টাকা নিয়েছে তা ফেরত দিতে হবে অথবা ওই পরিমাণ টাকা বাদ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে।' অন্যদিকে, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রায়গঞ্জ শহর সভাপতি তপন দাস বলেন, 'অনিয়ন্ত্রিত টোটো চলাচলের ফলে মানুষের নিত্যদিনের যন্ত্রণা বাড়ছে। রোজ কোথাও না কোথাও দুর্ঘটনা ঘটছে। একদিকে যেমন টোটোচালকদের দুর্ঘটনা রয়েছে, তেমনই যাত্রীদেরও ক্ষতি হচ্ছে। তাই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।'

পশুবলির দায় এড়াচ্ছে বোল্লাকালী কমিটি

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৫ অক্টোবর : ঐতিহ্যবাহী বোল্লাকালীপুজো হতে আর বেশি দেরি নেই। ওই পুজো ঘিরে ইতিমধ্যে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে পুজো কমিটি। প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করেছেন বালুরঘাটের মৃৎশিল্পী হিমাংশু মহন্ত।

এবার ওই মেলার অন্যতম আকর্ষণ বোল্লা রক্ষাকালীর প্রতিমা প্রায় ৭৫০ ভরি সোনার গয়না দিয়ে সাজানো হবে। প্রায় ত্রিশ গ্রাম সোনার নতুন টায়রা পরানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। তবে টায়রার বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত নয়।

এদিকে, সওয়া হাত মানত কালী গড়ার কাজেও ব্যস্ত স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা। প্রতিদিনই রক্ষাকালীর মন্দির প্রাঙ্গণে বসে মানত কালী বানানোর বায়না নিচ্ছেন তাঁরা। পুজো কমিটির অনুমান, এবছর মানত কালীর সংখ্যা দুই হাজার ছুঁতে পারে।

প্রথা মেনে পুজোর তিনদিন কবিগানের আয়োজন থাকছে। খাঁপুরের শিল্পীদের কবিগানের জন্য বায়না দেওয়া হয়েছে। পুরোনো রীতি মেনে কবিগানের বায়নার পরেই পুজো ও মেলার চিঠি ছাপানো সহ অন্যান্য বায়না দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা অলোক কর্মকার জানালেন, ঐতিহ্য বজায় রেখে পুজো ও মেলার সমস্ত প্রস্তুতি আগেভাগেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা হিসেবে পরিচিত বোল্লা রক্ষাকালীমেলা। পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, এবছর মেলায় চার হাজারের বেশি দোকান বসবে। শুধু জেলার ব্যবসায়ীরা নন, আশপাশের জেলা থেকে শুরু করে ভিনরাজ্যের দোকানদাররাও এখানে দোকান দেবেন।

এই পুজো দেখতে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত সহ ভিনরাজ্য থেকে মানুষ রক্ষাকালীর মেলায় আসেন। এজন্য পুজোর কয়েকটা দিন জেলার হোটেল বা গেস্টহাউসগুলিতে অগ্রিম বুকিং হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বোল্লা মন্দির চত্বরের পাশাপাশি বালুরঘাট, পতিরাম, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুরের গেস্টহাউসগুলিতে আগাম বুকিং শুরু হয়েছে। এই বোল্লাপুজোয় বাতাসার ব্যাপক চাহিদা থাকে। তাই সেই চাহিদা মেটাতে জেলার বাতাসা তৈরির কাজে যুক্ত মানুষজন নাওয়া খাওয়া ভুলে বাতাসা তৈরির কাজে লেগে পড়েছেন।

বছরের পর বছর ধরে এখানে পশুবলি প্রথা চালু রয়েছে। কিন্তু পশুবলি নিয়ে ফের মাথাচাড়া দিয়েছে বিতর্ক। বালুরঘাটের পশুপ্রেমী ব্রতীন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'আমার কাছে হাইকোর্টের রায়ের কপি আছে। সেখানে বলা রয়েছে যথেচ্ছ হারে বলি দেওয়া যাবে না। নিয়ম না মানলে তা আদালত অবমাননা হবে।'

মন্দির ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক রাজীব কর্মকার বলেন, 'প্রশাসনের নির্দেশে বলির স্থান ঘিরে রক্তের জন্য সোকট্যাংক তৈরি করা আছে। বলির বিষয়টি মন্দির কমিটির নয়। এটি সম্পূর্ণ ভক্তদের বিষয়।'

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অরূপ চক্রবর্তী জানান, দেশ বিদেশ থেকে লক্ষাধিক ভক্ত আসবেন। বোল্লার বিকুচে পুজোর চারদিন ট্রেন থামবে। ফলে যাতায়াতে কোনও অসুবিধা হবে না। প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের মতো আলো, জল, ও ভিড় নিয়ন্ত্রণে সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে। নিরাপত্তার জন্য মেলা প্রাঙ্গণে সিসিটিভি নজরদারি সহ পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে।

তালিকা দাবি

'যোগ্য'দের তালিকা প্রকাশের দাবিতে এসএসসির দ্বারস্থ হলেন চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ। করুণাময়ী থেকে মিছিল করে ফল প্রকাশের আগেই তালিকা প্রকাশের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

কাঞ্চন কই

বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের নামে কোন্নগর এলাকায় 'নিরুদ্দেশ' পোস্টার ছড়ানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। ভোটের আগে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা, দাবি বিধায়কের।

বিভাসের জামিন

বুধবার শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন ঘাটাল পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিভাসচন্দ্র ঘোষ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভুয়ো চিঠি দেখিয়ে তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি।

গ্রেপ্তার জামাই

স্ত্রীকে মারধরের পর শ্বশুর, শাশুড়িকে কোপানোর অভিযোগ উঠল জামাইয়ের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি এলাকার ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ভোটার তালিকায় অনিয়মে তদন্ত

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : রাজ্যের ৬ জেলায় ২০০২ সালের সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় চরম অনিয়ম সামনে এসেছে। তার মধ্যে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এই হার অত্যন্ত বেশি। তবে এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে চাইছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সবচেয়ে বেশি অনিয়ম দেখা গিয়েছে সীমান্তবর্তী উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। আরেক সীমান্তবর্তী জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও এই অনিয়মের হার যথেষ্ট বেশি। উত্তরবঙ্গে আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং ও মালদা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া জেলাতেও অনিয়ম রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মৃত ও অন্য জায়গায় চলে যাওয়া ভোটারদের নামও ২০২৫ সালের তালিকায় রয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় তালিকার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে এই অনিয়ম কেন রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

তবে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া যে নির্বাচন কমিশনের প্রধান লক্ষ্য, তা বার বার প্রচারে আনার চেষ্টা করছে তৃণমূল। এমনকি ভিন রাজ্যে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম যাতে বাদ না যায়, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী ওয়েলফেয়ার বোর্ডকে নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসবের মরশুম শেষ হওয়ার পর নভেম্বরের শুরুতেই কলকাতায় এসআইআর বিরোধী বড় ধরনের সভা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত থাকার কথা। সেখান থেকে কার্যত বিধানসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিযায়ী ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম যাতে বাদ না যায়, তার জন্য আমরা তীক্ষ্ণ নজর রাখছি। আসলে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন প্রান্তিক ও গরিব মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইছে। আমরা তা হতে দেব না।'

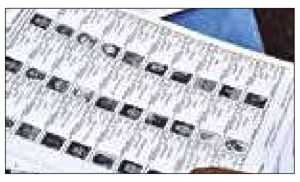

তালিকায় অসংগতি

- ৬ জেলায় ২০০২ সালের সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় অসংগতি
- উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সবচেয়ে বেশি অনিয়ম নজরে এসেছে
- তালিকায় ম্যাপিং ও ম্যাচিং করতে গিয়ে তা ধরা পড়েছে
- এরপরই জেলা শাসকদের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বাংলায় এখন ভোটার তালিকায় ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিংয়ের কাজ হচ্ছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ফারাক রয়েছে ৪৫ শতাংশ ভোটারের নাম। ২০০২ সালের এমন কেউ রয়েছেন যাঁদের মৃত্যু হয়েছে বা তাঁদের বাবা-মায়ের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু ওই মৃত ভোটারদের নাম তালিকায় রয়ে গিয়েছে। আবার ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৫১.৩৬ শতাংশ ভোটারের মিল রয়েছে। আলিপুরদুয়ারে ৫৩.৭৩ শতাংশ, কালিম্পংয়ে ৬৯.২৭ শতাংশ, পুরুলিয়ায় ৬১.৬৯ শতাংশ, উত্তর কলকাতায় ৫৫.৩৫ শতাংশ ও মালদায় ৫৫.৪৫ শতাংশ ভোটারের মিল রয়েছে। মূলত ২০০২ সালে তালিকায় থাকা বহু ভোটারের মৃত্যু, পরিযায়ী শ্রমিকদের ঠিকানা বদল সহ একাধিক বিষয় মিল না থাকার কারণ হিসেবে উঠে আসছে।

ইতিমধ্যেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, 'সীমান্তবর্তী এলাকায় সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দিয়ে নাম তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেখানে স্বাভাবিক নিয়মে ২০ থেকে ২৫ হাজার নতুন আবেদন জমা পড়ে, সেখানে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ৭০ হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছে।' এই নিয়ে তিনি মুখ্য নির্বাচনি কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠিও দিয়েছেন। তালিকায় যাতে অস্বচ্ছতা না থাকে তার জন্য জেলা শাসকদের ফের তালিকা যাচাইয়ের কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

গোধূলির আবিরে রাঙা লাল সূর্যের শোভা... বুধবার নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই।

বাংলা ত্যাগের ইচ্ছা নির্যাতিতার বাবার

দুর্গাপুর ও কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : রাজ্য পুলিশের ওপর নয়, সিবিআই তদন্তের ওপর ভরসা রেখে ওড়িশা ফিরতে চান নির্যাতিতার বাবা। বললেন, 'সোনার বাংলা সোনার হয়ে থাকুক। আমরা ওড়িশা চলে যাচ্ছি আর ফিরে আসব না।' বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোটি কোটি প্রণাম। যদি আমি কিছু ভুল করে থাকি, ছেলে মনে করে ক্ষমা করে দেবেন। আমার মেয়েকে ন্যায় দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এটাই আমার অনুরোধ।' এদিন বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের দ্বারস্থ হয়েছেন ওড়িশার বিজেপি সাংসদ প্রতাপ ষড়ঙ্গী। তিনি বলেন, 'পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করেছে, তারা আদৌ আসল অপরাধী নাকি কাউকে আড়াল করার জন্য তাদের বলি দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। রাজ্যপালের কাছে আমরা সিবিআই তদন্ত দাবি করেছি। তিনি ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।'

চিকিৎসার ফলে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন নির্যাতিতা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই মেয়েকে নিয়ে নিজের রাজ্যে রওনা দেবেন বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত সহপাঠী ওয়াসিফ আলি মালদার কালিয়াচক থানার সিলামপুরের বাসিন্দা। এদিন তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে তার পক্ষে আদালতে সওয়াল করতে অস্বীকার করেন আইনজীবীরা। গ্রেপ্তার হওয়া বাকি ৫ জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন তাঁরা।

> সোনার বাংলা সোনার হয়ে থাকুক। আমরা ওড়িশা চলে যাচ্ছি আর ফিরে আসব না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোটি কোটি প্রণাম। যদি আমি কিছু ভুল করে থাকি, ছেলে মনে করে ক্ষমা করে দেবেন। আমার মেয়েকে ন্যায় দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এটাই আমার অনুরোধ।
>
> **নিগৃহীতার বাবা**

বিচারক এদিন ওয়াসিফের জামিন নাকচ করে ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তার হয়ে এজলাসে ছিলেন মহকুমা লিগ্যাল সার্ভিসেসের আইনজীবী পূজা কুর্মি। ধৃত সহপাঠীর মেডিকেল পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছে আদালত। দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় কোনও আইনজীবী ধৃতদের হয়ে দাঁড়াতে চাইছেন না। আইনজীবীদের সিদ্ধান্তে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না।' নির্যাতিতার বাবার আক্ষেপ, 'অনেক আশা-ভরসা করে মেয়েকে ডাক্তার তৈরি করতে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যৎ তো শেষ হয়ে গেল।' 'মূল অভিযুক্ত' ওয়াসিফ ছাড়া ধৃত বাকি ৫ জনেরই ডিএনএ পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেছে পুলিশ। রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো সম্ভব বলে জানিয়েছে পুলিশ। এরই মধ্যে ধৃত ওয়াসিফকে নিয়ে বড় অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের সন্দেহ, সে-ই প্রথমে নির্যাতিতাকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই ঘটনা নিজেই বারবার লুকোতে চাইছেন নির্যাতিতা বলে মনে করছে পুলিশ। তাই সম্পূর্ণ মেডিকেল রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

এদিন ধৃতদের বিরুদ্ধে নতুন করে আরও দুটি ধারা যোগ করেছে পুলিশ। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার এই ঘটনায় শাসকদলকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর কটাক্ষ, বাংলায় কামদুনি, হাঁসখালি, আরজি করের মতো যত ঘটনা দেখেছি, সব ক্ষেত্রেই অপরাধীরা শাসকদলের সদস্য। এরা মনে করে দল করলেই সাত খুন মাফ। মুখ্যমন্ত্রীর এরকম উদাসীনতার কারণেই আজ রাজ্যের এই অবস্থা। একইসঙ্গে দুর্গাপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ দেখান এবিভিপির কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, অভিযুক্তদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হোক।

চন্দননগরে এবার হাজার দুয়েক বিদেশি পর্যটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর, ১৫ অক্টোবর : দেশ স্বাধীন হওয়ার তিন বছর পরও ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ফরাসি উপনিবেশ ছিল গঙ্গাপাড়ের চন্দননগর। কিন্তু কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নায়েব ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর হাত ধরে শুরু হওয়া জগদ্ধাত্রী পুজোর ইতিহাস তারও আগে থেকে। আর তাই ফরাসিদের কাছে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর আকর্ষণ বরাবরই আছে। চন্দননগরবাসীও ফরাসিদের অনেকটা আপন করে নিয়েছেন। তাই ফুটবল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলের সমর্থক এই রাজ্যে যতই থাকুক না কেন, চন্দননগর বরাবরই ফ্রান্সের সমর্থক। প্রতিবারের মতো এবারও প্রচুর বিদেশি পর্যটক চন্দননগরে আসছেন। ইতিমধ্যেই চন্দননগরের ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট ও রাজ্য পর্যটন দপ্তরে তাঁরা যোগাযোগও করেছেন। বিদেশি পর্যটকদের অধিকাংশই এবার আসছেন ফ্রান্স থেকে। করোনা পরবর্তী সময়ে যা সর্বাধিক বলে মনে করছেন পর্যটন দপ্তরের কর্তারা। পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ফ্রান্স, জার্মানি, পর্তুগাল ও নেদারল্যান্ডস

জগদ্ধাত্রীপুজো

থেকে আসা পর্যটকদের সংখ্যা ২০০০ ছাড়িয়ে যাবে। ঘটনাচক্রে এক সময় চন্দননগরের পার্শ্ববর্তী চুঁচুড়া ছিল ওলন্দাজদের শহর ও ব্যান্ডেল ছিল পর্তুগিজদের শহর। তাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে চন্দননগরে আসার প্রবণতা অনেক বেশি।

চন্দননগরের বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেন বলেন, 'সারা বছরই বিদেশি পর্যটকরা চন্দননগরে আসেন। দুর্গাপুজোর সময় বহু বিদেশি পর্যটক এই রাজ্যে এসেছেন। তাঁরা কার্নিভালে অংশ নিয়েছেন। জগদ্ধাত্রী পুজো কাটিয়ে তাঁরা ফিরে যাবেন। তাই চন্দননগর ওই পর্যটকদের স্বাগত জানাতে তৈরি।' চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজো কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, 'এ বছর প্রচুর বিদেশি পর্যটক আসবেন বলে আমরা ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট ও পর্যটন দপ্তরের কাছ থেকে খবর পেয়েছি। চন্দননগর বরাবরই পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। এবারের পুজোয় নতুন নতুন আকর্ষণ থাকছে। তাই আমরা আশা করছি, আগামী বছর থেকে আরও বেশি পর্যটককে চন্দননগরে আমরা আনতে পারব। তাতে শুধু চন্দননগরের নয়, গোটা দেশের অর্থনীতির উন্নতি হবে।'

গত কয়েক বছর ধরে তৃতীয়া থেকেই পুজোর উদ্বোধন শুরু হয়ে যায়। এবছর পঞ্চমী থেকে দশমী বিকেল ৫টা থেকে ভোর ৫টা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের কথা ঘোষণা করেছে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট। ষষ্ঠী থেকে একাদশীতে বিসর্জন শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিনের কোনও সময়ে জিটি রোড দিয়ে ভারী গাড়ি চলাচল করতে পারবে না। পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ৭০টি পুজো কমিটি শোভাযাত্রায় অংশ নেবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে এবছর বিদেশি পর্যটক বেশি থাকার সম্ভাবনার কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে।

মাদলের তালে প্রতিবাদ... বুধবার কলকাতার রাজপথে। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

বদল হলে বদলা, হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনজাতি তাসকে হাতিয়ার করে রাস্তায় নামল বিজেপি। মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু সহ জনজাতি সমাজের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বুধবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করে গেরুয়া শিবির। মিছিলে হাজির ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি রাহুল সিনহা, লকেট চট্টোপাধ্যায়রা। এই হামলার ঘটনাকে জনসমক্ষে তুলে ধরে তৃণমূলের আদিবাসী বিরোধী মনোভাব সামনে আনার লক্ষ্যে আগেই কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিজেপি। '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ইস্যুকে অন্যতম হাতিয়ার করে এগোতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি। তাই এদিনের মিছিল থেকেও বদলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু বলেন, 'এই সরকার আদিবাসী বিরোধী। মিছিল শেষ মানে আন্দোলনের শেষ নয়। বদলা চাইলে বদল করতে হবে। '২৬-এ বদল হলে সুদে-আসলে আমরা বদলা নেব।' উৎসবের মরশুম শেষ হলে অর্থাৎ কালীপুজোর পর আদিবাসী সংগঠনগুলিকে রাস্তায় নামার ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'বদলও হবে, বদলাও হবে।' এদিন দুপুরে মেট্রোর ব্লু লাইনে বিভ্রাটের জেরে বিপাকে পড়েন আমজনতা। বিক্ষোভের ফলে সড়কপথেও দুর্ভোগ বাড়ে। এরই মধ্যে মধ্য কলকাতায় বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে মিছিল ও প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্নার কারণে ওই এলাকা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভোগান্তি হয়।

জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করে খগেন ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থাকা সত্ত্বেও কীভাবে একজন সাংসদ ও বিধায়ক আহত হলেন, তা নিয়ে বঙ্গ বিজেপির মণ্ডল স্তরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে। তার কিছুদিন পরেই আলিপুরদুয়ারে আক্রমণের মুখে পড়েন বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাও। তারপর থেকেই রাজ্য সরকারকে চাপে ফেলতে বার বার বিজেপি নেতারা শাসক দলকে আদিবাসী বিরোধী বলে কটাক্ষ শুরু করে। এদিনও মিছিলে তির-ধনুক, ধামসা-মাদল নিয়ে বিজেপি কর্মীরা হাজির ছিলেন। শুভেন্দু বলেন, 'খগেন মুর্মুর রক্ত, হবে নাকো ব্যর্থ। আদিবাসী জনজাতি ও বিজেপি মিলে রাজ্য সরকারকে উৎখাত করবে।' ভবানীপুরে বহিরাগত বাড়ছে বলে দলীয় কর্মীদের সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে শুভেন্দু বলেন, 'নন্দীগ্রামে হারিয়েছি, এবার ভবানীপুরেও হারাব। ভাইপোকে জেলে পাঠাব।' একই সুরে পুলিশ প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুকান্ত বলেন, 'পুলিশকে একমাস সময় দিয়েছি। এর মধ্যে নাগরাকাটার ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। নাহলে বিজেপি ট্রিটমেন্ট করবে।' এসআইআর পক্ষেও সওয়াল করেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, '২৬-এর নির্বাচনের আগে এসআইআর হয়ে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

ধান কিনতে ১৫ হাজার কোটি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : ধান কিনতেও রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। অগত্যা এবারও গাঁটের টাকা খরচ করে রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনতে নামছে। ধান কিনতে এবার ১৫ হাজার ৭৩৭ কোটি টাকা খাদ্য দপ্তরকে বরাদ্দ করেছে নবান্নের অর্থ দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুমোদনেই এই বিপুল পরিমাণ অর্থ রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার কাজে লাগাবে খাদ্য দপ্তর। এবার খরিফ ও বোরো মরশুমে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন। আগামী ১ নভেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে খাদ্য দপ্তরে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বুধবার জানিয়েছেন, ধান কিনতে এবার যানবাহনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, 'কেন্দ্র বিগত কয়েক বছরে রাজ্যকে ধান কিনতে একটি টাকাও দেয়নি। গত কয়েক বছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে এই বাবদ পাওনা রাজ্যের। বারবার যোগাযোগ করেও তার একটি পয়সাও রাজ্যকে ঠেকায়নি কেন্দ্র।'

বিগত কয়েক বছর ধরে হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি রাজ্য সরকার। রাজ্য তার নিজের টাকায় কৃষকদের স্বার্থে প্রতিবছরই ধান কিনে চলেছে বলে মন্তব্য করেন খাদ্যমন্ত্রী। কৃষকদের ফলানো ধানের 'অভাবী বিক্রি' বন্ধ করতে রাজ্য সরকার ধান কিনে চলেছে রাজ্যেরই অর্থে। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনতে খাদ্য দপ্তর প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি হাতে নিয়ে নামছে। কৃষকরা ধান বিক্রি করতে এসে সরকারি শিবিরগুলিতে অসুবিধার মধ্যে না পড়েন তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।খাদ্যমন্ত্রী জানান, গত বছর কৃষকদের কাছ থেকে ৫৬ লক্ষ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে কয়েক লক্ষ মেট্রিক টন বাকি থাকলেও প্রয়োজন হয়নি বলেই তা আর কেনা হয়নি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সামনের বছরেই বিধানসভা ভোট। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এবছর কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার ব্যাপারে আগাম সতর্ক রাজ্য সরকার। রাজ্যের কৃষকদের ধানের 'অভাবী বিক্রি' বন্ধ করতে আগাম সতর্ক সরকার। কেন্দ্র ধান কেনার টাকা না দিলেও মুখ্যমন্ত্রী বিপুল পরিমাণ অর্থের অনুমোদন দিয়েছেন খাদ্য দপ্তরে।

ছুটির পর 'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীর তালিকা

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : কালীপুজোর পরই প্রকাশিত হতে পারে 'অযোগ্য' গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের তালিকা। আগেই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। চাকরিহারাদের একাংশের বক্তব্য, 'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ না করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আগে জারি করায় এসএসসির বিরুদ্ধে ফের আদালতে মামলা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাতে থমকে যেতে পারে নিয়োগ প্রক্রিয়া। সেই আশঙ্কা দানা বাঁধতে দিতে চাইছে না কমিশন। ইতিমধ্যেই 'অযোগ্য'-দের তালিকা প্রকাশ করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

এসএসসি জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আইনগতভাবেই নিয়োগ হবে। আগামী ৩ নভেম্বর থেকে নতুন নিয়োগের জন্য আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হবে। তার আগেই তালিকা প্রকাশ করতে পারে এসএসসি। কমিশন সূত্রে খবর, 'অযোগ্য'দের তালিকায় ৩ হাজারেরও বেশি শিক্ষাকর্মীর নাম থাকবে। গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র জন্য পৃথক পৃথক তালিকা প্রকাশ করা হবে। নয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ায় 'অযোগ্য'রা অংশগ্রহণ করতে পারবে না, নিশ্চিত করবে এসএসসি। রাজ্য সরকার ঘোষিত শিক্ষাকর্মীদের জন্য বরাদ্দ ভাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বন্ধ রয়েছে। তালিকা প্রকাশের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি চাকরিহারারা।

তৎপর ইডি

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে আরও তৎপর হল ইডি। এই দুর্নীতি মামলায় এবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন তদন্তকারীরা। বুধবার দক্ষিণ দমদম পুরসভার সচিব প্রসূন সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তাঁরা। এদিন তাঁকে কলকাতায় ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। প্রসূন আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে ইডি দপ্তরে যান। সম্প্রতি পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে কলকাতার একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। বেশ কিছু নথি সহ ৪৫ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য প্রসূনকে ডাকা হয়। তদন্তকারীদের আতশ কাচের নীচে রয়েছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ও তাঁর প্রাক্তন আপ্তসহায়ক তথা দক্ষিণ দমদম পুরসভার উপপুরপ্রধান নিতাই দত্ত।

স্কাই ডাইভিংয়েও রেকর্ডের স্বপ্ন শুভমের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : 'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে!' ছোটবেলায় এই কবিতা আমরা কমবেশি সকলেই পড়েছি। হিন্দ মোটরের শুভম চট্টোপাধ্যায়ও হয়তো পড়েছিলেন। এই বাঁধাধরা ছককে ভেঙে দেওয়াই লক্ষ্য হিসেবে আঁকড়ে ধরেন শুভম ওরফে রনি। হাবেভাবে বুঝিয়ে দিলেন, 'বাঙালি মানেই ল্যাদখোর নয়।' আর শুধু এই বস্তাপচা 'স্টিরিওটাইপ' ভাঙার নেশায় রনি পৌঁছে গেলেন 'ডেথ জোন' অর্থাৎ 'মৃত্যুপুরী'তে। মৃত্যুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ৮,১৬৩ মিটার অতিক্রম করে জয় করে ফেললেন পৃথিবীর অষ্টম উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মানাসলু। ফলাফল, ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডসে (লন্ডন) এখন জ্বলজ্বল করছে 'মাউন্টেনিয়ার রনি'র নাম।

তখন জেন-জেড আন্দোলনে নেপালের পরিস্থিতি ভয়াবহ। দীর্ঘ জটিলতা কাটিয়ে শুভম ও তাঁর দল রওনা দিয়েছিল মানাসলুর উদ্দেশে। সাধারণ মানুষের কাছে যে জায়গা মৃত্যুর অন্ধকার, সেখানেই বাঁচার স্বাদ খুঁজে নিতে চান শুভম। আগামী ডিসেম্বরে তাঁর লক্ষ্য অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ভিনসন ম্যাসিফ ও সর্বোচ্চ আগ্নেয় পর্বত মাউন্ট সিডলি। ইতিমধ্যেই জয় করে ফেলেছেন মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো, ফ্রেন্ডশিপ পিক, মাউন্ট এলব্রুস, মাউন্ট গিলিয়েড, মাউন্ট উইলহেম, কারস্টেন্স পিরামিড, ওজোস দেল সালাদো ও পিকো ডি ওরিজাবা। ভবিষ্যতে মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের পাশাপাশি স্কাই ডাইভিংয়ে রেকর্ড গড়ার স্বপ্নও এখন থেকেই বুনছেন বছর ২৯-এর রনি।

হঠাৎ পাহাড়ের প্রতি এই ভালোবাসা কেন? হাসতে হাসতে শুভমের উত্তর, 'পাহাড় প্রেম সব বাঙালির ডিএনএগত সমস্যা। ২০১২ সালে প্রথম সান্দাকফু ট্রেক করে বুঝেছিলাম আসল প্রকৃতির স্বাদ কী।

মানাসলু পর্বতশৃঙ্গ জয়ের মুহূর্তে শুভম চট্টোপাধ্যায়।

খুব কষ্ট হয় এখন, যখন দেখি পাহাড়ের প্রকৃতি হোটেল, রিসর্টের চাপে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।' ২০১৫-১৬ সাল নাগাদ জুলুক ট্রেকে যাওয়ার সময় ট্রেনে এক পঞ্জাবি দম্পতি রনিকে বলেছিলেন, 'খাওয়া-ঘুম ছাড়া বাঙালি আর কী পারে?' ওই প্রশ্নটুকুকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আঁকড়ে ধরে নিজের পয়সায় পাহাড় চড়ার নেশায় ডুবে গিয়েছিলেন পেশায় ব্যবসায়ী শুভম। সরকারি সাহায্য আসেনি এখনও। এই নেশা-পেশার ভারসাম্য বজায় রাখতে শুভমের বরাবরের শক্তি তাঁর পরিবার।

শুভম মনে করেন, পাহাড় চড়া মানে শুধু সমাজমাধ্যমে ইনফ্লুয়েন্সার হওয়া নয়। তাঁর স্বপ্ন, 'ছবি, ভিডিও পোস্ট নিয়ে মাতামাতির বদলে যারা সত্যিই পাহাড় চড়তে চায়, সেই যুবসমাজ নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব।'

'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি'-র সূত্র ধরে উড়তে চাওয়া, দৌড়োতে চাওয়া, পড়ে গেলেও থামতে না চাওয়ার দল গড়ে তোলাই পাখির চোখ কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ক্লাব 'ক্লাইমবার'স সার্কেল'-এর সদস্য শুভমের। বললেন, 'অ্যাড্রিনালিন রাশের জন্য নয়, নতুন প্রজন্মকে পরিবারের কমফোর্ট জোনের বাইরে বেরিয়ে খালি পায়ে ঘাসে হাঁটতে হবে। স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হতে হবে। আমি পারলে সবাই পারবে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জীব চৌধুরী - কে 30.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65A 91903 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে এত পরিমাণ সাধারণ মানুষকে কোটিপতি দেখার পর আমার বিশ্বাস জাগিয়েছে যে প্রতিটি টিকিট সত্যিই জীবন বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ জয় আমার পরিবারের আর্থিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করেছে এবং এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৯ আশ্বিন ১৪৩২

প্রশ্নে বিদেশনীতি

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের প্রশংসায় ফের পঞ্চমুখ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সুখ্যাতিতে ভরিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকেও। তাঁরা নাকি ভারতের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করেছেন। শাহবাজ ও মুনিরের সঙ্গে ট্রাম্পের সদ্ভাব নতুন নয়। এর আগে হোয়াইট হাউসে দুজনকে নিয়ে নৈশভোজ সেরেছিলেন তিনি।

এবার শার্ম আল শেখে অন্য বিশ্বনেতাদের সামনে পাকিস্তানের দুই শীর্ষ স্থানাধিকারীকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কুর্নিশ জানানোয় ভারতের মাথাব্যথা বাড়ল বই কমল না। জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে নারকীয় সন্ত্রাসবাদী হামলার নেপথ্যে উসকানিদাতা ছিলেন পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শালই। সেসব ভ্রূক্ষেপ করেন না ট্রাম্প। শাহবাজও পালটা ট্রাম্পের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল বলে পুনরায় দাবি করেছেন। ট্রাম্প-শাহবাজ-মুনির এই মাখামাখি সম্পর্ক নিঃসন্দেহে ভারতের অস্বস্তির বড় কারণ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান-মার্কিন ঘনিষ্ঠতা নতুন নয়। ভারতের কাছে সেই তথ্য গোপন নয়। কিন্তু সেই সম্পর্ক মাথায় রেখেও ভারত বিভিন্ন সময় যে সমস্ত কূটনৈতিক পদক্ষেপ করেছে, তাতে নয়াদিল্লির বিদেশনীতিকে দিগভ্রান্ত মনে হয়নি। বরং ভারতের কূটনীতির চালে বহু সময় মুখ থুবড়ে পড়েছে পাকিস্তান। বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের নিন্দামন্দ কম জোটেনি।

কিন্তু এখন ভারতের বিদেশনীতির হাল এমনই যে, পাকিস্তানের শাসকের কাছে হোয়াইট হাউসের নৈশভোজের আমন্ত্রণ অনায়াসে চলে আসছে। অতীতে ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী কখনও কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্বাচনি প্রচারে যাননি। কখনও কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ‘জিগরি দোস্ত’ বলে জড়িয়েও ধরেননি। মোদি জমানায় ভারতবাসী এসব কিছুর সাক্ষী থেকেছেন।

একটি স্বাধীন দেশের বিদেশনীতিকে ছাপিয়ে যদি কোনও একজনের ক্যারিশমা এবং মহিমা কীর্তন ঠাঁই পায়, তাহলে কূটনৈতিক সম্পর্কে ল্যাজেগোবরে দশা হতে বাধ্য। যে দেশের সেনাপ্রধানের উসকানিতে জঙ্গি হানায় ভারতের ২৬ জন নিরপরাধ মানুষ বেঘোরে প্রাণ হারালেন, সেই পাকিস্তানকে সামরিক, কূটনৈতিক অস্ত্রে সহবত শেখানো দরকার। কিন্তু যদি পাকিস্তান বিশ্বের সুপার পাওয়ারের বরাভয় অর্জন করে ফেলে, তাহলে ভারতের দুশ্চিন্তা হওয়ারই কথা।

রাষ্ট্রসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত বারবার পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা রাষ্ট্র বলে আক্রমণ করেছে। তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উষ্ণতা এনে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করারও চেষ্টা করছে। আবার ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক সংঘাতের আবহে রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে মিলে নতুন অক্ষ তৈরিতেও তৎপর হয়েছে। কিন্তু এতকিছু করেও পাকিস্তানকে একঘরে করতে পারেনি ভারত। এটা মোদি সরকারের কূটনৈতিক ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু নয়।

অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানকে হয়তো সাময়িকভাবে সামরিক প্রত্যাঘাত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ট্রাম্প সংঘর্ষ বিরতির বার্তা দেওয়ার দিন থেকে ছবিটাই বদলে গিয়েছে। ট্রাম্প ভারত ও পাকিস্তানকে এক পংক্তিতে রাখার যে কৌশল নিয়েছেন, তার থেকে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার একটি দেশ ও জঙ্গিদের মরূদ্যান হিসেবে বিশ্বের সামনে মুখোশ খুলে যাওয়া ব্যর্থ আরেকটি রাষ্ট্রকে কোনওভাবে এক বন্ধনীতে রাখা যায় না।

ভারত সরকারের উচিত ছিল, ট্রাম্প সরকারের এমন স্পর্ধার প্রতিবাদ জানানো। ফিল্ড মার্শাল মুনিরের পিঠ চাপড়ানোয় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক স্তরে প্রতিবাদ জানানোর প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা। অপারেশন সিঁদুরে নিহত জঙ্গিদের শেষকৃত্যে পাকিস্তানি সেনা আধিকারিকদের উর্দি পরে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির মতো আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনেতারা শাহবাজ শরিফের পাশে দাঁড়াতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

অথচ এই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনেতাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত সম্পর্ক অত্যন্ত মসৃণ বলে প্রচার করা হয়ে থাকে। ব্যক্তিপ্রচারের দাপটে ভারতের স্বাধীন বিদেশনীতি কার্যত দিশা হারিয়ে ফেলেছে।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা’কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

পিএইচডি? পোস্ট ডক্টরেট? অতঃকিম?

এই দেশে উচ্চমেধার অভাব নেই। কিন্তু সুযোগের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। নষ্ট হচ্ছে মানবসম্পদ।

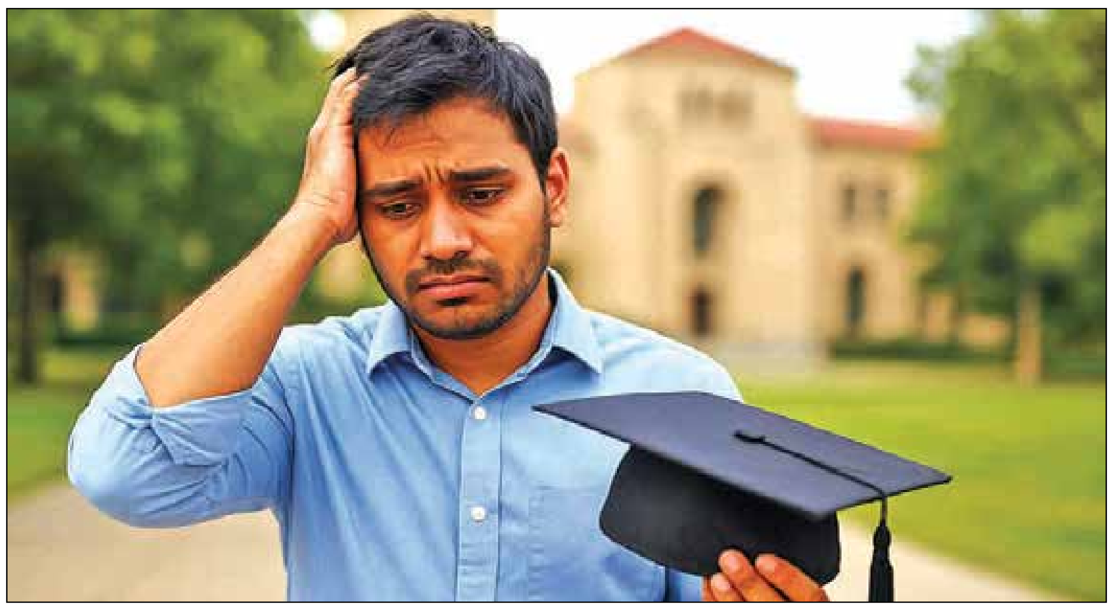

শৌভিক রায়

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, পদার্থবিদ্যার মতো বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি করে, দেশে ফিরে যে এরকম অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে, স্বপ্নেও ভাবেননি তরুণ দম্পতি। সরকারি চাকরি তো নেই-ই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার যা-ও বা সুযোগ হল, তাতে বেতন ছিল মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা। অনেক আবেদন-নিবেদন করে সেটি আরও হাজার পাঁচেক বাড়ানো গিয়েছিল। তাও শুধুমাত্র তরুণটির ক্ষেত্রে। তরুণীটিকে সেটিও দেওয়া হয়নি।

কলকাতার নামী প্রতিষ্ঠান থেকে পিএইচডি ও কানপুর আইআইটি থেকে পোস্ট ডক্টরেট করে, পরিচিত এক মেধাবী ছাত্রকে চিনে চলে যেতে দেখলাম কিছুদিন আগে। তাঁর গল্পটিও মোটামুটি এক। দুই-একটি জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হাজারের ওপর কেউ দিতে চাননি। অন্য একটি আইআইটি অবশ্য আর একটি পোস্ট ডক্টরেট প্রোজেক্টের জন্য ডেকেছিল। কিন্তু স্টাইপেন্ড হিসেবে যে টাকা তারা অফার করেছিল, সেটি অতি নগণ্য। চিনের যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রটি চলে গেলেন, সেখানে পোস্ট ডক্টরেট করবার পর চাকরির সুযোগ রয়েছে। ছাত্রটি ইংরেজি জানে বলে অগ্রাধিকার পাবে।

এরকম উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে। কিছুদিন আগে ভিনরাজ্যে পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষায় উচ্চশিক্ষিত প্রার্থীদের সংখ্যা দেখে চমকে উঠতে হলেও, বাস্তব কিন্তু এটিই। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট বলছে, ভারতে কর্মবিহীন স্নাতকের সংখ্যা ২৯.১ শতাংশ যা লেখাপড়া না জানা ৩.৪ শতাংশের চাইতে নয় গুণ বেশি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ কর্মহীন তরুণদের ক্ষেত্রে সেটি ছয় গুণ, অর্থাৎ ১৮.৪ শতাংশ। তাহলে চিত্রটি কী দাঁড়াচ্ছে? যত বেশি ডিগ্রি, তত বেশি কর্মহীনতা।

অবস্থা যা, তাতে আজকাল কাউকে আর বেসিক সায়েন্স নিয়ে পড়বার কথা বলি না, পিএইচডি ইত্যাদি তো অনেক দূরের ব্যাপার, বললেন রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী। সত্যিই তো। পড়ে হবেটা কী? দীর্ঘদিন ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন পড়াশোনা শেষে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও যদি চাকরি পাওয়ার নিরাপত্তা না থাকে, বা চাকরি পেলেও দরকষাকষি করতে হয়, তাহলে লাভটা কোথায়?

ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত ডিমড ইউনিভার্সিটি গান্ধিগ্রাম রুরাল ইনস্টিটিউটের প্রোফেসর কে সোমসুন্দরম বলছেন যে, পোস্ট ডক্টরেট করবার পর প্লেসমেন্টের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। ফলে যে কোনও ধরনের চাকরিতে ঢুকতে বাধ্য হচ্ছেন মেধাবী এই ছাত্ররা। অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে উচ্চ ডিগ্রিসম্পন্ন ছাত্রদের চাকরি পাওয়ার হার মাত্র ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, কীভাবে ভারতের পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরেটদের ৮০ শতাংশের স্বপ্ন শেষপর্যন্ত ভঙ্গ হয়। অনেকেই মাঝপথে ছেড়ে দেন। যাঁরা লড়াই চালিয়ে যান, শেষপর্যন্ত তাঁরাও ঠিকমতো কর্মসংস্থান পান না। বাকি ২০ শতাংশ চলে যান কর্পোরেট সেক্টরে। কিন্তু সেখানেও কঠিন অবস্থা। কর্পোরেট সেক্টরে প্রথম পছন্দ থাকে কমবয়সি স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীরা। ফলে, তাঁদের পড়তে হয় তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে। অনেক সময় চাকরি পেলেও, নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন পাওয়া যায় না। বিষয় শিক্ষার প্রয়োগ হয় না। দেখাতে হয় যথেষ্ট পারদর্শিতা। তা না হলে ছাঁটাই হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

২০২৩ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ১১ হাজারের ওপর পদ খালি ছিল। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও রাজনীতির টানাপোড়েনে সেগুলি পূরণ করা যায়নি। বর্তমানে এই শূন্যপদের সংখ্যা আরও বেশি। অনায়াসেই সেই পদগুলিতে এই মেধাবী গবেষকদের সুযোগ দেওয়া যায়। তাতে কিছুটা সুরাহা হত। কিন্তু সেটা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তাতেও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ করা হচ্ছে যে, বিদেশ থেকে যাঁরা পোস্ট ডক্টরেট করে এসেছেন, তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই আজকাল অধিকাংশ গবেষকদেরই পাখির চোখ একটিই। যেভাবে হোক বিদেশ থেকে পিএইচডি বা নিদেনপক্ষে পোস্ট ডক্টরেট করা। ফলে, সারা বিশ্বে ভারতের পরিচয় ‘ব্রেন ড্রেন’-এর দেশ হিসেবে। কেননা এখানকার গবেষকরা সুযোগ না পেয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন। গত বছরের তথ্য অনুযায়ী ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ছাত্র যাঁরা বিদেশে পড়তে গিয়েছেন। এঁদের ৮৫ শতাংশই আর দেশে ফিরছেন না শুধুমাত্র সুযোগের অভাবে।

২০২৩ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ১১ হাজারের উপর পদ খালি ছিল। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও রাজনীতির টানাপোড়েনে সেগুলি পূরণ করা যায়নি। বর্তমানে এই শূন্যপদের সংখ্যা আরও বেশি। অনায়াসেই সেই পদগুলিতে এই মেধাবী গবেষকদের সুযোগ দেওয়া যায়। তাতে কিছুটা সুরাহা হত। কিন্তু সেটা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তাতেও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ করা হচ্ছে যে, বিদেশ থেকে যাঁরা পোস্ট ডক্টরেট করে এসেছেন, তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এমনিতেই শিক্ষার সর্বোচ্চ এই স্তর প্রচণ্ড কঠিন। যাঁরা সেই পথে হাঁটছেন, একমাত্র তাঁরাই জানেন। বিরাট কাজের চাপের সঙ্গে যোগ হয় গাইডের মেজাজ ও মর্জি। একটু এদিক ওদিক হলেই হতে পারে নানা বিপদ। ‘কারেকশন’-এর নামে গবেষককে ঘোরানো হতে পারে। পেপার প্রকাশে অন্যায় বিলম্ব ঘটতে পারে। বেড়ে যেতে পারে গবেষণা শেষের নির্দিষ্ট সময়সীমা।

এই রাজ্যের এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন এক গবেষককে জানি, সাত বছরেও যাঁর পেপার ‘পাবলিশ’ হয়নি। এক বছর সেটা পড়ে ছিল গাইডের টেবিলে। অথচ মেধাবী সেই গবেষক কর্পোরেটের ভালো চাকরি ছেড়ে গবেষণায় এসেছিলেন পরবর্তীতে শিক্ষকতা করবেন বলে। তাঁর এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। ইউজিসি থেকে প্রতি মাসে বরাদ্দ টাকা বন্ধ হয়ে গিয়েছে পাঁচ বছরের মাথায়। এখন একটি আধা-সরকারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে নামমাত্র বেতনে পড়িয়ে তাঁকে খরচ চালাতে হচ্ছে। তবু তাঁর সহধর্মিনী ব্যাংকে চাকরি করেন বলে কিছুটা রক্ষে। কিন্তু সবার সেই সৌভাগ্য হয় না। বিদেশে অবশ্য এই চিত্র সচরাচর দেখা যায় না। গাইড চেষ্টা করেন ধার্য সময়সীমার মধ্যেই কাজ শেষ করে গবেষককে ছেড়ে দিতে। এতে যেমন তাঁর নিজেরও লাভ, তেমনি ছাত্রটিরও। এখানেও পিছিয়ে আমাদের দেশ। অবশ্য সব গাইডের ক্ষেত্রেই এই অভিযোগ করা যায় না। অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা আক্ষরিক অর্থেই গবেষকের ‘ফ্রেন্ড, ফিলোজফার ও গাইড’ হয়ে ওঠেন।

দুনিয়া দিন-দিন ঝুঁকছে টেকনলজির দিকে। পড়াশোনা ক্রমশ হয়ে উঠছে প্রোজেক্টনির্ভর। যে বিষয়গুলি ব্যবহারিক জীবনে সেভাবে কাজে লাগে না, কমছে সেগুলির চাহিদা। ফলে ‘বেসিক’ বিষয়গুলি ক্রমে গুরুত্ব হারাচ্ছে। পৃথিবীজুড়েই এক অখণ্ড নেটওয়ার্কের মতো ছড়িয়ে পড়ছে বদলে যাওয়া সময়ের চাহিদা ও যাপন। ফলে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বিষয়গুলির দিকে আর কেউ ঝুঁকছেন না। অবস্থা এখন এমনই যে, আগামীদিনে যদি কেউ বেসিক সায়েন্স, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে না পড়ে, অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর তার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার পর কর্মক্ষেত্রের এই হাল হলে, সেদিকে আর কে মাড়াবে! জেনেশুনে বিষ আর পান করবে কে!

ভবিষ্যৎ ভেবে তাই শঙ্কিত হতেই হয়। এই দেশে উচ্চমেধার অভাব নেই। কিন্তু সুযোগের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। নষ্ট হচ্ছে মানবসম্পদ। যাঁদের উপর নির্ভর করে দেশের অগ্রগতি হবে, তাঁরাই যদি এভাবে হারিয়ে যান, তাহলে তার চাইতে বেদনার আর কিছু হতে পারে না। মুশকিল হল, এই সহজ সত্যটা আমরা বুঝতে পারছি না। কিংবা বুঝেও বুঝছি না। তাই উচ্চশিক্ষাকে এভাবে অবহেলা করছি। এ যেন অনেকটা সেই কালিদাসের মুর্খামির মতো- যে ডালে বসে আছি, কাটছি সেই ডালটিই! আর সারাবিশ্ব দেখছে আমরা সেটাই করছি।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

আজ

১৯৪৮

অভিনেত্রী হেমা মালিনী আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

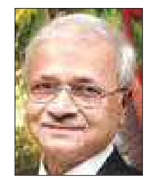

২০২২

চিকিৎসক দিলীপ মহলানবিশ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

২০ বছর ধরে ড্রেজিং করেনি ডিভিসি। মাইথন, পাঞ্চেত, ফরাক্কা, হলদিয়া- সব জায়গায় এক। ড্রেজিং না করলে ড্যামের প্রয়োজনীয়তা নেই। আমি মেঘনাদ সাহার রিপোর্ট দেখেছি। তাঁর বক্তব্য ছিল, ড্যামের প্রয়োজনীয়তা নেই। যদি দরকার না থাকে ড্যাম ভেঙে দিন।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

উত্তর ক্যারোলিনায় হাম সাব দেওয়ালি অনুষ্ঠানে একটি নাচের গ্রুপে যোগ দিয়েছিলেন স্থানীয় দুই মেয়র হ্যারল্ড ও টিজে কাওলি। বিখ্যাত বলিউডি গান ‘চুনারি চুনারি’ ও ‘কহো না প্যায়ার হ্যায়’-এর তালে সকলের সঙ্গে হাত-পা, কোমর দুলিয়ে সঙ্গ দিলেন তাঁরা।

ভাইরাল/২

ভারতীয় মহিলা ব্রিগেডের একযোগে পুজো দেওয়ার ভিডিও ভাইরাল। মহিলা বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরপর হেরেছে ভারত। সামনে মিশন ইংল্যান্ড। তার আগে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিতে উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে গেল টিম। সেখানে পুজো দিয়ে চন্দনের টিকা লাগালেন তাঁরা।

জনমন
জনমত

বিএড-এর সার্টিফিকেটের জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই হয়রানি

উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণী এক চরম মানসিক ও আর্থিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল এসএলএসটি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিএড অরিজিনাল সার্টিফিকেট এখনও পাননি একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-’২২, ২০২১-’২৩, ২০২২-’২৪ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা।

প্রভিশনাল সার্টিফিকেটের জন্য প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্যালয়ে ভিড় জমাচ্ছেন হাজার হাজার প্রার্থী। ভোর থেকে শুরু হচ্ছে লাইন - প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার প্রার্থী একদিনে! বলা হচ্ছে ৫০০ টাকা দিলে ১৫ দিন পর প্রভিশনাল সার্টিফিকেট, আর ৭০০ টাকা দিলে ৭ দিন পর। প্রার্থীরা একবার নয়, দু’বার যেতে বাধ্য হচ্ছে - প্রথমবার আবেদন করতে, দ্বিতীয়বার সার্টিফিকেট আনতে।

সব প্রার্থীর একটাই প্রশ্ন, যখন ফি অনলাইনে নেওয়া হচ্ছে, তখন সার্টিফিকেট অনলাইন দেওয়া সম্ভব নয় কেন? রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় তো এখন অনলাইন ভেরিফায়েড সার্টিফিকেট দিচ্ছে। তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয় কেন আজও অফলাইনের জটিল পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের হয়রান করছে?

সবচেয়ে হতাশার বিষয়, এই ব্যাপারে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় এমএলএ, এমপি কিংবা বিরোধী নেতাদের কারও কোনও বক্তব্য এখনও শোনা যায়নি। হাজার হাজার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর কষ্টেও রাজনৈতিক মহল ও প্রশাসন নির্বিকার। সংবাদমাধ্যমেও বিষয়টি এখনও তেমন গুরুত্ব পায়নি। আমাদের দাবি, অবিলম্বে অনলাইন সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। রাজ্য সরকার ও শিক্ষা দপ্তর এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে প্রার্থীদের হয়রানি বন্ধ করুক। উত্তরবঙ্গের জনপ্রতিনিধিরা যেন বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রকের কাছে পদক্ষেপ করেন।

হিমাদ্রিশংকর দাস, কোচবিহার।

খামখেয়ালিপনার নাম রিলস

বর্তমানে রিলসের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগে তরুণ প্রজন্ম হয়ে পড়ছে দিশাহীন। তারা ছুটছে লাগামহীন গতিতে। সর্বক্ষণ তাদের মাথায় একটাই বিষয় ঘুরপাক খায় কীভাবে আরও নিত্যনতুন কায়দায় রিলস বানানো যায়। তাতে তারা রেললাইনের মাঝখানে, খাদের কিনারে, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ছে। পিছন থেকে গাড়ির হর্ন তাদের কানে পৌঁছায় না। লাইক-কমেন্ট-ভিউ বাড়ানোর চক্করে তারা মত্ত। এতে যে কত প্রাণহানি ঘটছে তার হিসেব কে রাখে! সম্প্রতি একটি মেয়ে রিলস বানিয়েছে, যাতে দেখা যাচ্ছে মেয়েটি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে চলেছে। ভাবা যায় রিলস মানুষকে কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে!

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

শিকড়ের টান অনুভব করুক নয়া প্রজন্ম

প্রকৃতি সবুজ হারাচ্ছে যেমন ঠিক তেমনি মানুষরূপী গাছগুলোও শিকড় হারিয়ে ফেলছে। এমনটা মোটেও কাম্য নয়।

চিরদীপা বিশ্বাস

‘গাছ হতে চাও, না কাটা ঘুড়ি... নিজেকে প্রশ্ন করো, ঠিক বুঝবে’- ট্রেনের সহযাত্রী এক বয়স্ক ভদ্রলোক হঠাৎ কথাখানা বলে বসলেন উলটো সিটে বসে থাকা স্কুল পড়ুয়া মেয়েটিকে। সে কথার মর্মার্থ উদ্ধারে ব্যর্থ মেয়েটি শুকনো হাসি হেসে ডুব দিল মুঠোফোনের স্ক্রিনে। অভিভাবকও নিশ্চুপ। স্তম্ভিত হইনি, তবে খারাপ লাগল বড্ড। প্রজন্মান্তর যেন জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠল চোখের সামনে। প্রৌঢ় এবার গল্প জুড়লেন আমার সঙ্গে। কী করি, কোথায় থাকি থেকে শুরু করে এল ওই গাছ আর ঘুড়ি প্রসঙ্গ। গল্পচ্ছলে জীবনের এক সেরা মন্ত্র সেদিন শেখালেন তিনি।

তুমি শিকড়মুখী!... অর্থাৎ নিজের ঘর, বাড়ি, পরিবার, শহর ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয় খুব? তবে মাটি কামড়ে পড়ে থাকো। এক চুল জায়গাও ছেড়ো না। সফলতা আসতে বাধ্য। কে বলেছে বাইরে গেলেই সফলতা মেলে। একেকজন একেকভাবে সফলতাকে দেখে। কেউ অর্থ সঞ্চয় করে সফল হয় তো কেউ স্মৃতি সঞ্চয় করে। এবার আমাদের খুঁজতে হবে নিজেদের শান্তির ঠিকানা। তবেই মুশকিল আসান। ‘এবার গাছ হয়ে জন্মে যদি জোর করে নিজেকে ঘুড়ি প্রমাণ করতে চাও ভবিষ্যৎ ল্যাজেগোবরে হবে না ভাবছো?’... ‘ঘুড়ি মানে?’... মানে খোলা আকাশে উড়তে পারে যে, ভিনদেশে পাড়ি দিয়ে দিব্যি সবকিছু সামলে নিতে পারে যে। তাতেই সে তৃপ্ত, তুষ্ট, তাই তো সে সফল। এবার তুমি নিজের শক্ত শিকড়খানা কেটে, জোর করে ওর মতো হতে চাইলে কষ্ট হবে না?’ সুন্দর হাসতে হাসতে কি অনায়াসে কথাগুলো বলে গেলেন তিনি আর বোঝালেন গাছ, ঘুড়ি দুজনাই একদম সঠিক নিজের জায়গায়।

চোখ পড়ল মেয়েটির ওপর। ইয়ারপড কানে লাগিয়ে সে নিজের দুনিয়াতেই মশগুল। বছর ঘুরতেই স্কুলের গণ্ডি যে সে পেরোবে এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে যে সে বড্ড দোটানায় রয়েছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে কথোপকথনে সেটা বোধগম্য হয়েছে ইতিমধ্যে। তাই বারবার মনে হচ্ছিল ‘ইস, মেয়েটা একবার যদি কথাগুলো শুনতো’। দুই প্রজন্মের মধ্যে তৈরি হওয়া ইয়াব্বড় ফাঁক আমি যেন চাক্ষুষ করলাম সেদিন। সেতুবন্ধনের কাজ করতে পারত যারা, তারাও নিরুত্তাপ।

হয়তো তারা বুঝতেও পারে না বাস্তব থেকে সরে গিয়ে এই নতুন প্রজন্ম নিজেদের এক কাল্পনিক সাম্রাজ্যে আটকে ফেলছে। সেই সাম্রাজ্যে সফলতা, ব্যর্থতা, হারজিতের সংজ্ঞা ভিন্ন। গাছ হতে পারত যে ছেলেটা অকারণে সে ঘুড়ি হতে চাইছে অন্যকে দেখে। সফল ঘুড়িরা কিন্তু শক্ত করে লাটাইয়ের সুতোর সঙ্গে নিজেকে এঁটে তবেই সফল উড়ান ভরছে। আর এসবের হিসেবনিকেশ না রাখা ছেলেটি সুতো কেটে ভোকাট্টা।

তাই শিকড়হীন, লাটাইয়ের সুতোহীন কিছু প্রাণ বেড়ে উঠছে কেবল। তারা জানতেই পারছে না নিজেদের বীজ কোথায়। পুরোনো প্রজন্মের অভিজ্ঞতার সঞ্চার হচ্ছে কই? সহজ কথায় কঠিন জীবনদর্শন বোঝানো হচ্ছে কই? কোথায়ই বা সেই সেতুবন্ধন? প্রকৃতি সবুজ হারাচ্ছে যেমন ঠিক তেমনি মানুষরূপী গাছগুলোও শিকড় হারিয়ে ফেলছে। সবাই কেবল খোলা আকাশে কাটা ঘুড়ি হতেই ব্যস্ত যেন। লাটাইহীন ঘুড়ি, যার পাঁজরে সুতোর টান অনুভূত হয় না, ফিরে আসার আবেগও তৈরি হয় না। সে সুতো ছাড়তেই ব্যস্ত। সুতো ছাড়তে ছাড়তে মধ্যগগনে উড়তেই থাকবে তারা কেবল। ক্লান্ত হলে ফিরে আসার সুযোগ আর থাকবে না। শুধু পড়ে থাকবে একখানা সুতোহীন লাটাই।

(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা, পূর্ণিয়ায় কর্মরত।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬৭

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। আদালতে সত্যি কথা বলার জন্য শপথ ৩। বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ৪। মৌচাকের মোম অথবা এক গ্রাস অন্ন ৫। পরিমিত খাওয়া ৭। ক্ষান্তি বা স্থগিত, যাত্রার বিরতিও হতে পারে ১০। বৈঠক বা সমিতি ১২। অবমাননা, অনাদর বা অসম্মান ১৪। যে মাঠে গোরু চরায় ১৫। অবসাদগ্রস্ত ১৬। দুরূহ বা কষ্টকর।

উপর-নীচ : ১। উচিত বা সত্য ভাষণ ২। জীবাশ্ম, পাথরে জীবনের চিহ্ন ৩। আরম্ভকালীন, আদিম, মুখ্য ৬। ছলছল চোখের জল ৮। জানা বা ধারণা অথবা টের পাওয়া ৯। পেটের ভাত ১১। যা ভেসে বেড়াচ্ছে ১৩। তাপে দুধ উথলে ওঠা।

সমাধান ■ ৪২৬৬

পাশাপাশি : ২। তানপুরা ৫। চিতেন ৬। বরকন্দাজ ৮। কানা ৯। নর ১১। শঙ্খবলয় ১৩। মামুলি ১৪। হরিদ্বার।

উপর-নীচ : ১। ছুঁচিবাই ২। তান ৩। পুষ্কর ৪। স্বরাজ ৬। বনা ৭। কট্টর ৮। কাবাব ৯। নয় ১০। বিধিলিপি ১১। শতেক ১২। লহরি ১৩। মার।

বিন্দুবিসর্গ

পাক-আফগান সীমান্তে সংঘর্ষ

শতাধিক হতাহতের পর বিরতি ৪৮ ঘণ্টার

কাবুল, ১৫ অক্টোবর : একটানা বেশ কয়েকদিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলার পর বুধবার পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান ৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। বুধবার ভোরে তাদের সীমান্তে সংঘর্ষে কয়েক ডজন মানুষ নিহত এবং আরও অনেক আহত হন। এরপর সংঘাতে রাশ টানা সম্ভব হয় কাতার ও সৌদি আরবের মধ্যস্থতায়।

পাক বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। উভয়পক্ষই 'জটিল কিন্তু সমাধানযোগ্য এই সমস্যা'র একটি 'ইতিবাচক সমাধান' খুঁজে বের করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা চালাতে রাজি হয়েছে।

মঙ্গলবার রাত থেকে পাক-আফগান সীমান্তে নতুন করে ভয়াবহ সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। দু'পক্ষের গোলাগুলিতে অর্ধশতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। এঁদের মধ্যে সেনা ছাড়াও রয়েছেন শিশু ও মহিলা সহ শতাধিক সাধারণ মানুষ।

মধ্যস্থতায় লাগাম

- কান্দাহার প্রদেশের স্পিন বোলদাক এলাকায় পাকিস্তানি সেনার মর্টার হামলা
- প্ররোচনা ছাড়াই হালকা ও ভারী অস্ত্র নিয়ে হামলা পাকিস্তানের
- সংঘর্ষে শতাধিক সাধারণ আফগান নাগরিক হতাহত
- তালিবান হামলায় ৬ পাক সেনা নিহত
- পাকিস্তানের আর্জিতে কাতার ও সৌদি আরবের মধ্যস্থতায় সংঘর্ষে রাশ

বুধবার দু'দেশের নিরাপত্তা আধিকারিকদের উদ্ধৃত করে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আফগান তালিবান পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুটি বড় পোস্টে হামলা চালায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দাবি, তারা পালটা হামলায় অন্তত ২০ জন তালিবকে হত্যা করেছে। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাতভর সংঘর্ষে আরও প্রায় ৩০ জন নিহত হয়। তবে একইসঙ্গে তালিবান হামলায় ৬ পাক সেনার মৃত্যুর কথাও তারা স্বীকার করেছে।

আফগান প্রশাসকরা জানিয়েছেন, কান্দাহার প্রদেশের স্পিন বোলদাক এলাকায় মর্টার হামলায় অন্তত ১৫ জন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন এবং ১০০ জনেরও বেশি মহিলা ও শিশু আহত হয়েছেন। আফগান তালিবান মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদের অভিযোগ, পাকিস্তানি বাহিনী আবারও কোনও প্ররোচনা ছাড়াই 'হালকা ও ভারী অস্ত্র' দিয়ে তাঁদের এলাকায় হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে একটি ভিডিও পোস্ট করে তালিবানদেরও দাবি, পাকিস্তানি হামলার জবাবে তারাও ড্রোন হামলা চালিয়েছে পাক আউটপোস্টে।

এই সংঘাত শুরু হয় গত সপ্তাহের উত্তেজনার জের ধরে। তখন আফগান বাহিনী পাকিস্তানের ওপর হামলা চালায়। তারা অভিযোগ করে, কাবুলে বোমা হামলার পিছনে পাকিস্তানের হাত রয়েছে।

ভয়ংকর সুন্দর... *উথালপাতাল গঙ্গায় র‍্যাফটিং। বুধবার হৃষীকেশে।*

বিহারে প্রার্থী হচ্ছেন না পিকে

পাটনা, ১৫ অক্টোবর : শেষমেশ রণে ভঙ্গ দিলেন জন সুরাজ পার্টির সুপ্রিমো প্রশান্ত কিশোর বা পিকে। হাইভোল্টেজ প্রচার এবং দু-দফায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকে জল্পনার পারদ চড়ছিল তাঁকে ঘিরে। ভোটকুশলী রাঘোপুরে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে পারেন, তুমুল চর্চা চলছিল গত কয়েকদিন ধরে। কিন্তু বুধবার একটি সাক্ষাৎকারে পিকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রাঘোপুর তো নয়ই, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিহারে ২৪৩টি আসনের একটিতেও তিনি প্রার্থী হবেন না।

কেন এই সিদ্ধান্ত তার ব্যাখ্যাও শুনিয়েছেন পিকে। তিনি বলেন, 'আমার দলের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি যেন বাকি প্রার্থীদের জয়ের দিকে নজর দিই। তাই আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না। আমি তো ভোটে লড়তেই চেয়েছিলাম। কিন্তু দলের সিদ্ধান্ত সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে তা মেনে চলতে হবে।' ঘটনা হল, এদিনই রাঘোপুরে মনোনয়ন জমা দেন বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। দলীয় কর্মী, সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মনোনয়ন জমা দিতে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব, রাবড়ি দেবী প্রমুখ। তেজস্বীর সঙ্গে সম্মুখসমরে নামার চর্চার পারদ তুঙ্গে তুলেও কেন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে পিছিয়ে এলেন, তার কারণ জানিয়েছেন পিকে। তিনি বলেন, 'আমি যাতে বিধানসভা ভোটে না লড়াই করি, সেটা দলের সিদ্ধান্ত। তাই রাঘোপুরে তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে আরও একজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দলের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি যদি ভোটে লড়ি, তাহলে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাজকর্ম থেকে আমাকে ছুটি নিতে হবে।' রাঘোপুরে তেজস্বীর বিরুদ্ধে স্থানীয় ব্যবসায়ী চঞ্চল সিংকে প্রার্থী করেছে জন সুরাজ।

আসন্ন ভোটে শাসক এনডিএ ধরাশায়ী হবে বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন জন সুরাজ পার্টি সুপ্রিমো। তিনি বলেন, 'এনডিএ এবার অবধারিতভাবেই আর ক্ষমতায় ফিরছে না। নীতীশ কুমারও মুখ্যমন্ত্রীর আসনে ফিরবেন না। তাদের পক্ষে ২৫টি আসন জেতাও কঠিন।' পিকের দাবি, যদি জন সুরাজ পার্টি ভোটে জিতে যায় তাহলে দেশজুড়ে তার প্রভাব পড়বে। জাতীয় রাজনীতির অভিমুখ অন্যদিকে ঘুরে যাবে। তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমরা হয় ১০-এর কম নয়তো ১৫০টির বেশি আসনে জিতব। এর মাঝামাঝি কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই।' বিহারকে জমি, বালি মাফিয়াদের হাত থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন পিকে।

জুবিন-ভক্তদের ক্ষোভের আগুনে ছাই গাড়ি। বুধবার অসমের বাক্সায়।

মহাজোটে জট, ঘর গোছাচ্ছে এনডিএ

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ১৫ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার মনোনয়ন পেশের আর মাত্র দু'দিন বাকি। শরিকি মতানৈক্যকে সঙ্গী করেই এনডিএ যতটা ঘর গোছাচ্ছে, ততই যেন অগোছালো দেখাচ্ছে বিরোধী মহাজোটকে। ঘড়ির কাঁটা দ্রুত ছুটলেও আরজেডি, কংগ্রেস, বামেদের আসনরফা এখনও অধরা। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ বুধবার ৫৭ জনের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। যে আসনগুলি চিরাগ এতদিন দাবি করছিলেন, সেইরকম চারটি আসনেও প্রার্থী দিয়েছে জেডিইউ। যা নিয়ে এনডিএ-তে নতুন করে অশান্তি হতে পারে।

মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন তেজস্বী যাদব। বুধবার হাজিপুরে।

দু-দিন ধরে টিকিট পাওয়া নিয়ে দলের অন্দরে টানাপোড়েন চলছিল। বিজেপিও এদিন দ্বিতীয় দফায় ১২ জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। তাতে নাম রয়েছে সংগীতশিল্পী মৈথিলী ঠাকুরের। তাঁকে আলিনগরে প্রার্থী করা হয়েছে। মঙ্গলবার ৭১ জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিল পদ্মশিবির।

আসনবণ্টন নিয়ে ক্ষোভের মধ্যেই চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (রামবিলাস) ১৪ জন প্রার্থীর নাম ও তাঁদের আসন ঘোষণা করেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝির দলও ৬ জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে মঙ্গলবার। আরও এক এনডিএ শরিক উপেন্দ্র কুশওয়াহা এদিন দেখা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে। তাঁরও ক্ষোভ প্রশমিত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

মহাজোটের অন্দরে টানাপোড়েনের মূল কারণ নিয়ে আসনবণ্টনে আরজেডি-কংগ্রেসের মধ্যে দড়ি টানাটানি। হাতশিবিরের দাবি, তাদের শক্তি ও সংগঠনের উপস্থিতি অনুযায়ী ৬০টিরও বেশি আসন বরাদ্দ করতে হবে। কিন্তু আরজেডি কংগ্রেসকে সর্বাধিক ৫৮টি আসন ছাড়তে রাজি। কংগ্রেসের প্রস্তাবিত ফর্মুলা অনুযায়ী তারা ৬৫টি আসনে প্রার্থী দিতে চায়, আর আরজেডির জন্য ঠিক করেছে ১৩৮টি আসন। বাকি ৪০টি আসন ছাড়ার কথা বলা হয়েছে মুকেশ সাহনির ভিআইপি, সিপিআই(এম-এল), সিপিআই, ও সিপিএমের জন্য। জট ছাড়াতে বুধবার রাতে পাটনায় তেজস্বীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। কাহেলগাঁও, ওয়াসালিগঞ্জের মতো ৫-৬টি আসন নিয়ে এখনও জট আছে। তা কেটে গেলেই বুধবার গভীর রাতের দিকে কোন দল কত আসনে প্রার্থী দেবে, সেটা জানানো হবে বলে সূত্রের খবর।

আসনরফায় বিলম্ব প্রসঙ্গে লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে, তাই আসন ভাগাভাগি নিয়ে দেরি করলে বিপদ বাড়বে।'

মহাজোটের অবস্থা দেখে বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের কটাক্ষ, 'প্রথম দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ অক্টোবর। তবু এখনও পর্যন্ত কংগ্রেস-আরজেডি জোটের আসন ভাগাভাগির রফাসূত্র ঘোষণা হয়নি। যদি সমঝোতা না-ই হয়, তাহলে একাই লড়ো। একটু সাহস দেখাও।'

অভিযুক্তদের ঘিরে জুবিন ভক্তদের রোষ

গুয়াহাটি, ১৫ অক্টোবর : প্রয়াত সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের ভক্তদের এখন একটাই সুর, বদলা। সেই ক্ষোভের আগুনের আঁচ টের পেল পুলিশ। অভিযুক্তদের জনতার হাতে তুলে দেওয়ার দাবিতে বুধবার রীতিমতো তাণ্ডব চালান জুবিন-ভক্তরা। ধৃত পাঁচজনকে গুয়াহাটি থেকে বাক্সা জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোড়েন তাঁরা। একটি গাড়ি জ্বালিয়েও দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে হয়। শূন্যে গুলিও চালাতে হয়েছে। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশকর্মী ও সাংবাদিক রয়েছেন। এদিকে ১৭ তারিখ জুবিনের বাড়িতে যাবেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। জুবিনের মৃত্যুর ঘটনায় ধৃত শ্যামকানু মহন্ত, সন্দীপন গর্গ, নাগেশ্বর বরা, সিদ্ধার্থ শর্মা, পরেশ বৈশ্যকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে এদিন জেলে নিয়ে আসা হয়। তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে প্রতিবাদীরা ফেটে পড়েন। সংশোধনাগার চত্বরের সামনে রাখা বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পুলিশ লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে।

অকালপ্রয়াণ পর্দার কর্ণের

মুম্বই, ১৫ অক্টোবর : জীবনের রথের চাকা বসে গেল 'পর্দার মহাভারত'-এর কর্ণের। জীবনাবসান হল জনপ্রিয় অভিনেতা পঙ্কজ ধীরের। বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর পুরোনো বন্ধু ও সহকর্মী অমিত বহল এই খবর দেন। বয়স হয়েছিল ৬৮। বিআর চোপড়ার 'মহাভারত'-এর কর্ণ চরিত্রে তাঁর অভিনয় এখনও দর্শক-মনে জ্বলজ্বল করছে।

দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারে ভুগছিলেন পঙ্কজ। মাসকয়েক আগে তাঁর শারীরিক অবস্থার

অবনতি হয়। প্রবীণ অভিনেতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে 'সিনে অ্যান্ড টিভি আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন'। বুধবার বিকালেই মুম্বইয়ে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

বিআর চোপড়ার টিভি সিরিয়াল 'মহাভারত' তাঁকে বিশেষ খ্যাতি এনে দিলেও বহু হিন্দি ছবিতেও অভিনয় করেছেন পঙ্কজ। কাজ করেছেন হিন্দি ধারাবাহিক ও ওয়েব সিরিজেও। 'সোলজার', 'জমিন', 'আন্দাজ', 'টারজান : দ্য ওয়ান্ডার কার'-এর মতো বহু ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

ভার্জিনিয়ায় ধৃত ভারতীয় বংশোদ্ভূত

ওয়াশিংটন, ১৫ অক্টোবর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চমকে দেওয়ার মতো একটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল। গ্রেপ্তার হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট কূটনীতিক, দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ অ্যাশলে টেলিস। জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য বেআইনিভাবে নিজের কাছে রাখা, চিনা সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাতের অভিযোগে এফবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। অ্যাশলের ভার্জিনিয়ার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে এক হাজারের বেশি পৃষ্ঠার অতি গোপন নথিপত্র।

এফবিআই টেলিসকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। মঙ্গলবার তা প্রকাশ করেছে এফবিআই। মুম্বইয়ের ছেলে টেলিসের কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা ভারতে হলেও উচ্চশিক্ষা আমেরিকায়। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের অবৈতনিক উপদেষ্টা, পেন্টাগনে ঠিকাদার হিসেবেও কাজ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে এফবিআই-এর হলফনামা বলছে, তিনি সরকারি অফিস থেকে সামরিক বিমান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি সরিয়েছেন।

গাজাকে সাহায্যে উদ্যোগী ভারত

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : দু'বছরেরও বেশি সময় চলা ইজরায়েলের সঙ্গে হামাসের যুদ্ধে বিধ্বস্ত গাজায় শান্তি ফিরলেও সেখানে প্রায় কিছুই নেই। ৮৩ শতাংশ ঘরবাড়ি শেষ। এই পরিস্থিতিতে গাজায় ত্রাণ পাঠানোর সঙ্গে দেশটির পুনর্গঠনে অংশ নিতে উদ্যোগী হয়েছে মোদি সরকার। সেখানকার অধিবাসীদের দুর্ভোগ কমাতে ওষুধ, তাঁবু, কম্বল, মহিলাদের স্যানিটারি জিনিসপত্র ও শিশুদের জন্য বেবি ফর্মুলার মতো ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দিল্লি। গাজা পুনর্গঠনকেও প্রাধান্য দিচ্ছে ভারত।

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার, পানীয় জল ও নিকাশি ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণে নজর দিচ্ছে ভারত। রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যুদ্ধে ৫৫ মিলিয়ন টনের বেশি ধ্বংসস্তূপ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে গাজা উপত্যকা থেকে ৮১ হাজার টন ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করেছেন তাঁরা। প্যালেস্তাইনের রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন, সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন পুনর্গঠন জোটে তাঁরা ভারতকে চান। কায়রো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গাজা পুনর্গঠনে ভারত ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমেরিকার হিসেব অনুযায়ী গাজা পুনর্গঠনে ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রয়োজন।

ট্রাম্পের ডাকে গাজা-ইজরায়েল শান্তি সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং।

ইজরায়েলের সঙ্গে হামাসের যুদ্ধবিরতির মাঝে গাজায় নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে চরম নিষ্ঠুরতা দেখাল হামাস জঙ্গিরা। প্রকাশ্য রাস্তায় আটজন গাজাবাসীকে তারা গুলি করে মেরে ফেলল। হামাসের দাবি, তারা ইজরায়েলের 'সহযোগী' ও 'অপরাধী'। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সোমবারের সেই ঘটনার ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, চোখে পট্টি ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আটজনকে রাস্তায় হাঁটুগেড়ে বসানো হয়েছে। তারপর মাথায় সবুজ হেডব্যান্ড পরা হামাস জঙ্গিরা তাদের ওপর গুলিবৃষ্টি করছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাদের। আইডিএফ সরে যেতেই গাজায় নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া হামাস। শান্তিচুক্তির শর্ত ছিল হামাসের হাতে কোনও অস্ত্র থাকবে না।

হিন্দি রুখতে বিল

ভাবনায় জল স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ১৫ অক্টোবর : তামিল জাত্যাভিমানে সুড়সুড়ি দিয়ে রাজ্যে হিন্দি নিষিদ্ধ করার ভাবনাচিন্তা করেছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। কিন্তু আইনি জটিলতা এবং প্রতিবাদের আশঙ্কায় আপাতত সেই ভাবনায় জল ঢেলে দিয়েছেন তিনি। বুধবার বিধানসভায় একটি বিল আনার কথা ছিল। তাতে তামিলনাড়ুর সর্বত্র হিন্দি ভাষায় লেখা হোর্ডিং, বোর্ড, সিনেমা এবং গানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির কথা বলা হয়। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে আইন বিশারদদের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকের পর আপাতত সেই বিল শিকেয় তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী। ডিএমকে নেতা টিকেএস এলানগোভান বলেন, 'আমরা সংবিধানের পরিপন্থী কিছু করব না। আমরা সংবিধান মেনেই যা কিছু করার করব। আমরা হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধী।' বিজেপি অবশ্য স্ট্যালিনের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে। দলের নেতা বিনোজ সেলভম বলেন, 'ভাষাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। ওই বিল আনার সিদ্ধান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয়বাহী এবং ভিত্তিহীন।'

গত মার্চে রাজ্য বাজেটের লোগোতে ভারতীয় টাকার প্রতীকের স্থানে তামিল 'রু' বসিয়েছিল স্ট্যালিন সরকার।

দিল্লির বাতাসে বিষ

দীপাবলিতে 'সবুজ বাজি'-কে ছাড় কোর্টের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : রাজধানী দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় শীত এখনও পুরোপুরি নামেনি, অথচ ইতিমধ্যেই ঘন দূষণের চাদরে ঢেকে গিয়েছে দিল্লি। রাজধানীর বাতাসের গুণমান সূচক ছুঁয়েছে 'খারাপ' স্তর। এমন পরিস্থিতিতেই দীপাবলির আগে শর্তসাপেক্ষে 'সবুজ বাজি' পোড়ানোর অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট।

বুধবার প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রন-এর বেঞ্চ জানায়, পরীক্ষামূলকভাবে দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকায় সবুজ বাজি পোড়ানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, তবে সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকবে। আদালতের ভাষায়, 'উৎসব উদ্‌যাপন ও পরিবেশ সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই মূল লক্ষ্য, পরিবেশের স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস না করেই।'

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ১৮ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত সবুজ বাজি পোড়ানোর অনুমতি থাকবে। সকাল ৬টা থেকে ৭টা এবং রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্তই বাজি পোড়ানো যাবে। এবং শুধুমাত্র ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস সেফটি অর্গানাইজেশন অনুমোদিত সংস্থার পণ্যই বিক্রি করা যাবে। আদালতের নির্দেশ, পুলিশকে দিল্লি ও আশপাশের এলাকায় টহলদারি ও নজরদারি বাড়াতে হবে।

বাজি তৈরির কারখানাগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে এবং বাইরের রাজ্যের বাজি বা অনুমোদনহীন পণ্য বিক্রি ধরা পড়লে বিক্রেতার লাইসেন্স সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করা হবে। এছাড়াও ১৪ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলের বাতাসের গুণমান পর্যবেক্ষণ করে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে। এই নির্দেশ সত্ত্বেও তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের কটাক্ষ, 'এখন দিল্লির বাতাস নিয়ে আর অভিযোগ করার কিছু নেই। দিল্লির মানুষ এই সরকারকে চেয়েছিল, আর সরকার চেয়েছিল আতসবাজি ফিরিয়ে আনতে। সবাই যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে। চলুন, এ বছর আর বাতাসের মান নিয়ে অভিযোগে সময় নষ্ট না করি।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত বলেন, 'বাজি নিষেধাজ্ঞা থাকলে উৎসবটা অপূর্ণ থেকে যেত। তবে আমরা পরিবেশের প্রতিও দায়িত্বশীল থাকব।'

দীপাবলির আগে বাজিপটকা তৈরির ব্যস্ততা। বুধবার চেন্নাইয়ে।

ড্রাগনকে ঠেকাতে ভারতকে চায় আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১৫ অক্টোবর : ডোনাল্ড ট্রাম্পের খেয়ালি আচরণের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত কূটনৈতিক দোলাচলে পড়ে গিয়েছে আমেরিকা। একদিকে ভারত সহ বিভিন্ন দেশের পণ্যে উচ্চ শুল্ক বহাল রেখেও অন্যদিকে বিরল খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খলে চিনের একাধিপত্য মোকাবিলায় তারা ভারতের সাহায্য চাইছে!

আমেরিকার ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট জানিয়েছেন, বিরল খনিজের ওপর চিনের নিয়ন্ত্রণ রুখতে তিনি ইউরোপ ও ভারতের সমর্থন আশা করেন। তাঁর কথায়, 'এটা চিন বনাম বিশ্বের লড়াই। তারা মুক্ত বিশ্বের সরবরাহ শৃঙ্খল ও শিল্পঘাঁটির দিকে বাজুকা (রকেট লঞ্চার) তাক করেছে। তাদের ঠেকাতে না পারলে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সর্বনাশ হবে।'

বেসেন্ট ভারতকে সহযোগিতার আহ্বান জানালেও ভারত থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্ক বহাল থাকাটা যথেষ্টই বিস্ময়কর বলে মনে করছেন অর্থনীতির বিশ্লেষকরা। তাঁরা বিষয়টিকে দেখছেন আমেরিকার 'দ্বিমুখী' নীতি হিসাবে। তাঁদের বক্তব্য, বিরল খনিজের ওপর চিনের নিয়ন্ত্রণ রুখতে আমেরিকা ভারতের মতো মিত্রদের দিকে ঝুঁকলেও তাদের নিজস্ব শুল্কনীতি সেই মিত্রদের জন্যই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে ট্রাম্প চিনের ওপর ১০০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দিলেও নভেম্বরের ১ তারিখ পর্যন্ত তা স্থগিত রেখেছেন। তিনি এই কৌশল নিয়েছেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সঙ্গে বৈঠকের আগে উত্তেজনা কমাতে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, 'চিনকে শত্রু নয়, বন্ধু হিসাবেই চায় আমেরিকা।' এই জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতকেও ফেলে দিয়েছে ভারসাম্য রক্ষার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে।

কেদারনাথে রোপওয়ে

দেরাদুন, ১৫ অক্টোবর : তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে এবার কেদারনাথ ধামে নতুন রোপওয়ে চালু হচ্ছে। সেটি নির্মাণের বরাত পেয়েছে আদানি গোষ্ঠী। বুধবার গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানি একথা ঘোষণা করেছেন। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'কেদারনাথ ধামের খুব কঠিন চড়াইটা এবার সোজা হয়ে যাবে। ভক্তদের যাত্রা আরও সহজ ও নিরাপদ করার জন্য আদানি গ্রুপ এই রোপওয়েটি বানাচ্ছে। এই পুণ্যের উদ্যোগের শরিক হতে পেরে আমরা গর্বিত।' এই পবিত্র কাজের জন্য মহাদেবের আশীর্বাদও চেয়েছেন তিনি। ১১,০০০ ফুটেরও বেশি উঁচুতে অবস্থিত কেদারনাথ মন্দিরের গুরুত্ব খুব বেশি।

কেরলে মৃত্যু রাইলা ওডিঙ্গার

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ অক্টোবর : কেরলে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন কিনিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাইলা ওডিঙ্গা। বুধবার সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। এক সপ্তাহ আগে কেরলের বোধাট্টুকুলমে সপরিবারে এসেছিলেন ৮০ বছরের ওডিঙ্গা। চিকিৎসাও শুরু হয়েছিল। চিকিৎসকদের পরামর্শে সকালে হাঁটতে বেরোতেন তিনি। বুধবার সকালে হাঁটার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় ওডিঙ্গার। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চার দশকেরও বেশি সময় কিনিয়ার রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন ওডিঙ্গা। ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদও সামলেছেন তিনি।

মৃত্যুদণ্ডের পদ্ধতি বদলে কেন্দ্রের আপত্তি

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে 'ফাঁসি'র বদলে 'প্রাণঘাতী ইনজেকশন' দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও প্রস্তুত নয়। এই সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে ফাঁসি অমানবিক। এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হোক প্রাণঘাতী ইনজেকশন। এই আর্জি জানিয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় মামলাকারীর আইনজীবী আদালতে বলেন, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ফাঁসির পরিবর্তে অন্তত একটি বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। তিনি আরও বলেন, ফাঁসির ক্ষেত্রে ৪০ মিনিট

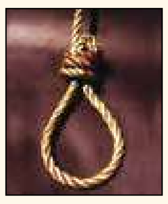

ধরে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। যা বর্বর ও অমানবিক। এর পরিবর্তে প্রাণঘাতী ইনজেকশন ব্যবহার করার পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি। উদাহরণ হিসাবে বলেন, আমেরিকার ৫০টি প্রদেশের মধ্যে ৪৯টিতে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পালটা সওয়ালের সময় কেন্দ্রের আইনজীবী বলেন, কেন্দ্র আগেই জানিয়েছে, নয়া এই ব্যবস্থা কার্যকর নাও হতে পারে। এরপরই বিচারপতি মেহতা বলেন, সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন আনার জন্য প্রস্তুত সরকার। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলেছে। শেষ পর্যন্ত এই মামলার কোনও রায় দেয়নি আদালত। পরবর্তী শুনানি ১১ নভেম্বর।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি

অরবিন্দ ঘোষ, *শিক্ষক*
অক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা

২০২৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য ভূগোলের চতুর্থ অধ্যায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে ২ ও ৩ নম্বরের প্রশ্নোত্তর আলোচনা করছি।

প্রথমে জেনে নাও বর্জ্য এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে।

বর্জ্য হল, প্রকৃতিতে পড়ে থাকা ব্যবহারের অযোগ্য, পরিত্যক্ত কিছু কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বস্তু যা মূলত পরিবেশ দূষণ ঘটায়। অন্যদিকে, বর্জ্য পদার্থগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করা বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার ব্যবস্থাপনাকেই বলা হয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

মাধ্যমিক ভূগোল

প্রশ্নোত্তর পর্ব (প্রশ্নমান ২)

প্রশ্ন-১ : জীব বিশ্লেষ্য বর্জ্য কী?

উত্তর : যে বর্জ্য পদার্থ পরিবেশের কোনও ক্ষতি করে না, পরিবেশে উপস্থিত বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত হয়ে পুনরায় পরিবেশে মিশে যায়, তাকে জীব বিশ্লেষ্য (Biodegradable) বর্জ্য বলে। যেমন – শাকসবজি, পাতা, ফল, ফুল ইত্যাদি।

প্রশ্ন-২ : জীব অবিশ্লেষ্য বর্জ্য কী?

উত্তর : যেসব বর্জ্য পরিবেশে পুনরায় মিশে যেতে পারে না, পরিবেশে পড়ে থেকে দূষণ সৃষ্টি করে, তাকে জীব অবিশ্লেষ্য (Non-biodegradable) বর্জ্য বলে। যেমন-প্লাস্টিক, পলিথিন, ভাঙা কাচ ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৩ : বিষাক্ত বর্জ্য বলতে কী বোঝো?

উত্তর : যে সকল বর্জ্য পদার্থ থেকে বিভিন্ন বিষক্রিয়ার উদ্ভব হয় এবং যেগুলি পরিবেশবান্ধব নয়, সেগুলিকে বলা হয় বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ। যেমন- রাসায়নিক তরল পদার্থ, শিল্পজাত তেজস্ক্রিয় পদার্থ (ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি) ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৪ : বৈদ্যুতিন বর্জ্য বা ই-বর্জ্য (e-waste) কী?

উত্তর : ব্যবহৃত নানান ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্য যার অব্যবহৃত বা বাতিল অংশ যেগুলো পরিবেশ দূষণ ঘটায় তাদের বৈদ্যুতিন বর্জ্য বা ই-বর্জ্য বলে। যেমন- নষ্ট হওয়া ডিভাইস, সার্কিট বোর্ড, টিভি বা কম্পিউটার মনিটর, ইলেক্ট্রনিক ব্যাটারি ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৫ : বিপজ্জনক বর্জ্য কাকে বলে?

উত্তর : হ্যাজার্ড ওয়েস্ট বা বিপজ্জনক বর্জ্য হল এমন কোনও বর্জ্য যা মানব স্বাস্থ্য বা পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। এগুলি বিষাক্ত ধাতুজ বর্জ্য যা পরিবেশে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করে। যেমন-ব্যাটারি, রাসায়নিক পদার্থ, সিসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক, অ্যাসবেস্টস ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৬ : লিচেট (Leachate) বলতে কী বোঝ?

উত্তর : বর্জ্য পদার্থের ধোয়া বা বর্জ্য নিঃসৃত জলকে লিচেট বলে। মূলত বৃষ্টির জলে ল্যান্ডফিলের বর্জ্য পদার্থ ধুয়ে জলাশয়ে বা ভৌমজলে মেশে।

প্রশ্ন-৭ : ফ্লাই অ্যাশ কী?

উত্তর : ফ্লাই অ্যাশ-এর বাংলা প্রতিশব্দ ‘ভাসমান বা উড়ন্ত বস্তুকণা’ বা ‘ছাই’। এদের ব্যাস ০.০২ মাইক্রোমিটার থেকে ১০ মাইক্রোমিটার।

এর উৎস তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ছাই, তামাকের গুঁড়ো, কারখানার দূষিত গ্যাস, সিমেন্টের ধুলো, পেস্টিসাইডের গুঁড়ো, ঘরবাড়ির ডাস্ট, ইটভাটার ধুলো বা উড়ন্ত ছাই। এগুলিতে উপস্থিত থাকে কার্বন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, নাইট্রোজেন, সালফার ইত্যাদি।

এর প্রভাবে মানব শরীরে ফুসফুসজনিত রোগ হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, শ্বাসকষ্ট, চোখ জ্বালা, মাথাব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। এছাড়াও কোলডাস্ট ও পেট্রোকোক-এ উপস্থিত কার্বন কণা ধোঁয়াশা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে, ফলে বায়ু দূষিত হয়।

প্রশ্ন-৮ : Waste Exchange বলতে কী বোঝো?

উত্তর : অনেক সময় কিছু বস্তু ব্যবহার করে পুনরায় অবিকৃত অবস্থায় তাকে পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব, বস্তুর পুনর্ব্যবহারের এই পদ্ধতিকে Waste Exchange বলে। যেমন-পুরোনো কাগজ থেকে নতুন কাগজ প্রস্তুত করা।

প্রশ্নমান ৩

প্রশ্ন-৯ : বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝো?

উত্তর : বর্জ্য পদার্থগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সম্পূর্ণ নিঃশেষ অথবা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার পদ্ধতিকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলে। তিনটি কর্মসূচির মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়িত করা হয়। যেমন- (a) বর্জ্যের পরিমাণগত হ্রাস (Reduce) (b) পুনর্ব্যবহার (Reuse) (c) পুনর্নবীকরণ (Recycle)। তবে কঠিন, তরল, গ্যাসীয় বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়।

(a) বর্জ্যের পরিমাণগত হ্রাস : আমাদের দৈনন্দিন ও জীবনের অপ্রয়োজনীয় পদার্থই বর্জ্যের পরিমাণ বাড়ায়। এর পরিমাণ যত কমানো সম্ভব হবে, বর্জ্যের পরিমাণও তত কমবে।

(b) পুনর্ব্যবহার : পরিবেশের কিছু কিছু উপাদান ব্যবহারের পর পুনরায় ব্যবহার করা যায়। যেমন-কাগজ, ধাতব বস্তু প্রভৃতি।

(c) পুনর্নবীকরণ : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোনও ব্যবহৃত দ্রব্যকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সম্পদে পরিণত করে পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়াকেই পুনর্নবীকরণ বলে। যেমন -কাচ, ধাতু, প্লাস্টিক, কাগজ, ছেঁড়া কাপড় থেকে পুনরায় সেই দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব ।

প্রশ্ন-১০ : কম্পোস্টিং (Composting) বলতে কী বোঝো?

উত্তর : যে পদ্ধতিতে জৈব বর্জ্যগুলিকে আলাদা করে তাকে যন্ত্রের সাহায্যে চূর্ণবিচূর্ণ করে ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণুর দ্বারা পচন ঘটিয়ে হিউমাস জাতীয় পদার্থে পরিণত করা হয় তাকে কম্পোস্টিং বলে। এর ফলে সৃষ্ট হিউমাস জাতীয় পদার্থকে কম্পোস্ট বলে ।

প্রকারভেদ : কম্পোস্টিং মূলত দুই প্রকার। যথা,-

i) সবাত কম্পোস্টিং - বায়ুর উপস্থিতিতে জৈব পদার্থকে ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণুর দ্বারা বিশ্লেষণ ঘটানোর প্রক্রিয়াকে সবাত কম্পোস্টিং বলে।

ii) অবাত কম্পোস্টিং - বায়ুর অনুপস্থিতিতে জৈব পদার্থকে ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণুর দ্বারা বিশ্লেষণ ঘটানোর প্রক্রিয়াকে অবাত কম্পোস্টিং বলে। এর অপর নাম ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতি।

সুবিধা:- i) কম্পোস্ট সার জৈব উপাদানের পরিমাণ বা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

ii) কম্পোস্টের মধ্যে Cu, Mn, Mo ইত্যাদি অণুখাদ্য থাকায় উদ্ভিদের উপযোগী হয়ে ওঠে।

iii) কঠিন বর্জ্য সহজেই হ্রাস পায়।

প্রশ্ন-১১ : গ্যাসীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি কী কী? অথবা স্ক্রাবার [Scrubber] কী?

উত্তর : বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া হল স্ক্রাবার। এই পদ্ধতিতে শিল্প থেকে নির্গত দূষিত বায়ু ও গ্যাসীয় উপাদানের অপসারণ ঘটিয়ে বায়ুকে বিশুদ্ধ করা হয়। বস্তুকণা মিশ্রিত বায়ু বা গ্যাসকে ধৌত যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়, ফলে বস্তুকণা জলে মিশে ভারী হয়ে পাত্রের নীচে থিতিয়ে পড়ে এবং পরিষ্কার বাতাস বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। স্ক্রাবার যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুকে পরিশ্রুত করার পদ্ধতিকে বলা হয় স্ক্রাবিং। স্ক্রাবিং পদ্ধতি দুই প্রকার।

(ক) শুষ্ক স্ক্রাবার - এটি ব্যবহার করা হয় নির্গত ধোঁয়া থেকে অম্ল দূর করার জন্য।

(খ) আর্দ্র স্ক্রাবার - এই পদ্ধতিতে দূষিত গ্যাস ও দূষণকণা অপসারণ করা হয়।

উদাহরণ : (i) দহনের সময় সালফার জারিত হয়ে SO_2-তে পরিণত হয়। পরে ধৌতাগারে স্ক্রাবার পদ্ধতিতে তা অপসৃত হয়।

(ii) NH_3 বা H_2S মিশ্রিত জলীয় দ্রবণকে দূষণমুক্ত করা হয়।

প্রশ্ন-১২ : ল্যান্ডফিল বা ভরাটকরণ (Landfill) পদ্ধতি কী?

উত্তর : বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হল ভরাটকরণ বা স্যানিটারি ল্যান্ডফিল।

পদ্ধতি : এটি একটি বর্জ্য পদার্থ অপসারণ ও নষ্ট করার সহজ পদ্ধতি। জনবসতি থেকে দূরে কোনও উন্মুক্ত খোলা জায়গাকে খুব গভীরভাবে খনন করে মাটির নীচে বর্জ্য চাপা দেওয়া হয়। সাধারণত বর্জ্য ২-৩ মিটার উঁচু স্তরে বিছিয়ে দেওয়া হয় ও তার ওপর ২০-২৫ সেমি পুরু মাটির স্তর চাপা দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন চাপা পড়া অবস্থায় থেকে ওই জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য মাটিতে মিশে যায়।

সুবিধা- i) এর ফলে বর্জ্য বিনষ্ট করা সম্ভব হয়।

ii) আবর্জনা সহজেই জৈব সারে পরিণত হয়।

iii) বর্জ্যের বিয়োজনের ফলে CH_4, CO_2, H_2S ইত্যাদি গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাসগুলিকে ল্যান্ডফিল গ্যাস বলে। এই গ্যাস তাপ উৎপাদন বা গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা হয়।

অসুবিধা- i) দূষিত জল ভূগর্ভস্থ জলস্তরে মিশে যায় যা পানীয় জলের ক্ষতি করে থাকে।

ii) বৃষ্টির জলের সঙ্গে দূষিত পদার্থ ধুয়ে জলাশয়ে মিশে জলজ প্রাণীর ক্ষতি করে।

iii) CH_4, CO_2, H_2S ইত্যাদি গ্যাস বায়ুতে মিশে জীবের ক্ষতি করে।

সতর্কীকরণ - (i) ল্যান্ডফিলিং-এর স্থান শহরাঞ্চল থেকে দূরে হতে হবে।

(ii) জায়গাটির আয়তন বেশি হতে হবে।

(iii) স্থানটিতে জনবসতি থাকবে না।

(iv) ভৌম জলস্তরকে যাতে দূষিত না করে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

(v) অঞ্চলটি পরিবহণযোগ্য হতে হবে।

আলোচনায় অংশীদারি কারবার

বিজন সাহা, শিক্ষক
ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুল জলপাইগুড়ি

মাধ্যমিক গণিত

দুই বা তার অধিক ব্যক্তি একত্রে মিলিত হয়ে নিজ নিজ মূলধন দিয়ে কোনও ব্যবসা করলে সেই ব্যবসা বা কারবারকে অংশীদারি ব্যবসা বা কারবার বলা হয়। যাঁরা একত্রে মিলিত হয়ে ব্যবসা বা কারবার চালান তাঁদের প্রত্যেককে অংশীদার বলা হয়। তাঁদের মধ্যকার এই অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের প্রত্যেকের দেওয়া অর্থই হল অংশীদারদের মূলধন। অংশীদারগণ তাঁদের পূর্ব শর্তাবলির ভিত্তিতে লভ্যাংশ বণ্টন করেন এই লভ্যাংশ বণ্টন হতে পারে সমানভাবে, মূলধনের বিনিয়োগের অনুপাতে বা সর্বসম্মত অন্য কোনও চুক্তি অনুযায়ী।

মূলধন বিনিয়োগের সময়কালের উপর ভিত্তি করে দুই প্রকার অংশীদারি কারবার প্রচলিত।

এক) সরল অংশীদারি কারবার ও দুই) মিশ্র অংশীদারি কারবার।

যে অংশীদারি কারবারে অংশীদারগণের মূলধন একই সময়ের জন্য নিয়োজিত হয় তাকে সরল অংশীদারি কারবার বলা হয়।

যেমন ক ও খ যথাক্রমে 600 টাকা এবং 750 টাকা কোনও ব্যবসায় নিয়োজিত করার এক বছর পর যদি 72 টাকা লাভ হয়ে থাকে তবে প্রত্যেকের লাভের পরিমাণ আমরা নিম্নরূপে নির্ণয় করতে পারি

ক এবং খ-এর মূলধনের অনুপাত=600 : 750=4 : 5

অতএব ক-এর লাভের আনুপাতিক ভাগ হার $= \frac{4}{4+5} = \frac{4}{9}$

খ-এর লাভের আনুপাতিক ভাগ হার $= \frac{5}{4+5} = \frac{5}{9}$

অর্থাৎ 72 টাকায় ক-এর লাভ $= 72 \times \frac{4}{9} = 32$ টাকা

72 টাকায় খ-এর লাভ $= 72 \times \frac{5}{9} = 40$ টাকা

আবার, যে অংশীদারি কারবারে অংশীদারগণের মূলধন বিভিন্ন সময়ের জন্য নিয়োজিত হয় তাকে মিশ্র অংশীদারি কারবার বলা হয়।

যেমন ক, খ ও গ যথাক্রমে 4000 টাকা, 5000 টাকা ও 6000 টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে। 4 মাস পরে ক আরও 2000 টাকা দিলে তাদের লভ্যাংশের অনুপাত আমরা নিম্নরূপে নির্ণয় করতে পারি

ক-এর 4000 টাকা প্রথমে 4 মাস ও পরের (12-4) মাস = 8 মাসে, (4000+2000) টাকা = 6000 টাকা খাটে।

অতএব ক-এর মূলধন × সময় = (4000×4 + 6000×8) = 64000

খ-এর মূলধন × সময় = 5000×12= 60000

গ-এর মূলধন × সময় = 6000×12= 72000

ক, খ ও গ-এর মূলধনের বা লভ্যাংশের অনুপাত = 64000 : 60000 : 72000 = 16 : 15 : 18

আবার, যদি অংশীদারগণ তাঁদের পূর্ব শর্তাবলির ভিত্তিতে সর্বসম্মত ভাবে কোনও চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ বণ্টন করে থাকেন। যেমন ব্যবসা পরিচালনার জন্য অংশীদারদের সকলেই অথবা কেউ যদি সময় ও শ্রম দিয়ে থাকেন তবে চুক্তির সময়ই তাঁদের সাম্মানিক ভাতা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এই ভাতা প্রদানের পর লভ্যাংশ বণ্টন হয়।

উদাহরণ ক ও খ যথাক্রমে 6200 টাকা এবং 10000 টাকা দিয়ে একটি যৌথ ব্যবসা শুরু করল ও তারা ঠিক করল ব্যবসা দেখাশোনার জন্য ক লাভের 20% পাবে এবং বাকি লাভের 10% সঞ্চয় বাবদ গচ্ছিত থাকবে, এরপর বাকি লভ্যাংশ মূলধনের অনুপাতে ভাগ হবে। এখানে প্রথমে মোট লভ্যাংশ থেকে 20% ‘ক’-কে দিয়ে দিতে হবে তারপর বাকি লভ্যাংশে 10% সঞ্চয়ের জন্য রাখতে হবে এবং অবশিষ্ট লভ্যাংশ ক ও খ-এর মধ্যে মূলধনের অনুপাতে ভাগ করা হবে। সেক্ষেত্রে ক-এর লভ্যাংশ হবে মোট লভ্যাংশের 20% ও মূলধনের অনুপাতে প্রাপ্ত লাভের সমষ্টি । আবার খ-এর লভ্যাংশ হবে শুধুমাত্র মূলধনের অনুপাতে প্রাপ্ত লাভ।

যদি গণিতে ভালো ফল করতে চাও বা অঙ্ক শিখতে চাও তবে মুখস্থ না করে যুক্তি দিয়ে বিচার করবে। অঙ্ক ভয় না পেয়ে ভালোবাসো ও নিজের উপর আস্থা রাখো। কোনও জায়গায় বোঝার সমস্যা থাকলে সেটি এড়িয়ে যাবে না, সেটি বুঝে নিয়ে পরের পাঠে এগিয়ে যাবে। পরিশেষে বলি অঙ্কের কোনও শর্টকাট নেই, নিবিড় অনুশীলনেই একমাত্র সাফল্য ধরা দেবে।

প্রশ্নোত্তরে জীবনের প্রবহমানতা

সুপ্রিয়কুমার দত্ত
সহকারী প্রধান শিক্ষক
অন্দরান ফুলবাড়ি হরির ধাম হাইস্কুল, কোচবিহার

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞানে প্রস্তুতি

অধ্যায় সম্পর্কিত আলোচনা

পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি হয়েছিল জড়বস্তুসমূহের ঐক্যবদ্ধ ও বিশেষ এক ভৌত-রাসায়নিক সাম্যবস্থার মাধ্যমে। তারপর বহু বছর ধরে উন্নতির সোপান বেয়ে ধাপে ধাপে ক্ষুদ্র এককোষী জীব থেকে বিবর্তন ও অভিযোজন-এর হাত ধরে বর্তমানের বহুকোষী উন্নত জীবের আবির্ভাব। এই সকল বহুকোষী জীব উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী পরবর্তীকালে বহু ধারায় প্রবাহিত। জীবন সবসময় প্রবহমান, কখনও থেমে থাকে না, সেক্ষেত্রে জনিত্রী কোষ থেকে অপত্য কোষের সৃষ্টি কোষের বিভাজনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। কোষ বিভাজনকালে কোষ মধ্যস্থ নিউক্লিয়াসের নিউক্লীয় জালিকা থেকেই ক্রোমোজোম সৃষ্টি হয়। যার মধ্যে থাকে জিন, আর এই জিন হল বংশগতির ধারক ও বাহক। জিনের মাধ্যমে জীব থেকে জীবে বংশগত বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ ঘটে। জননের ফলেই এই জনিত্রী জীব থেকে অপত্য জীব সৃষ্টি হয়। এই সৃষ্ট অপত্য জীবের আকার, আয়তন ও শুষ্ক ওজনের স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়ভাবে বেড়ে যাওয়াই হল বৃদ্ধি। এইভাবেই জীবনের মধ্যে প্রবহমানতা লক্ষণীয়।

নম্বর বিভাজন

প্রতি বছর মাধ্যমিকে এই অধ্যায়ের জন্য বরাদ্দ নম্বর হল ১৪। যার মধ্যে বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নে ৩,অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নে ৪, সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নে ২, দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নে ৫ নম্বর থাকবে। বর্তমানে তোমাদের বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নের ধরন অনেকটা বদলে গিয়েছে। তাই তোমাদের পাঠ্যপুস্তক-এর প্রতিটি লাইন বুঝে পড়তে হবে। তোমাদের প্রশ্নপত্রে বিভাগ-ক এবং বিভাগ-খ থেকে মোট ৩৬টি ছোট প্রশ্ন থাকে যা বহু বিকল্পভিত্তিক, শূন্যস্থান পূরণ, বিসদৃশ শব্দ এবং সত্য-মিথ্যা হতে পারে। প্রশ্নপত্রের ধরন কীরূপ হতে পারে তা আমি নিম্নে আলোচনা করছি। বিষয়বস্তু মনোযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লাইন ধরে পড়বে এবং বোধমূলক প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে সমাধান সূত্র আলোচিত হল, বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নের ধরন নিম্নে আলোচনা করা হল।

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন

● স্বাভাবিক পুরুষের শুক্রাণুর অটোজোম সংখ্যা নির্ণয় করো-

ক) ৪৬ খ) ২৩ গ) ২২ ঘ) ৪৪

উ - গ) ২২।

● জিন মূলত কোনটির অংশ ?

ক) লিপিড খ) ডিএনএ গ) প্রোটিন ঘ) শর্করা।

উ - খ) ডিএনএ

● ক্রোমজোমের অধিক ঘনত্বযুক্ত পুঁতির মতো অংশগুলিকে বলে-

ক) ক্রোমোনিমা খ) ক্রোমোমিয়ার গ) ক্রোমাটিড ঘ) সেন্ট্রোমিয়ার

উ - খ) ক্রোমোমিয়ার

● মানুষের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি একজন স্বাভাবিক পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

ক) 44A +XX

খ) 44A +XY

গ) 44A +XXY

ঘ) 44A + XYY

উ - খ) 44A+XY

● নিম্নলিখিত কোনটি ইতর পরাগযোগ-এর বৈশিষ্ট্য তা নির্বাচন করো-

ক) একই গাছে একটি ফুলের মধ্যেই ঘটে খ) বাহকের প্রয়োজন হয় না গ) নতুন বৈশিষ্ট্য সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে ঘ) পরাগরেণুর অপচয় বেশি হয়

উ -ঘ) পরাগরেণুর অপচয় বেশি হয়

● সপুষ্পক উদ্ভিদের স্ত্রীলিঙ্গধরের ভ্রূণস্থলীতে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা কোনটি?

ক) তিনটি

খ) চারটি

গ) ছয়টি

ঘ) আটটি

উ -ঘ) আটটি

বিসদৃশ শব্দটি বেছে লেখো :

● রাইবোজ শর্করা, ফসফরিক অ্যাসিড, পিউরিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড

উ -অ্যামাইনো অ্যাসিড

● মেটাসেন্ট্রিক, পলিসেন্ট্রিক, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক, টেলোসেন্ট্রিক

উ) পলিসেন্ট্রিক

নীচের চারটির মধ্যে তিনটি শব্দ একটি বিষয়ের অন্তর্গত, বিষয়টি খুঁজে বার করো-

● আরজিনিন, লাইসিন, হিস্টোন, হিস্টিডিন।

উ -হিস্টোন

● নিউক্লিওলাস, নিউক্লীয় জালক, নিউক্লিয়াস, নিউক্লিওপ্লাজম

উ -নিউক্লিয়াস

নীচে সম্পর্কযুক্ত একটি শব্দজোড় দেওয়া আছে, প্রথম জোড়টির সম্পর্ক বুঝে দ্বিতীয় জোড়টির শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও।

● মাইটোসিস : দেহ মাতৃকোষ: : মিয়োসিস : ---------

উ -রেণু মাতৃকোষ

● অটোজোম : ৪৪টি : : অ্যালোজোম: ------

উ -২টি

রায়গঞ্জের টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ৯ বছরের আয়ুষ পাল ছবি আঁকা এবং গিটার বাজানোর প্রতি ভীষণ আগ্রহী। ভবিষ্যতে শিল্পী হতে চায়।

ভারত মুক্তি মোর্চার বিক্ষোভ

বালুরঘাট, ১৫ অক্টোবর : ইভিএম-এর পরিবর্তে ব্যালট পেপারে নির্বাচনের দাবিতে ভারত মুক্তি মোর্চার জন আক্রোশ র‍্যালি আয়োজিত হল বালুরঘাটে। বুধবার শহরজুড়ে মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান ভারত মুক্তি মোর্চার সদস্যরা। পাশাপাশি, জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি জমা দেয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, ভারতের গণতন্ত্র বাঁচাতে ইভিএম সরিয়ে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সমস্ত নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে। ওবিসি এবং সমস্ত বর্ণ গোষ্ঠীর বর্ণভিত্তিক আদমশুমারি করতে হবে। পাশাপাশি এদিন সমস্ত জনজাতি ও আদিবাসীদের জল, জমি, জঙ্গলের মৌলিক অধিকার সহ বিভিন্ন দাবিতে সোচ্চার হয় ভারত মুক্তি মোর্চা। এদিকে, স্মারকলিপি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেকারণে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ

রায়গঞ্জ, ১৫ অক্টোবর : একটি কোচিং সেন্টারের শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য রায়গঞ্জ শহরে। মঙ্গলবার রাতে ওই শিক্ষকের দেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। এরপর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। এদিন বিকেল চারটা নাগাদ ওই শিক্ষকের দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই শিক্ষকের নাম শান্তনু মিশ্র (৩৬), বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের বীরনগর এলাকায়। দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোট। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রায়গঞ্জ ট্রাফিকের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার শান্তনুর বাবা সুকুমার মিশ্র বলেন, ‘রায়গঞ্জ থানার আইসির কাছে আমার ছেলের সুইসাইড নোট রয়েছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফ থেকে আমাকে কিছু জানানো হয়নি, ওই সুইসাইড নোটে কী লেখা রয়েছে।’

সমন্বয় বৈঠক

ডালখোলা, ১৫ অক্টোবর : সামনে রয়েছে দীপাবলি ও ছটপুজো। ওই উৎসবগুলি যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এজন্য বুধবার ডালখোলা পুলিশের উদ্যোগে একটি সমন্বয় বৈঠক হল। স্থানীয় গণনায়ক ভবনে ওই বৈঠকটি হয়। এদিনের বৈঠকে বিভিন্ন পুজো কমিটি ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডালখোলা পুলিশ মহকুমা আধিকারিক রবিরাজ অবস্থি, ওসি দিব্যেন্দু দাস, ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ। উৎসব পালনে সরকারি যেসব গাইডলাইন রয়েছে তা নিয়ে উপস্থিত সকলকে অবগত করান পুলিশ আধিকারিকরা।

গণস্বাক্ষর

বালুরঘাট, ১৫ অক্টোবর : ভোট চুরি রুখতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। তার আগে বুধবার বালুরঘাটের নারায়ণপুর এলাকার জেলা কংগ্রেস অফিসে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি নিয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস। এই সংগৃহীত স্বাক্ষর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাবে তারা। কর্মসূচিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক তথা প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক সাইদুল রহমান, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল দেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তৈরি হচ্ছে রংবাহারি প্রদীপ। বুধবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

বাজি বাজারে সবুজ হাওয়া

আলোর উৎসবে বাজি তো লাগবেই। তবে সেই বাজি কিনতে এবার আর বালুরঘাটের তহবাজারে গেলে চলবে না। কারণ ঘিঞ্জি তহবাজারে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই বাজি বাজার সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নতুন বাজার বসেছে বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে। মাঠজুড়ে ঝলমল করছে আলো, চলছে মাইকে প্রচার, ‘সবুজ বাজি কিনুন, নিরাপদ থাকুন।’ বাজি বাজারের খোঁজ নিলেন **পঙ্কজ মহন্ত**।

নিরাপত্তায় প্রাধান্য

তহবাজারের ঘিঞ্জি জায়গায় বাজির দোকানপাট থাকলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকেই বাজির দোকানগুলি সরানো হয়েছে। বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, ‘আমরা সব বাজি বিক্রেতাকে এক জায়গায় এনে ফাঁকা মাঠে নিরাপদ পরিবেশে বাজার বসিয়েছি। এখানে জল, আলো, ডাস্টবিন- সব কিছুর ব্যবস্থাই পুরসভার তরফে করা হয়েছে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজার খোলা থাকবে।’

রকেট, তুবড়ি

সবুজ আতশবাজির মেলায় মিলছে নানা ধরনের বাজি- রকেট, তুবড়ি, ফোয়ারা, চাকা, ঝিলমিল ও ছোট ফ্লাওয়ার পট। বাজি বিক্রেতা রানাপ্রতাপ ঘোষ বলেন, ‘আমরা শুধুমাত্র সবুজ বাজিই বিক্রি করছি।

আগের মতো জোরে ফাটে না, কিন্তু রংয়ের খেলা চমৎকার। দূষণ কম, ধোঁয়াও নেই। পরিবেশের ক্ষতি না করেই উৎসবের আনন্দ নেওয়া যায়।’ তবে বিক্রিবাট্টা যে এখনও তেমন জমেনি, সে কথা বলতে ভুললেন না। তাঁর কথায়, ‘পুরসভা মাঠ পরিষ্কার করে দিয়েছে। আলো, জলের সব ব্যবস্থাও করেছে। যদিও ক্রেতারা নতুন জায়গা সম্পর্কে জানতে পারেননি। প্রশাসনের কাছ থেকে লাইসেন্সের কাগজ পর্যন্ত এখনও হাতে পাইনি। আজ বা কাল পাওয়ার কথা।’ বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যানও বলছেন, ‘আমরা চাই বালুরঘাটের মানুষ পরিবেশবান্ধব উৎসব উদযাপন করুন।’

সবুজ বাজির মাঝে। বালুরঘাটে। -সংবাদচিত্র

পরিবেশবান্ধব

প্রথম দিনেই মাঠে ঘুরে দেখা গেল, বাজির ঝলকানি থাকলেও ভিড় তেমন হয়নি। এক স্কুল ছাত্র সৌরভ মণ্ডল বলে, ‘সবুজ বাজি দেখতে সুন্দর লাগে, বিশেষ করে ফোয়ারা আর তুবড়ির আলো। তবে দাম একটু বেশি মনে হচ্ছে। আগে যে বাজি ২০০ টাকায় পেতাম, এখন ৩০০-৩৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। হয়তো সবুজ বাজির প্রযুক্তি আলাদা, তাই দাম একটু বেশি। তবুও পরিবেশের কথা ভেবে এখান থেকেই কিনছি।’ গৃহবধূ মিতা সাহার বক্তব্য, ‘আমার ছেলে বাজি ভালোবাসে। কিন্তু আমি তহবাজারের ঘিঞ্জি এলাকায় জেতে কিছুটা ভয় পেতাম। এবার মাঠে খোলা জায়গায়, পুলিশের নজরদারিতে নিরাপদভাবে বাজি কিনতে পারছি। এখানকার বাজিগুলো ফাটলে আলো ছড়ায়। তবে জোরে শব্দ হয় না। তাই বয়স্করাও বিরক্ত হন না। আমরাও শান্তিতে উৎসব উপভোগ করতে পারব।’

কড়া নজরদারি

পুরো এলাকা প্রশাসনের কঠোর নজরদারির আওতায় রয়েছে। বাজি বাজারের বাইরে অন্য কোথাও বাজি বিক্রির চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। পুর চেয়ারম্যান বলেন, ‘নাগরিকদের অনুরোধ করছি, শহরের অন্য কোথাও বাজি বিক্রি বা কেনাবেচা হলে আমাদের জানান। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেব।’

ছটপুজো পর্যন্ত

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ছটপুজো পর্যন্ত চলবে এই বাজির বাজার। মাইকিং করে প্রচার করা হচ্ছে শহরজুড়ে, ‘সবুজ বাজি কিনুন, নিরাপদ দীপাবলি পালন করুন।’ কর্মকর্তারা আশা করছেন, উৎসব যত এগিয়ে আসবে, ততই বাড়বে ক্রেতার ভিড়।

পছন্দের বাজির খোঁজে। বুধবার বালুরঘাটে। -সংবাদচিত্র

আশার আলো দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে

পরিকাঠামো দুর্বল, তবু রেকর্ড ভর্তি

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ অক্টোবর : দুর্বল পরিকাঠামো শোধরানোর আবেদনে রাজ্যের কোনও সাড়া নেই। উপাচার্য ছাড়া নেই কোনও স্থায়ী কর্মী বা অধ্যাপকও। স্থায়ী ভবন তো নেই, এমনকি বিকল্প ভবনও জোগাড় করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এত হতাশার মধ্যেও, শুধুমাত্র পঠনপাঠন ও ম্যানেজমেন্ট দিয়েই পড়ুয়াদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একটি বেসরকারি বিএড কলেজের পরিত্যক্ত হস্টেলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম বর্তমানে চালু থাকলেও, এবারে রেকর্ড সংখ্যক পড়ুয়া ভর্তি করিয়ে নজর কাড়ল কর্তৃপক্ষ। ইংরেজি, অঙ্ক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৫০টি আসন থাকলেও, এবছর ১৬০ জন পড়ুয়া এই তিন বিভাগ মিলে ভর্তি হয়েছে। যার মধ্যে ইংরেজি বিভাগে বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে ৭০ জন ভর্তি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে পড়ুয়াদের এই আগ্রহে হাজার হতাশার মধ্যেও, আশার আলো দেখছে কর্তৃপক্ষ।

জানুয়ারি মাসে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে গুছিয়ে তুলতে চেষ্টা করে চলেছেন উপাচার্য প্রণব ঘোষ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপাল মনোনীত উপাচার্যর সময়ের বঞ্চনা, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের পরেও বর্তমান। ভবন নির্মাণের জন্য অর্থের বরাদ্দ চেয়ে চিঠি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের অনুমোদন চেয়ে চিঠি শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হলেও কোনও সাড়া মেলেনি আজ পর্যন্ত। এমনকি নতুন বিষয় চালুর অনুমোদন চেয়ে বারবার চিঠি দিয়েও সাড়া মেলেনি। সোমবার ফের রাজ্য সরকারকে ই-মেল করেছেন উপাচার্য। এবার বিকল্প অস্থায়ী ভবনের আবেদন জানিয়েও চিঠি দিয়েছেন উপাচার্য। তবে এই চিঠিগুলোরও উত্তর পাবেন কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে খোদ উপাচার্যের মনেই। তবে তিনি এসব কথা না ভেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে পঠনপাঠনে বেশি জোর দিয়েছেন।

> পরিকাঠামো নেই এটা সত্যি। কিন্তু আমরা তার মধ্যেই পঠনপাঠনে জোর দিয়েছি। পুজোর পরেই অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে যখন অফিস শুধু খোলা রয়েছে, তখন আমাদের এখানে জোরকদমে পঠনপাঠন শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের পড়ুয়াদের প্রচুর ক্লাসও করানো হচ্ছে।
>
> **প্রণব ঘোষ,** *উপাচার্য*

তিনি বলেন, ‘পরিকাঠামো নেই এটা সত্যি। কিন্তু আমরা তার মধ্যেই পঠনপাঠনে জোর দিয়েছি। পুজোর পরেই অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে যখন অফিস শুধু খোলা রয়েছে, তখন আমাদের এখানে জোরকদমে পঠনপাঠন শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের পড়ুয়াদের প্রচুর ক্লাস করানো হচ্ছে।’ তাঁরা মাত্র তিনদিনের মধ্যে ফল প্রকাশও করে ফেলতে পারছেন। পড়ুয়াদের সমস্ত সমস্যায় তাঁরা পাশে থাকছেন। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের ভর্তি হওয়ার আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে তিনি জানান।

চলতি শিক্ষাবর্ষে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হওয়া কৃষ্ণা হালদার বলেন, ‘বাইরে পড়তে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাড়ির কাছেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। খুব ভয়ে ভয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে দেখছি স্কুলের মতো করে পড়াশোনা হচ্ছে। এই বিষয়টি আমাদের ভালো লাগছে। আর তাই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এখন আর ভয় নেই।’ কার্যত একই কথা শোনা যায় আরেক পড়ুয়া অঙ্কিতা কুণ্ডুর গলাতেও। তিনি বলেন, ‘স্থায়ী অধ্যাপক না থাকলেও, আমন্ত্রিত অধ্যাপকদের সংখ্যা অনেক। তাঁরা অত্যন্ত ভালো পড়াচ্ছেন। এজন্যই এখানে আমরা ভর্তি হয়েছি।’

দীপাবলির আগে আকাশবাতি বিক্রি। মালদা শহরে। -পঙ্কজ ঘোষ

রাতে প্রতিমা তৈরি, সূর্যোদয়ের আগে পুজো শেষ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৫ অক্টোবর : কালী প্রতিমা আগে তৈরি হয় না। পুজোর দিন রাতে, সূর্যাস্তের পর প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। তারপর সূর্যোদয়ের আগে পুজো শেষ করে কুলিক নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। এক কথায় বলা যায়, দেবী এখানে সূর্যের মুখ দেখেন না। এভাবেই পাঁচশো বছর ধরে রায়গঞ্জে দেবীনগর কালীবাড়ির পুজো হয়ে আসছে। এখন জমিদারি প্রথা না থাকলেও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা পুজো করে আসছেন। গভীর রাতে এই পুজো দেখতে দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষের সমাগম হয়।

কথিত আছে, ডাকাতরা এখানে পুজো শুরু করেছিল। যদিও পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে দিনাজপুরের জমিদারদের হাত ধরে মায়ের পুজো শুরু হলেও এখন ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচালনায় পুজো হয়ে থাকে। এই পুজোর সঙ্গে অনেক গল্পকথা জড়িয়ে রয়েছে। জমিদার গিরিজানাথ রায়বাহাদুরের হাত ধরেই এখানে ফের পুজো শুরু হয়। দেবীর স্বপ্নাদেশ মেনে মন্দির তৈরি হলেও এখানে মন্দিরের কোনও ছাদ নেই। খোলা আকাশের নীচেই পূজিতা হন দেবী। পুজোর দিন রাতে প্রতিমা তৈরির পর দেবীকে অলংকারে সজ্জিত করা হয়। উত্তরোত্তর এই পুজোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এখানে অন্নভোগ হয় না। বৈষ্ণবমতে মায়ের পুজো হয়। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌরশংকর মিত্রের কথায়, ‘সাধারণ মানুষের দাবি মেনেই বলিপ্রথার অবসান ঘটানো হয়েছে। তবে প্রাচীন রীতি মেনেই পুজো হয়। কোনও চাঁদা তোলা হয় না। সারাবছর দানপাত্রে যে প্রণামি জমা পড়ে তা দিয়েই পুজো করা হয়।’

প্রতি বছর এই পুজোকে ঘিরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়ছে। পুজো কমিটির সম্পাদক দেবাশিস দত্ত বলেন, ‘প্রায় পাঁচশো বছর আগে জমিদারের আমলে চালু হওয়া এই প্রাচীন পুজো দেখতে শুধুমাত্র উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকেই নয়, আশপাশের দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা থেকে বহু মানুষ ভিড় করেন ও পুজো দেন।’ পুজো উদ্যোক্তাদের কথায়, ‘মায়ের দর্শন করতে প্রায় ২০ হাজার ভক্তের সমাবেশ হয়। যেহেতু এখানে বলি হয় না, তাই এখানে মায়ের উদ্দেশ্যে সন্দেশ, হরেকরকমের ফল নিবেদন করা হয়। পুজো শেষের পর প্রসাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়।’ প্রতি বছর যেহেতু প্রচুর মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন, তাই এখানে মন্দির চত্বরের বাইরে প্রচুর অস্থায়ী সন্দেশের দোকান দেওয়া হয় বলে পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

দেবীনগরের পুজো

- মন্দির তৈরি হলেও কোনও ছাদ নেই
- বৈষ্ণবমতে পুজোয় অন্নভোগ দেওয়া হয় না
- সারাবছর দানপাত্রে যে প্রণামি জমা পড়ে, তা দিয়ে পুজো হয়

নদী দূষণ রোধে ফুল থেকে সার তৈরির উদ্যোগ পুরসভার

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৫ অক্টোবর : শহরের বাড়িগুলিতে পুজো হয়ে গেলে সেই পুজোর ফুল অনেকেই নদীতে ফেলে দেন। আর তা থেকে নদীতে দূষণ ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যাপারটি সকলে জানলেও প্রথাগত কারণে এমন অভ্যাস থেকে অনেকেই মুক্ত হতে পারেননি। তাই এবার নদী দূষণ রোধে এগিয়ে এল ইংরেজবাজার পুরসভা।

বুধবার থেকে শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতিটি বাড়ি থেকে পুরকর্মীরা পুজোর বাসি ফুল সংগ্রহ শুরু করলেন। এরপর তা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সেগুলি দিয়ে সার তৈরি করা হবে। পুরসভার এমন উদ্যোগে খুশি পরিবেশপ্রেমীরা।

এই ওয়ার্ডের একপাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে মহানন্দা নদী। এলাকার বাসিন্দারা পুজোয় ব্যবহৃত ফুল সরাসরি নদীতে ফেলে দেন। তা রোধ করতে পুরসভার এমন উদ্যোগ।

এমনই এক পরিবেশপ্রেমী সংগঠন সহকারের তরফে রূপক দেবশর্মা বলেন, ‘শুনেছি ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের উদ্যোগে প্রতিটি বাড়ি এবং মন্দিরে ব্যবহৃত ফুল সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে সংগ্রহ করা হবে। আমি দেখেছিলাম উত্তর দমদম পুরসভায় এভাবে বাড়ি বাড়ি থেকে ফুল সংগ্রহ করে তা দিয়ে আবির তৈরি করা হচ্ছে। এরপর ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন কাউন্সিলারকে ছবি সহ প্রোজেক্টটা দেখিয়েছিলাম। সেভাবে যদি এখানেও পুরসভা এমন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেয় তাহলে তা খুব আনন্দের খবর।’

এই বিষয়ে এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলার শম্পা সাহা বসাকের মন্তব্য, ‘এই প্রথম ইংরেজবাজার পুরসভার উদ্যোগে এলাকার প্রতিটি বাড়ি থেকে পুজোর বাসি ফুল সংগ্রহ করা হবে। আপাতত সপ্তাহে একদিন এই ফুল সংগ্রহ করা হবে। এতে মহানন্দা নদীর দূষণ কিছুটা হলেও রোধ করা সম্ভব হবে।’

একই কথা পরিবেশপ্রেমী সব্যসাচী মজুমদারের। তাঁর কথায়, ‘এটা খুব ভালো কথা। ইংরেজবাজার পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড ব্যবহৃত ফুল থেকে সার তৈরির উদ্যোগ নিচ্ছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে এই উদ্যোগের সমর্থন করছি। আগামীদিনে পুরসভা পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে নতুন নতুন প্রকল্প নেবে এই আশা রাখছি।’

পাঁচ বোনের পুজোয় ডাকাতদের কাহিনী

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৫ অক্টোবর : বহু বছর আগের কথা। তখন চলছে ব্রিটিশ শাসন। এখনকার মালদা শহর তখন ছিল জঙ্গলে ঘেরা। আজকের নেতাজি মোড় দিয়ে তখন বয়ে যেত মহানন্দা নদী। আর এই মহানন্দার তীরে ছিল পাঁচ-পাঁচজন ডাকাতের ডেরা। তবে সেই ডাকাতদের নাম জানা না গেলেও জানা যায়, তারা নদীপথে ডাকাতি করার আগে পাঁচ কালীর পুজো করত। কথিত আছে, সেই পাঁচ কালী আসলে পাঁচ বোন। বড় বোনের নাম বুড়া। মেজ বোনের নাম ডাকাত। এরপর যথাক্রমে মশান, কাচ্চি খাওকি আর তারাকালী। আবার পাঁচ বোনের পছন্দের খাবারের তালিকা পাঁচরকম। বুড়াকালীর পছন্দের খাবার ছোলার ডালের খিচুড়ি। ডাকাতকালীর পছন্দ সুরা। মশানকালীর পছন্দের খাবার হল গোটা ফলমূল, আর কাচ্চি খাওকির পছন্দের খাবার হল কাঁচা সন্দেশ। একেবারে ছোট বোন তারাকালীর পছন্দের খাবার হল পায়েস ও ক্ষীর।

বুড়াকালী মন্দিরের সেবায়েত তথা স্বত্বাধিকারী বাবু ভট্টাচার্যের কথায়, ‘এই পাঁচ বোনের আলাদা আলাদা মন্দির রয়েছে। মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র নেতাজি মোড় সংলগ্ন এলাকায় মন্দিরগুলির অবস্থান। আজ মহানন্দা নদী সরে গিয়েছে অনেকটাই। এক সময়ের নদীবক্ষে আজ গড়ে উঠেছে মালদার ব্যস্ততম নেতাজি সুভাষ রোড। তবে আজও কালীপুজোর সময় অত্যন্ত ধুমধাম করে পূজিতা হন এই পাঁচ বোন।’ এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা মানসরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘একটা সময় এই পাঁচ বোনের বিসর্জন হত একইসঙ্গে। কিন্তু পরে বুড়াকালীর পাথরের প্রতিমা তৈরি করা হয়। তাই আর বিসর্জন হয় না। এখন একসঙ্গে চার বোনের নিরঞ্জন হয়।

তবে বিসর্জনের আগে এই চার বোন বড় দিদির সঙ্গে দেখা করতে ভোলেন না। ধুমধাম সহকারে শোভাযাত্রা হয় বিসর্জনের সময়।’

কালীর কথা

- পাঁচ বোনের পছন্দের খাবারের তালিকা পাঁচরকম
- বুড়াকালীর পছন্দের খাবার ছোলার ডালের খিচুড়ি
- ডাকাতকালীর পছন্দ সুরা
- মশানকালীর পছন্দের খাবার হল গোটা ফলমূল, আর কাচ্চি খাওকির পছন্দের খাবার হল কাঁচা সন্দেশ
- একেবারে ছোট বোন তারাকালীর পছন্দের খাবার হল পায়েস ও ক্ষীর

মালদা শহরের আরেক প্রবীণ বাসিন্দা প্রবীর দে দাবি করেন, ‘আমাদের পরিবারের সদস্যরা প্রতিবছর এই পাঁচ কালীর মন্দিরেই পুজো দেন। এই রীতিই বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। আমাদের বাবা-ঠাকুরদাদের আমল থেকেই এই রীতি চলে আসছে।’

মনোরমা ঝা নামে আরেক প্রবীণ শহরবাসী বলেন, ‘বুড়াকালী শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা বেশি। পুজোর পিছনে রয়েছে ডাকাতদের রোমাঞ্চকর কাহিনী। বাবা বলতেন, ওই পাঁচ ডাকাত পুজো দিয়ে ডাকাতি করতে বেরোতেন। সেই সময় মহানন্দা নদী দিয়ে ফরাসি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ বণিকদের নৌকা যাতায়াত করত। ওই বণিকরা মালদা থেকে নীল, রেশম, পশমের বস্ত্র সহ নানা জিনিস রপ্তানি করতেন। আরব থেকে বণিকরা আসতেন পারদ নিয়ে। তাঁদের সঙ্গে থাকত মণিমুক্তাও। সেইসব দামি জিনিসের লোভে লুটপাট চালাত ডাকাতরা।’

ধনতেরাসের অফার

নিউজ ব্যুরো

১৫ অক্টোবর : ধনতেরাস উপলক্ষ্যে ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স নিয়ে এল ধনবৃদ্ধি অফার। এই অফারে তিনজন ভাগ্যবান পাবেন অত্যাধুনিক চার চাকার গাড়ি। ১০ গ্রাম সোনার মূল্যের উপর ফ্ল্যাট ৩৫০০ টাকা ছাড় ও সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ মজুরিতে ছাড়। হিরের গয়নায় ১০ শতাংশের উপর ছাড় এবং মজুরিতে সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ ছাড়। ১০০ শতাংশ মূল্যে পাবেন পুরোনো সোনা বদলের ক্ষেত্রে। প্ল্যাটিনাম, গ্রহরত্ন এবং মোহরের উপরও থাকছে বিশেষ অফার। প্রতিটি কেনাকাটার উপর থাকছে উপহার। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিপ্লব ঘোষ জানিয়েছেন, এই অফার সব শাখায় ২০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। তবে সমস্ত কিছুতেই শর্তাবলি প্রযোজ্য।

অন্যের যন্ত্রণায়

প্রথম পাতার পর

ঘুগনির দোকানদার থেকে ফাস্ট ফুড বিক্রেতাদেরও। ধূপগুড়ি ব্লকের কালীরহাট, ডাউকিমারি এমনকি বাসে ধূপগুড়িতে নেমে টোটো ভাড়া করে প্লাবনের ক্ষতি দেখতে যাওয়া লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিধ্বস্ত কুইলাপাড়া, অধিকারীটারি, হোগলাপাতা এলাকা হোক বা জলঢাকার ওপারে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়া, তারারবাড়ি, গদাবাড়ি, খাটোবাড়ি, টসিবাড়ি, জলদানের পাড়, দলবাড়ি এলাকা সব জায়গাতেই ছবিটা প্রায় একই রকম।

এই ক'দিনে প্রাথমিক ধাক্কা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। তাই বলে লোকের আনাগোনা কমেনি। আমগুড়ি অঞ্চলের তারারবাড়ি জলঢাকার বাঁধ সহ আশপাশের এলাকায় লোকের আনাগোনায় জমিয়ে ব্যবসা করা আইসক্রিম ও বরফ বিক্রেতা বুলবুল আলমের কথায়, 'টোটো বা বাইক দূরে রেখে হাঁটা দেওয়ার পর বেশিরভাগই হাঁফিয়ে যাচ্ছেন গরম এবং কাদায়।' তথাকথিত ফ্লাড ট্যুরিস্টদের জন্য বসে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে ধূপগুড়ি ব্লকের বগড়িবাড়ি, ময়নাগুড়ি চারেরবাড়ি সহ বিধ্বস্ত এলাকার ফাস্ট ফুড কাউন্টারগুলো। ক্ষয়ক্ষতি দেখতে যাওয়া বহিরাগতদের টানতে রীতিমতো হাঁকডাক এবং প্রতিযোগিতা চলছে দোকানিদের। চাউমিন ভেজে যাওয়ার ফাঁকে বগড়িবাড়ি বাজারের ভবেন রায় বললেন, 'মানুষের কষ্ট দেখে আমরাও ভেঙে পড়েছিলাম। তবে লোকের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায় মন দিয়েছি। এতদিনের মধ্যে গত শনি ও রবিবার সবথেকে বেশি বাইরের মানুষ এসেছিলেন। হেঁটে হেঁটে এলাকা ঘুরতে হচ্ছে। খিদে পাওয়াই তো স্বাভাবিক।'

মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান দুই শাস্ত্র বলছে, মানুষ প্রবৃত্তিগতভাবে উৎসব এবং আমোদপ্রিয়। বন্যায় অন্যের সর্বস্বান্ত হওয়ার খবরে প্রাথমিকভাবে দুঃখিত হলেও বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে দেখে, ছবি, রিলস তৈরি বা ত্রাণে শামিল হওয়াকে ফেস্টিভ মুডে নিয়ে ফেলেছেন অনেকেই। কুইলাপাড়া বা টসিবাড়ির বাসিন্দাদের কাছে এসব নতুন হলেও তাঁরাও অজান্তেই শামিল এই 'ফ্লাড ট্যুরিজম'-এর জমজমাট আসরে।

অমল-মোশারফের ঠান্ডা লড়াই

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৫ অক্টোবর : একজন প্রাক্তন, অন্যজন বর্তমান বিধায়ক। ইটাহারে দুই শিবিরের বিজয়া সম্মিলনি শুনিয়ে গেল আরেক লড়াইয়ের আগমনী। সামনে বিধানসভার ভোটযুদ্ধ। তার আগে বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চে যেন দুই নেতার আরেক প্রস্থ ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ হয়ে গেল ইটাহারে। বিজয়ার অনুষ্ঠানকে অরাজনৈতিক বললেও দুই শিবিরেই শোনা গেল রাজনৈতিক ভাষণ। কেউ কারও নাম উচ্চারণ করলেন না। কিন্তু প্রাক্তন ও বর্তমান বিধায়কের তু তু ম্যায় ম্যায় হুংকার বুঝিয়ে দিল, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জোরদার লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলছে দুই শিবিরেই। বিজয়ার সমাবেশে হাজির মানুষ থেকে শুরু করে ইটাহারের আমজনতার মনেও উত্তেজনার পারদ চড়ছে। কার সমাবেশে কত লোক, তা নিয়ে চুলচেরা চর্চা চলছে দুই শিবিরেই।

মঙ্গলবার ইটাহারের 'মহিলা ও যুবকবৃন্দের' উদ্যোগে উল্কা ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয়েছিল বিজয়া সম্মিলনির। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইটাহারের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অমল আচার্য ও তাঁর সহযোদ্ধা তথা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সামাদ সহ তাঁদের অনুগামী একগুচ্ছ নেতা-কর্মী। সম্মিলনির মঞ্চে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক অমল আচার্য বলেন, 'ইটাহারের মানুষ একজোট হতে শুরু করেছে। একটা ঝড়-তুফান সামনে আছে। জানি না, সেটা সুনামিও হয়ে যেতে পারে।'

গত শনিবার ব্লক তৃণমূল আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চে বর্তমান বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে আল্লা ও ভগবানের সঙ্গে তুলনা করা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা। সরাসরি সেই প্রসঙ্গ না টেনেই অমল বলেন, 'আমি-আপনি কেউ আল্লা বা ভগবান নই। বরং আল্লা-ভগবানের দয়ায় আমরা সুস্থভাবে জীবনধারণ করে আছি।' এরপরেই নিশানা উহ্য রেখে প্রাক্তন বিধায়কের চেতাবনি, 'এত দম্ভ! এত অহংকার! ভগবান-আল্লা সব ক্ষমা করবেন। কিন্তু অহংকার কখনও ক্ষমা করবেন না। এর বিনাশ হয়ে যাবে। মানুষের হাতে জয়, মানুষের হাতে ক্ষয়।'

> এভাবে বিধায়ককে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও মিথ্যাচার না করে যে দল থেকে দাঁড়াবেন, সেই দলের টিকিট নিয়ে রাজনীতির মাঠে আসুন। লড়াই হবে।
>
> **কার্তিক দাস**
> তৃণমূল ব্লক সভাপতি

২০২১-এর ভোটে নির্বাচিত ইটাহারের বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হুসেন প্রথম জনপ্রতিনিধি হন ২০১৩ সালে জেলা পরিষদ সদস্য হিসেবে। তখন তৃণমূলের জেলা সভাপতি ছিলেন অমল আচার্য। আব্দুস সামাদও তখন তৃণমূলে। সেই দিনের স্মৃতিচারণ করে পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সামাদ বলেন, 'এক রাবণকে ভুল করে ২০১৩ সালে জেলা পরিষদে প্রার্থী করেছিলাম। তারপর দ্বিতীয় ভুল করলাম ২০২১-এ। আজকে আমাদের ইটাহারের যে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইটাহারের যে সম্মান, অহংকার-- সব শেষ করে দিয়েছে এই রাবণ।'

সামাদের কথায়, 'ইটাহারের বুকে এখন একটা কলঙ্কময় অধ্যায় চলছে। এই কলঙ্ক থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। ২০২৬-এর এপ্রিলে এই রাবণকে আপনারা চিতায় ওঠাবেন।'

ব্লক তৃণমূল আয়োজত বিজয়া সম্মিলনির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক মোশারফ হুসেন দলের কর্মীদের সজাগ করে বলেছিলেন, 'আগামীতে সস্তার রাজনীতি করে, মিথ্যাচার করে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক ভোট ভাগের খেলায় পাগল হয়ে উঠবে। এদের চরিত্র আমাদের জানা আছে। সময়ে সব জনতার সামনে আনা হবে। একুশের পরে ইটাহারে কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আমরা মাথা উঁচু করতে দিইনি।'

অমল আচার্য ও তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশে মোশারফ শিবিরের পক্ষে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি কার্তিক দাসের পালটা চ্যালেঞ্জ, 'এভাবে বিধায়ককে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও মিথ্যাচার না করে যে দল থেকে দাঁড়াবেন, সেই দলের টিকিট নিয়ে রাজনীতির মাঠে আসুন। লড়াই হবে।'

ডাকছে কাঞ্চনজঙ্ঘা।। *বুধবার দার্জিলিংয়ে সূত্রধরের তোলা ছবি।*

কনডাক্টরকে মারধর

গঙ্গারামপুর, ১৫ অক্টোবর : সরকারি বাসের কনডাক্টরকে মারধরের অভিযোগ উঠল। বুধবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ গঙ্গারামপুর থানার ঠ্যাঙ্গাপাড়ায় ঘটনাটি ঘটেছে। বাসটি মালদা থেকে বালুরঘাট যাচ্ছিল। কনডাক্টরের পাশের সিটে বসা নিয়ে কনডাক্টরের সঙ্গে এক যাত্রীর বচসা হয়। ওই যাত্রী ঠ্যাঙ্গাপাড়ায় যাচ্ছিলেন। বাসটি ঠ্যাঙ্গাপাড়ায় পৌঁছালে বেশ কিছু লোক বাসটি থামান। কনডাক্টর রাজু চৌধুরীকে মেরে তাঁর পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি হেনস্তা করা হয় সহযাত্রীদের। বাসও ভাঙচুর করা হয়েছে। গঙ্গারামপুর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন রাজু।

শ্লীলতাহানি

পতিরাম, ১৫ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরে পাড়ার কয়েকজন পুরুষের দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছিলেন এক বধূ। তাঁর স্বামী ভিনরাজ্যে কর্মরত। সম্প্রতি তিনি তাঁদের একজনের কুপ্রস্তাবের প্রতিবাদ করলে তাঁকে শ্লীলতাহানি ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

দাওয়াই মমতার

প্রথম পাতার পর

আমাদের এখানে সেরকম মাটি নেই। তবে ভেটিভার ঘাস লাগানো যেতে পারে। এতে পাহাড়ে ধসের সম্ভাবনা কমানো যেতে পারে।'

যদিও সুকান্ত ভেটিভার ঘাস লাগানো নিয়েও শাসকদলকে বিঁধেছেন। মালদার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেছেন, ভেটিভার তো মালদায় পোঁতা হয়েছিল। কিন্তু ওই ঘাস গেল কোথায়? খোঁজ নিয়ে দেখুন, সাবিত্রী মিত্র আর কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর ক্যাশবাক্সে রয়েছে। ওই জন্যই তো উনি এসব বলেছেন। কারণ উনি জানেন, এক কোটি ঘাস বসানোর দায়িত্ব দিলে কয়েক হাজার বসানো হবে।'

উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ের জেরে ১২০০-রও বেশি নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বুধবার দার্জিলিংয়ের প্রশাসনিক সভায় উত্তরবঙ্গে নদীভাঙন ঠেকাতে কংক্রিটের বাঁধের বদলে ম্যানগ্রোভ ও ভেটিভার ঘাস লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বন দপ্তরের প্রধান সচিবকে আগামী তিন মাস ধরে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশিকার পরে প্রশাসনিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পালন করা হবে তা নিয়ে সংশয়ে বন দপ্তরের আধিকারিকরাও।

ডিভিসির ভূমিকা নিয়েও এদিন সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'বছরের পর বছর ধরে ড্রেজিং করেনি ডিভিসি। ফরাক্কা, হলদিয়া সহ সব জায়গায় একই অবস্থা। গ্রীষ্মে জল মিলবে না, বর্ষায় জল ছাড়বে এটা মেনে নেওয়া যায় না। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা তো বলেছেন ড্যামের দরকার নেই। এভাবে চলতে থাকলে ড্যাম ভেঙে দিন, নদীকে তার স্বাভাবিক পথে চলতে দিন।'

চাঁচলে চুরির অভিযোগ

সামসী, ১৫ অক্টোবর : ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বেরিয়ে কাছের এক দোকানে যেতেই বাইকের বাক্সে থাকা ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে দাবি করলেন এক পাট ব্যবসায়ী। বুধবার দুপুরের ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল থানার সদর তরলতলা এলাকায়।

জানা গিয়েছে, চাঁচল-১ ব্লকের আশ্বিনপুরের বাসিন্দা নজরুল আলি চাঁচলের এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে টাকা তুলতে আসেন। ওই ব্যবসায়ীর ছেলে সাহেব আলি বলেন, 'ঘটনার বিবরণ জানিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে।' পুলিশ জানায়, ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়। সদর এলাকার সব সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জোরকদমে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সুই নদীতে সেতুর দাবি

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৫ অক্টোবর : ২০টি গ্রামের অন্তত ৩০ হাজার মানুষ সুই নদী পেরিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু সেতু না থাকায় বর্ষাকালে নৌকা, আর জল কমে গেলে বাঁশের মাচাই ভরসা এখানে। আবার সন্ধ্যার পর নৌকা থাকলেও মাঝি থাকে না। বাঁশের মাচা দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত ঢুকতে পারে না গ্রামে। সময়ে হাসপাতালে পৌঁছাতে না পারার জন্য চিকিৎসায় দেরি হয়ে যায়। আর সেকারণে একাধিক মানুষের মৃত্যুও হয়েছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে গিয়ে আস্ত একটি সেতু চেয়ে বসলেন গ্রামবাসীদের একাংশ। বিডিও বললেন, '১০ লাখ টাকায় সেতু সম্ভব নয়।' ফলে হতাশ হয়েই ফিরে গেলেন বাসিন্দারা। তবে তাঁদের দাবি ও লিখিত প্রস্তাব জেলায় পাঠানো হবে বলে প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ইটাহার ব্লকের মারনাই অঞ্চলের কচুয়া ঘাটে সুই নদীর উপর পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। বহু বছর ধরে বহু আবেদন ও আন্দোলন করেও দাবি পূরণ হয়নি। বুধবার কচুয়া এনটিবিকে হাই মাদ্রাসায় বসেছিল 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবির। পূর্বপরিকল্পিতভাবে কচুয়া গ্রামের দুটি বুথের একাংশ মানুষ ও কিছু স্কুল পড়ুয়া এদিন হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে শিবিরে হাজির হয়ে কচুয়া ঘাটে সেতু তৈরির প্রস্তাব দেন। শিবিরে বিধায়ক ও বিডিও উপস্থিত হলে তাঁদের কাছেও সেতুর দাবি জানান গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল বারেক বলেন, 'সরকারের দেওয়া ১০ লক্ষ টাকায় আমরা অন্য কোনও কাজ করতে চাই না। আমাদের সেতুটা ভীষণ দরকার। গ্রামে দুটি বুথ রয়েছে। দুই বুথের মানুষ মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মোট ২০ লক্ষ টাকায় পাকা না হলেও অন্তত একটা লোহার সেতু তৈরি করে দেওয়া হোক।' এনামুল হক নামে আরেক গ্রামবাসী বলেন, 'আমরা চাইছি, পাড়ায় সমাধানের টাকায় এই নদীতে একটা লোহার বেইলি ব্রিজ করে দেওয়া হোক।'

যদিও গ্রামবাসীর দাবি প্রসঙ্গে বিডিও দিব্যেন্দু সরকারের সাফ কথা, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবিরটা গ্রামের ছোটখাটো কাজ ও সমস্যা সমাধানের জন্য করা হচ্ছে। ১০ লক্ষ টাকায় নদীতে সেতু তৈরি করে দেওয়া সম্ভব নয়।' তবে সেতুর দাবি জানিয়ে গ্রামবাসীদের গণস্বাক্ষর করে আবেদনপত্র জমা দিতে বলেছেন বিডিও। তাঁদের ওই আবেদনপত্র উপরমহলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

কী অভিযোগ

- ২০টি গ্রামের অন্তত ৩০ হাজার মানুষ সুই নদী পেরিয়ে যাতায়াত করেন
- কিন্তু সেতু না থাকায় বর্ষাকালে নৌকা, আর জল কমে গেলে বাঁশের মাচাই ভরসা
- আবার সন্ধ্যার পর নৌকা থাকলেও মাঝি থাকে না
- বাঁশের মাচা দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত ঢুকতে পারে না গ্রামে
- সরকারি টাকায় বেইলি ব্রিজ করে দেওয়ার দাবি তুলেছেন গ্রামবাসী

গ্রামের ছেলের

প্রথম পাতার পর

বাড়িতেও লোকজন তেমন চোখে পড়েনি। ওয়াসেফের বাবা, মা মঙ্গলবারই দুর্গাপুর চলে গিয়েছেন। বর্তমানে গোটা বাড়িতে শুধু ওয়াসেফের বৃদ্ধ ঠাকুরদা দুল্লা হাজিই রয়েছেন।

গ্রামের বাসিন্দারা জানান, ছেলেটির বাবা একসময় কংগ্রেসের টিকিটে জিতে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হয়েছিলেন। তবে এখন আর রাজনীতি করেন না। এখন ব্যবসা করেন। তাঁর এক ছেলে, দুই মেয়ে। দুই মেয়েই হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে। ওয়াসেফও ছোট থেকে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। তবে উৎসব অনুষ্ঠানে কয়েকদিনের জন্য বাড়ি এলেও বাইরে বিশেষ বেরোত না। পাড়ায় কারও সঙ্গে তেমন মিশতও না।

এলাকার বাসিন্দা নাসিম আখতারের কথায়, 'ওয়াসেফ ছোট থেকে দুর্গাপুরেই পড়াশোনা করে। যখন বাড়ি আসত, বাড়ির ভিতরেই থাকত। বাইরে তেমন বেরোত না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডাও দিত না। ছেলেটা খুবই আত্মকেন্দ্রিক। তবে এমন কাণ্ডে জড়িয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি। তদন্তটা সঠিক পথে এগোলে সব সত্য বেরিয়ে আসবে।'

স্থানীয় বাসিন্দা আসিফ ইকবাল বলেন, 'ছোট থেকে ওয়াসেফ হস্টেলে থেকেই পড়াশোনা করে। মাঝেমধ্যে দু'চারদিনের জন্য বাড়ি আসত। পড়াশোনা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকত। পাড়ায় ওর বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। ও এমন কাজ করেছে শুনে অবাক লাগছে। এমন ন্যক্কারজনক ঘটনায় নাম জড়ানোয় গ্রামের মাথা একেবারে হেঁট হয়ে গেল।'

ওয়াসেফের ঠাকুরদা দিনভর বাড়ির ভিতরে একাই বসেছিলেন। তবে কারও সঙ্গে কোনও কথা বলতে চাননি এদিন।

জাল নোট পাচারে গ্রেপ্তার

সামশেরগঞ্জ, ১৫ অক্টোবর : জাল নোটের বিষয়ে বড়সড়ো সাফল্য পেল সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

মঙ্গলবার রাতে সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলা তারাপুর সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে প্রায় ছয় লক্ষ টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক মহিলা সহ তিনজনকে। বাজেয়াপ্ত করা জাল নোটগুলি সব ৫০০ টাকার নোট ছিল।

ড্যাম দরকার নেই

প্রথম পাতার পর

ভুটানের জল এরাজ্যে আসার উল্লেখ করে মুখ্যসচিবকে ভুটানের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দেন। ভুটানের জল এরাজ্যে না ঢোকার উপায় খোঁজ করতে বলেন। ভুটান সরকারের সঙ্গে কথা বলার জন্য কেন্দ্রের কোনও কমিটি থাকলে তাতে বাংলার প্রতিনিধি পাঠাতে বলেন।

বুধবার তিনি দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় ক্ষয়ক্ষতির পর্যালোচনা করেন ওই বৈঠকে। এই বিপর্যয়ে যে কেন্দ্র পাশে নেই, তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেজন্য রাজ্য সরকার বসে নেই। নিজের সামর্থ্যে ত্রাণ, উদ্ধার ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা হয়ে গিয়েছে এজন্য। সাধারণ মানুষের উদ্দেশেও তিনি দুর্গতদের সাহায্যের আবেদন জানান। এজন্য রাজ্য সরকার ডিজাস্টার রিলিফ ফান্ড খুলেছে।

ওই ফান্ডে মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ১ লক্ষ টাকা দান করেছেন। উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্গঠনের তদারকিতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে মাথায় রেখে তিনি একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটিও তৈরি করে দিয়েছেন।জেলা শাসকরা সাতদিন অন্তর এই তদারকির স্ট্যাটাস রিপোর্ট কমিটিকে দেবেন। মুখ্যসচিব সাতদিন অন্তর রিপোর্ট দেবেন মুখ্যমন্ত্রীকে। মমতা বলেন, 'কেন্দ্র বিপর্যয় মোকাবিলায় এক টাকাও দেয়নি। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের বরাদ্দ বন্ধ, আবাস যোজনার বরাদ্দ বন্ধ। তাও আমরা করে যাচ্ছি। ভিক্ষে চাই না।' যদিও কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত কত টাকা রাজ্যকে দিয়েছে, এদিনই তার খতিয়ান দেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট।

সাংসদের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, পাহাড়েই ৭০ হাজার মানুষ দুর্যোগের কবলে। তাহলে রাজ্য সরকার কেন অফিশিয়ালি বিপর্যয় ঘোষণা করছে না। বিপর্যয় ঘোষণা হলে স্টেট ডিজাস্টার রিলিফ ফান্ড থেকে অর্থবরাদ্দ করা যেত। ওই ফান্ডে কেন্দ্রের বরাদ্দ ৭৫ শতাংশ এবং রাজ্যের ২৫ শতাংশ। এই ফান্ডে ২০২১-২০২২ থেকে ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বর্ষ পর্যন্ত কেন্দ্রের মোট বরাদ্দ আছে ৪৪৭০ কোটি এবং রাজ্যের বরাদ্দ ১৪৯০ কোটি টাকা।'

উত্তরবঙ্গের এবারের দুর্যোগের পর এটা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় সফর। প্রথমবার তিনি পাহাড়ে পৌঁছোননি বলে সমালোচনা হয়েছিল বিস্তর। এবার এসে অবশ্য দু'দিন ডুয়ার্স ঘুরে সোজা পাহাড়ে চলে এসেছেন। ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত মিরিক ঘুরে দেখেছেন। ত্রাণ ও সহযোগিতার তদারকি করেছেন। পাশাপাশি বুধবারের প্রশাসনিক সভা থেকে উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের গত ১৪ বছরে রাজ্য সরকারের বরাদ্দের খতিয়ান তুলে ধরেন মমতা।

তাঁর দাবি, গত ১৪ বছরে উত্তরবঙ্গে স্বাস্থ্যখাতে ১৪ হাজার, কৃষিখাতে ৭ হাজার, পূর্ত দপ্তরের খাতে ৮৬০০, শিক্ষাখাতে ১০ হাজার এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে পৃথকভাবে ৫ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

আগুনে ছাই ৩ গোডাউন

প্রথম পাতার পর

আখতারুল শেখ ও অসীম আলির গোডাউন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত দেড়টা নাগাদ প্রথম আগুন দেখা যায়। গোডাউনে প্লাস্টিক থাকায় তা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। যে কারণে তিনটি গোডাউনই ভস্মীভূত হয়েছে। বাঁচানো যায়নি গোডাউনের মধ্যে থাকা কিছুই। দমকলের চারটি ইঞ্জিন যখন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে, তখন বুধবার সকাল। তবে কী কারণে আগুন লেগেছে, তা স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক হিসেব, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি টাকা। গোডাউনগুলি ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে হওয়ায় আতঙ্কে কয়েক ঘণ্টা এই পথে যান চলাচল বন্ধ থাকে। তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। তারাপীঠে পুজো দিয়ে মেয়ে স্নেহাকে নিয়ে বুধবার সকালে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন সূর্যনগরের বাসিন্দা ভগবান দত্ত। এদিন দুপুরে তিনি বললেন, 'ফরাক্কা ব্রিজে ওঠার মুখে কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সে এক দমবন্ধ পরিস্থিতি। গাড়িতে থেকে বুঝতেই পারিনি কী কারণে এমন যানজট। মালদায় এসে জানতে পারি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।'

এদিকে, কালিয়াচকে দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি নতুন করে উঠেছে। প্লাস্টিক ব্যবসায়ী ইলিয়াস আলি বললেন, 'আগুন লাগার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে দমকলকর্মীরা এসে পৌঁছান। যে কারণে কিছুই বাঁচানো যায়নি। কালিয়াচকে দমকলকেন্দ্র থাকলে এত ক্ষয়ক্ষতি হত না। এলাকায় প্রায়ই আগুন লাগছে, কিন্তু দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।' সুজাপুর ও ডাঙ্গা এলাকা মিলিয়ে শতাধিক প্লাস্টিকের গোডাউন রয়েছে। কয়েক হাজার দরিদ্র অসহায় মানুষ কারখানাগুলিতে কাজ করেন। এরপরেও কেন দমকলকেন্দ্র থাকবে না, প্রশ্ন তুলেছেন সাইফুল আলম। জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ কেতাবুদ্দিন বলেন, 'কালিয়াচক অথবা সুজাপুর এলাকায় একটি দমকলকেন্দ্র থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি তোলা হলেও তাতে কর্ণপাত করা হচ্ছে না। প্রশাসন দমকলকেন্দ্রের বিষয়ে গুরুত্বই দিচ্ছে না।' কালিয়াচক অথবা সুজাপুরের মধ্যে একটি দমকলকেন্দ্র থাকলে ব্যবসায়ীদের এমনভাবে নিঃস্ব হতে হত না বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

পৃথিবীর পাঠশালা

চিনে উল্লম্ব কৃষি শহর

খাবার উৎপাদন নিয়ে আমাদের চিরাচরিত ধারণাকে পুরোপুরি পালটে দিয়েছে চিন। তারা তৈরি করেছে ১,০০০ একরজুড়ে এক বিশাল উল্লম্ব কৃষি শহর। সাধারণ জমির মতো আড়াআড়িভাবে না ছড়িয়ে, এখানকার খামারগুলি বানানো হয়েছে বহুতলের মতো, একটির উপর একটি স্তর সাজিয়ে-যাতে অল্প জায়গায় বেশি ফসল ফলানো যায়। এই উল্লম্ব খামারগুলিতে মাটি ছাড়াই হাইড্রোপনিক্স (জল) এবং অ্যারোপনিক্স (জলীয় বাষ্প) পদ্ধতিতে চাষ হয়। এতে সাধারণ চাষের তুলনায় ৯০ শতাংশ কম জল লাগে। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে ফসল ফলানোর গতি ৯ গুণ দ্রুত এবং সারা বছরই ফসল পাওয়া যায়, বৃষ্টি-ঝড়-তুফানেও কোনও চিন্তা নেই। এটি সোলার প্যানেল দিয়ে চলে। তাই টেকসই কৃষির এক অসাধারণ মডেল।

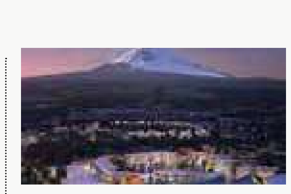

টয়োটার স্মার্ট শহর

মাউন্ট ফুজির পাদদেশে টয়োটা তৈরি করছে ১০ বিলিয়ন ডলারের এক অত্যাধুনিক স্মার্ট সিটি, যার নাম 'ওভেন সিটি'। প্রায় ১৭৫ একরজুড়ে বিস্তৃত এই শহরটি একটি চলমান গবেষণাগার, যেখানে মানুষ, রোবট এবং এআই চালিত প্রযুক্তি একসঙ্গে দৈনন্দিন জীবন চালাবে। এখানে থাকবে স্বয়ংক্রিয় গাড়ি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত বাড়ি এবং মানব আকৃতির রোবট, যা বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা, রান্না ও পরিষ্কারের কাজে সাহায্য করবে। হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ও সোলার প্যানেল দ্বারা চালিত এই শহরটি পৃথিবীর সবচেয়ে টেকসই নগরগুলির মধ্যে অন্যতম হবে। বিজ্ঞানী ও গবেষকরা এখানে থাকবেন এবং রিয়েল টাইমে প্রযুক্তির পরীক্ষা করবেন। শহরটি আসলে মানব সুবিধা এবং পরিবেশ সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রেখে তৈরি করা হচ্ছে। ভবিষ্যতের জীবন কেমন হবে, তা জানতে টয়োটার শহরে নজর রাখুন।

দৌড়াচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

জানেন কি, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটা স্থির নয়-এটি প্রতি বছর প্রায় ৭ সেন্টিমিটার করে উত্তরের দিকে সরে যাচ্ছে! পৃথিবীর অন্য কোনও ভূমিখণ্ডের চেয়ে এটি দ্রুতগতিতে চলছে। আমাদের চোখে ধরা না পড়লেও, জিপিএস, স্যাটেলাইট এবং ম্যাপিং সিস্টেমের জন্য এটি বিরাট সমস্যা তৈরি করে। কারণটা হল, টেকটোনিক্স প্লেট। অস্ট্রেলিয়া ইন্দো-অস্ট্রেলিয়ান প্লেটের উপর বসে আছে, যা প্যাসিফিক প্লেটের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। এর ফলে অস্ট্রেলিয়ার জিপিএস স্থানাঙ্ক কয়েক বছরে অনেকটাই বদলে গিয়েছে। ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০০০ সাল নাগাদ মহাদেশটি প্রায় ১.৫ মিটার সরে যাওয়ায় বিজ্ঞানীদের ম্যাপের স্থানাঙ্ক পরিবর্তন করতে হয়েছে। এই স্থানচ্যুতি বিমান চলাচল, জাহাজ এবং স্বয়ংক্রিয় গাড়ির মতো শিল্পের জন্য বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। ভবিষ্যতে এই চলমান মহাদেশ এশিয়ার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পৃথিবীর মানচিত্রই পালটে দিতে পারে।

চার ঘণ্টায় ঘা সাফ

বিজ্ঞানীরা এবার এক দারুণ জিনিস বানিয়ে ফেলেছেন, তার নাম 'সুপারস্কিন'। এটা যেন গল্পের সেই সঞ্জীবনী সুধা। সরাসরি ক্ষতের উপর লাগালেই এই সিন্থেটিক ত্বক চটজলদি জায়গাটা ঢেকে দেয় এবং অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে কোষ মেরামত করতে শুরু করে। শুনলে অবাক হবেন, মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে ৯০ শতাংশ ক্ষত ঠিক করে দেয়। আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুরোপুরি সেরে ওঠার ক্ষমতা রাখে! এর আসল জাদু লুকিয়ে আছে এর মধ্যে থাকা ন্যানোফাইবারে। এই ফাইবারগুলি আমাদের আসল ত্বকের মতোই কাজ করে। এটি শুধু সংক্রমণ আটকায় না, বরং নতুন টিস্যু তৈরি করতেও দারুণভাবে সাহায্য করে। সাধারণ ব্যান্ডেজের মতো শুধু ঢেকে রাখে না, বরং সক্রিয়ভাবে নিরাময় ঘটায়। বিশ্বজুড়ে এটি ব্যবহার করা গেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুরু করে সাধারণ হাসপাতালেও এটি বিপ্লব আনবে। ফার্স্ট এইডের ভবিষ্যৎ এখন আরও দ্রুত, কার্যকরী আর জীবনদায়ী!

ডাইন অপবাদে

প্রথম পাতার পর

সমস্যা মেটাতে কেউ এগিয়ে না আসায় প্রবল চাপে পড়েছে পরিবারটি। ওই বৃদ্ধর আবেদন, 'আমি ডাইন নই। ডাইন অপবাদ তুলে নেওয়া হোক। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চাই।' এমন আবেদন তিনি পুলিশের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের কাছেও রেখেছেন। সুনীলের মেয়ে রজনী বলছেন, 'বাড়িতে বারবার করে হামলা করছে। টাকা দাবি করছে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে টাকা দিয়েছি। তবুও প্রাণভয়ে বাড়ি থেকে বের হতে পারছি না। কেউ আমাদের সঙ্গে কথাও বলছে না। এই পরিস্থিতির থেকে মুক্তি চাই।'

অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবদূত বর্মনের বক্তব্য, 'এখনও এমন কুসংস্কার রয়ে গিয়েছে কিছু জায়গায়। এনিয়ে আগেও প্রশাসনের তরফে সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়েছে। গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখা হবে এবং নতুন করে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে।' পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের বালুরঘাট ব্লক সম্পাদক সুবীর দে বলেন, 'ডাইন অপবাদ কুসংস্কার। পারিবারিক বা গ্রাম্য বিবাদের জেরেও অনেকে এই ধরনের কুসংস্কারকে হাতিয়ার করে। কিছু গুনিন বা মাতব্বররা তাতে মদত দেয়। আমরা এর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে সারাবছরই সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছি।'

সৌদিতে মৃত দুই তরুণ

পরাগ মজুমদার ও সৌরভকুমার মিশ্র

বহরমপুর ও হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ অক্টোবর : সৌদি আরবে কাজে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জনেরই। তবে বুধবার বহরমপুরের বছর বাইশের তরুণ মোজাফফর হোসেনের কফিনবন্দি দেহ বাড়িতে পৌঁছালেও হরিশ্চন্দ্রপুরের আরেক তরুণ বাবর আক্তারের দেহ এখনও ফেরানো যায়নি।

দীর্ঘ দু'মাস টালবাহানার ভারতীয় হাই কমিশনার ও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের চেষ্টায় সৌদি আরব থেকে মোজাফফর হোসেনের দেহ ফেরানো সম্ভব হয়। পেটের টানে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে স্থানীয় এক এজেন্টের মাধ্যমে সৌদি আরবে রওনা দিয়েছিলেন মোজাফফর। জেড্ডা শহরের একটি অয়েল প্ল্যান্টে চাকরি করতেন মোজাফফর। মাস দুয়েক আগে মোজাফফরের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পরিবারের কাছে পৌঁছায়। আরবে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

ছেলের মৃতদেহ ফিরে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন শাহজামাল। তিনি বলেন, 'একটু রোজগারের আশায় খুব কষ্ট করে টাকা ধার করে ছেলেকে আরবে পাঠিয়েছিলাম। জানি না সেখানে কীভাবে ওঁর মৃত্যু হল। মাত্র বাইশ বছরের ছেলেটা মারা গেল। ভারতীয় হাই কমিশনারের প্রচেষ্টায় ছেলেকে শেষ দেখা দেখতে পারলাম।'

এদিকে, আরবে কাজ করতে গিয়ে এক মাস আগেই মারা গিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বাবর আক্তার। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার উত্তর কুমেদপুর গ্রামে। পরিবার সূত্রে খবর, কুড়ি মাস আগে বাবর সৌদি আরবে গিয়েছিলেন গাড়িচালকের কাজ করতে। সেপ্টেম্বরে প্রথম সপ্তাহে শেষবার তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা হয়।। তারপর থেকে কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর পরিবারের তরফে ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগ করে অবশেষে সৌদি আরবের একটি মর্গে তাঁর দেহের খোঁজ মিলেছে। কী করে তাঁর মৃত্যু হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে পরিবার। মৃত শ্রমিকের বাবা মোহাম্মদ মোশারফ বলেন, 'ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেয়েছি। ওর শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে।'

ফিফার ঘুমন্ত দৈত্য ভারত এখন কোমায়

আগামী দুই বছর ভারতের সামনে নেই কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : 'ঘুমন্ত দৈত্য' এখনও গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বা হয়তো চিরঘুমের দেশের দিকেই পাড়ি দিয়েছে।

একটা সময়ে ফিফা কর্তারা এদেশে এসে ভারতবর্ষের বাজার ধরতেই সম্ভবত বারবার বলে যেতেন ভারতীয় ফুটবল নাকি ঘুমন্ত দৈত্য। স্রেফ জেগে ওঠার অপেক্ষা। কিন্তু গত দুই-তিন বছর ধরে যা পরিস্থিতি তাতে জেগে ওঠা দূরের কথা, বরং কোমায় চলে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে এদেশের ফুটবলের! এগিয়ে থেকে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে হারের পর

> বিরতির ঠিক আগে ও পরে আমাদের মনোযোগের অভাবই ওদের গোল পেতে সাহায্য করেছে।
>
> **খালিদ জামিল**

২০২৭ সালের এশিয়ান কাপ থেকে বিদায় ভারতের। কিন্তু প্রশ্নটা হল, এর জন্য দায়ী কারা? নিশ্চিতভাবেই প্রাথমিক দায়টা এদেশের ফুটবল ব্যবস্থার। কোনও পরিকল্পনা নেই। নিজেদের ঢাক পেটাতে একটি বাণিজ্যিক সংস্থা দেশের সর্বোচ্চ লিগ চালানোর দায়িত্ব নেয়। তাদের কী এক 'অভিমানে' সেই লিগও বন্ধ। ফুটবলের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষই এখন নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায়। অন্যদিকে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে যাঁরাই আসেন, তাঁদের কাছে একটাই লক্ষ্য থাকে, যেনতেনপ্রকারেণ নিজেদের চেয়ার ধরে রাখা। আর সেটা যদি ফুটবলকে মেরে ফেলেও হয়, ক্ষতি কী? এই যেমনটা করলেন কল্যাণ চৌবে অ্যান্ড কোং। তার আগে প্রফুল প্যাটেলরাও একই কাজ করে গিয়েছেন।

২০২৭ সালের এশিয়ান কাপের দরপত্র দেওয়ার কথা ছিল ভারতের। ওদেশের ফুটবল কর্তাদের সঙ্গে কী এক চুক্তি করে এলেন কল্যাণ, যার জেরে সেই দরপত্র আর জমাই পড়ল না। বদলে সন্তোষ ট্রফির ফাইনাল হল সৌদি আরবে। তাতে কার কী লাভ হল বোঝা না গেলেও ভারতীয় ফুটবলের যে ক্ষতিটা

পরিষ্কার। এদেশে টুর্নামেন্ট হলে কেন্দ্র-রাজ্য সরকার থেকে ফুটবলার, সকলের মধ্যেই বাড়তি তাগিদ হয়তো তৈরি হলেও হতে পারত। দুম করে নিজেদের দায় ঝেড়ে লিগ বন্ধ করে দেওয়ার সাহসও সম্ভবত দেখাত না এফএসডিএল। এআইএফএফের অকল্যাণকর কাজকর্মের তালিকা অবশ্য এতেই শেষ নয়। তৎকালীন ফেডারেশন মহাসচিব সাজি প্রভাকরণের (যাঁকে কল্যাণ বিদায় করেন চার মাসের মধ্যে) সঙ্গে সুসম্পর্কের জন্য তাঁর চক্ষুশূল হলেন সেই সময়ের কোচ ইগর স্টিমাক। ফলে যেখানে সুযোগ ছিল বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার, তা হল না কোচ বনাম সভাপতির লড়াইয়ে ফোকাস নষ্ট হয়ে। যে বৃত্ত সম্পূর্ণ হল এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব থেকে বিদায়ে। বাকি দুই ম্যাচ এখন নিয়মরক্ষার।

এবং সবশেষে বলতে হয় ফুটবলারদের কথা। তাঁদের কোনও দায় নেই? জাতীয় দলে খেলা বেশিরভাগই ক্লাবে যে টাকা পান, তা অনেক ক্লাবের পুরো বছরের ফুটবল বাজেট। তাঁদের তারকাখচিত চালচলন দেখলে কে বলবে, এঁরা মাঠে নেমে পরপর দুইটি সঠিক পাস করতে পারেন না! সঙ্গে খেলার প্রতি দায়বদ্ধতার অভাব। খালিদ জামিল তো ম্যাচের পর ঠিকই বলেছেন যে অমনযোগিতার জন্যই গোল দুটো হয়। তাঁর বক্তব্য, 'বিরতির ঠিক আগে ও পরে আমাদের মনোযোগের অভাবই ওদের গোল পেতে সাহায্য করেছে।' পরবর্তী দুই বছর এবার ওঁরাও ভাবুন, কোথায় খেলবেন! আইএসএল শুরু কবে, কেউ জানে না। যতক্ষণ না আবার বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরু হচ্ছে ততদিন নেই কোনও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টও। শুধু প্রীতি ম্যাচ বা আমন্ত্রণী টুর্নামেন্টের আশায় বসে থাকতে হবে ভারতীয় ফুটবলকে।

সামির ফিটনেস নিয়ে সংশয়

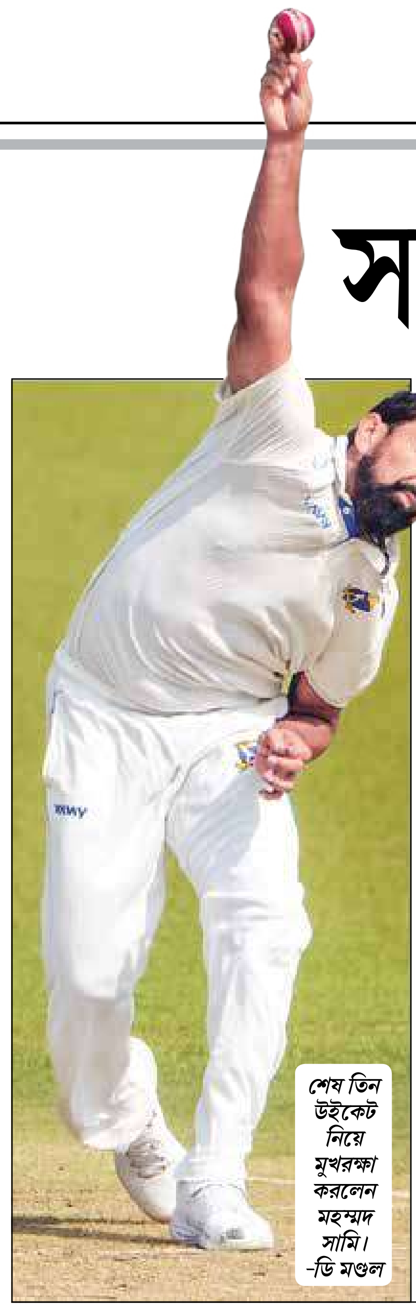

শেষ তিন উইকেট নিয়ে মুখরক্ষা করলেন মহম্মদ সামি। -ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : বল হাতে দিশাহীন। এলোমেলো। ছন্নছাড়া।

ফিল্ডিংয়ের সময় অবস্থা আরও খারাপ। পাশ দিয়ে বল গেলে ধরার চেষ্টাই করলেন না। বাউন্ডারিতে ফিল্ডিংয়ের সময় বল গেলে দৌড়ালেন। কিন্তু নীচু হয়ে বল ধরার চেষ্টাই করলেন না। পা দিয়ে বল আটকানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই ব্যর্থ হলেন।

সারাদিনে বল করেছেন ১৪.৫ ওভার। দিয়েছেন ৩৭ রান। পেয়েছেন তিনটি উইকেট। সারাদিনে করেছেন মোট পাঁচটি স্পেল। যার মধ্যে শেষ স্পেলে তিন উইকেট পেয়েছেন মহম্মদ সামি। প্রতিটা স্পেল করার পরই মাঠ থেকে বেরিয়ে বাংলার সাজঘরে হাজির হয়ে সাময়িক বিশ্রাম নিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার মূলস্রোতের বাইরে চলে যাওয়া জোরে বোলার। আজ সামির বোলিং দেখে একথাও মনে হয়েছে, সামি কি পুরো ফিট?

গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনের সময় জাতীয় নির্বাচক অজিত আগরকারকে পালটা দিয়েছিলেন সামি। তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্যের চব্বিশ ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই আজ ক্রিকেটের নন্দনকাননে দেখা গেল 'অন্য' সামিকে। যিনি বল হাতে রানআপে দৌড়ের সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। বলের গতিও অদ্ভুতভাবে কমে গিয়েছে। আর ফিল্ডিংয়ের সময়ও দৌড়াতে, নীচু হয়ে বল ধরতে সমস্যা হচ্ছে। কেন এমন এলোমেলো সামি? বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা সন্ধ্যায় ইডেনে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলে দিলেন, 'সামির ফিটনেস

> সামির ফিটনেস নিয়ে সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয়নি। তবে অনেকদিন ম্যাচের মধ্যে ছিল না ও। লম্বা সময় খেলার মধ্যে না থাকলে অনেক সময় এমন হয়। -লক্ষ্মীরতন শুক্লা

নিয়ে সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয়নি। তবে অনেকদিন ম্যাচের মধ্যে ছিল না ও। লম্বা সময় খেলার মধ্যে না থাকলে অনেক সময় এমন হয়।'

ইডেনে সামির পাঁচ স্পেলের কাহিনী বাংলাকে খুব একটা ভরসা দিতে পারেনি। তাঁর হতশ্রী পারফরমেন্সের বার্তা জাতীয় নির্বাচকদের দরবারে পৌঁছালে তার ফল কী হয়, সেটাই এখন দেখার। নয়া শুরুটা কিন্তু সুখের হল না সামির।

আরসিবি-বিরাট সম্পর্কে ইতি পড়ার ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : ২০০৮ থেকে ২০২৫।

১৭ বছরের দীর্ঘ সম্পর্কে এবার কি ইতি পড়তে চলেছে? প্রশ্নটা ক্রমশ মাথাচাড়া দিচ্ছে বিরাট কোহলি, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ঘিরে। চলতি বছরেই প্রথমবার আইপিএল ট্রফির স্বাদ পেয়েছে আরসিবি। প্রথমবার আইপিএল জয় বিরাটেরও। খবর, সামনের বছর হয়তো আরসিবি-র জার্সিতে নাও দেখা যেতে পারে কোহলিকে।

আরসিবি-র পাঠানো বাণিজ্যিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বিরাট কোহলি এখনও রাজি হননি। বিরাটের যে পদক্ষেপে রীতিমতো অবাক সমর্থকরাও। তাদের আশঙ্কা, হয়তো প্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিতে থাকতে চাইছেন না কোহলি। তাই আরসিবি-র সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি এড়িয়ে যাচ্ছেন। তবে জল্পনা থাকলেও বিরাট বা আরসিবি, কোনও তরফে এই ব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছু জানানো হয়নি।

অনেকের দাবি, বাণিজ্যিক চুক্তি নিয়ে চাপানউতোরের মাঝে আরসিবি-বিরাট প্লেয়ার কনট্র্যাক্টের ওপর কোনও প্রভাব পড়ছে না। তাছাড়া বিরাট অতীতে বারবার আরসিবি-র জার্সিতেই মেগা লিগকে বিদায় জানানোর কথা জানিয়েছেন। সেই ভাবনায় পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা এই মুহূর্তে নেই।

মহম্মদ কাইফের যুক্তি, প্রতিটি প্লেয়ারের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজি দুইটি চুক্তি করে থাকে। এক, প্লেয়ার কনট্র্যাক্ট। দুই, বাণিজ্যিক চুক্তি। প্লেয়ার চুক্তি অটুটই রয়েছে। কিন্তু কমার্শিয়াল ডিল নিয়ে টালবাহানা জল্পনা তৈরি করেছে। তবে আরসিবি ছাড়ছেন, এমন কোনও ইঙ্গিত কখনও দেননি বিরাট। ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা বদল হচ্ছে। বিরাট সেই কারণে অপেক্ষা করছে কমার্শিয়াল ডিল নিয়ে।

আইপিএলে অবশেষে 'মন্দা'

এদিকে 'মন্দার' আঁচ আইপিএলে! মেগা লিগের ভ্যালু একলাফে ১১ শতাংশ কমে ৭৬,১০০ কোটি টাকা হয়েছে। নেপথ্যে গেমিং অ্যাপগুলির অবৈধ হওয়া। যার ফলেই আর্থিক ধাক্কা খেয়েছে আইপিএল। মহিলা আইপিএলে যদিও অন্য ছবি। ডিজিটাল ভিউয়ারশিপ এবং ডব্লিউপিএলের রেটিং এবার সবথেকে বেশি। ১৫ অক্টোবর, ২০২৫-এ প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০২৪ সালের আইপিএলের ভ্যালু ছিল ৮২ হাজার কোটি টাকা। এবার যা কমে ৭৬,১০০ কোটি হয়েছে। অনলাইন গেমিং অ্যাপ বন্ধের ফলে ১,৫০০-২০০০ কোটি টাকার বার্ষিক অ্যাড এবং স্পনসরশিপ রেভিনিউ হারিয়েছে আইপিএল।

তারকাদের ভিড়ে উজ্জ্বল শুধু সুরজ

উত্তরাখণ্ড-২১৩ বাংলা-৮/১

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ১৫ অক্টোবর : শেষবেলায় জ্বলে উঠলেন তিনি। পঞ্চম স্পেলে নিলেন তিন উইকেট। কিন্তু সত্যিই কি জ্বলে উঠলেন মহম্মদ সামি (৩৭/৩)? তিনি কি পুরো ফিট?

জবাবে তর্ক চলবে বিস্তর। আকাশ দীপের অবস্থাও তো একইরকম। সারাদিনে ১৬ ওভার বল করলেন। নজর কাড়তে পারলেন কই?

তুলনায় ভালো ঈশান পোড়েল। কিন্তু তাঁর সমস্যা আবার ধারাবাহিকতার। ওভারে ছয়টি ডেলিভারির মধ্যে কোনওটা দারুণ। পরেরটাই আবার জঘন্য।

কাগজে-কলমে দেশের সেরা বোলিং আক্রমণ বলা হচ্ছে বাংলার। সেই বাংলার তারকা সর্বস্ব বোলিংয়ে উজ্জ্বল শুধু সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। শেষ মরশুমে ছয় ম্যাচে নিয়েছিলেন ২৯ উইকেট। আজ নয়া মরশুমের প্রথম দিনই বল হাতে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে নিলেন চার উইকেট। তারকাদের ভিড়ে একমাত্র সুরজকে (৫৪/৪) দেখেই মনে হল উইকেট পেতে পারেন। পেলেনও। কিন্তু সেখানেও চমক। বল হাতে গতি কমিয়ে কার্যত স্পিন বোলিং করতে দেখা গেল সুরজকে। উত্তরাখণ্ডের

ব্যাটাররা সুরজের কম গতির ঘূর্ণিতে খেই হারালেন। যার ফলে ঘরের মাঠে 'দুর্বল' প্রতিপক্ষ ভেবে নেওয়া উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সের শক্ত, ঘাসে ভরা পিচে টস জেতার সুযোগ নিতে পারল না বাংলা। ৭২.৫ ওভার ব্যাটিং করে উত্তরাখণ্ড ইনিংস শেষ হল ২১৩ রানে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে স্বস্তিতে নেই টিম বাংলাও। ইনিংসের প্রথম বলেই খোঁচা দিয়ে ফিরে গিয়েছেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ (০)। অন্য ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ও সুদীপ ঘরামি রয়েছেন উইকেটে। ৮/১ স্কোর নিয়ে সেই ক্রাইসিসম্যান অনুষ্টুপ মজুমদারের ব্যাটের দিকে বৃহস্পতিবার তাকিয়ে থাকবে বাংলা।

কথায় বলে, দিনের শুরুটা দেখলে বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে। এমন আপ্তবাক্য বাংলা ক্রিকেটে আদর্শ। ঘরের মাঠে দুর্বল প্রতিপক্ষ উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে চার পেসারে দল নির্বাচনের পরও অস্বস্তিতে বাংলা। দিনের শুরু থেকে আকাশ, সামিদের এলোমেলো, ছন্নছাড়া বোলিংয়ে হতাশার শুরু। প্রথম দিনের শেষে বোলারদের জঘন্য পারফরমেন্সের পর সিএবি-তে হা-হুতাশ। উত্তরাখণ্ড ম্যাচ জেতা যাবে তো, এমন সংশয় তীব্র হয়েছে। দুপুর ২টা নাগাদ সিএবি-তে হাজির হয়ে সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও টানা বসে ম্যাচ দেখলেন বাংলার। বাংলার প্রথম দিনের পারফরমেন্স নিয়ে মহারাজ কিছু বলতে চাননি। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে, সামিদের পারফরমেন্স তাঁরও ভালো লাগেনি। প্রথম দিনের খেলার শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও হতাশ তাঁর দলের পারফরমেন্স নিয়ে। তাঁর কথায়, 'দিনের প্রথম সেশনটা আরও ভালো করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। দেখা যাক

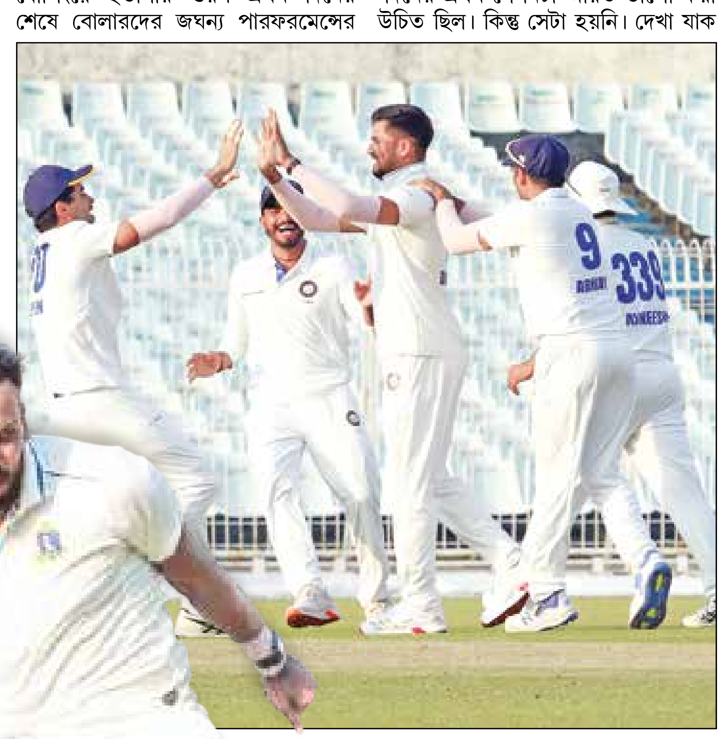

৪ উইকেট নিয়ে উত্তরাখণ্ডকে ভাঙলেন বাংলার সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। তিন উইকেট নিয়ে হুংকার ঈশান পোড়েলের। ছবি : ডি মণ্ডল

আগামীকাল কী হয়।'

কাল কী হবে, পরের কথা। কিন্তু বঙ্গ ক্রিকেটে দিন বদল, বছর ঘুরে যাওয়ার পরও সেই একই ছবি। বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে মরশুম শুরু। তারপর সেই হতাশার চেনা ছবি। আজ উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে মরশুমের প্রথম ম্যাচেও হতাশার সেই চেনা ছবি। চমকপ্রদভাবে ঘরের মাঠে পছন্দের পিচেও যদি এমন দশা হয়, তাহলে বাকি মরশুমে বাংলার জন্য ঠিক কী অপেক্ষা করে রয়েছে, প্রশ্ন উঠে গিয়েছে আজই।

> দিনের প্রথম সেশনটা আরও ভালো করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। দেখা যাক আগামীকাল কী হয়।
> -লক্ষ্মীরতন শুক্লা

বিরাটদের 'রাস্তা' দেখালেন শাস্ত্রী

মরা পিচে সিরাজের প্রচেষ্টায় মুগ্ধ অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : কার্যত মরা পিচ।

না আছে বাউন্স। না মিলেছে সুইং। যত ম্যাচ গড়িয়েছে মন্থর হয়েছে। যদিই সেই পিচে টানা বোলিংয়ের ধকল সামলে নিজেদের সেরাটা যেভাবে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ মেলে ধরেছে দ্বিতীয় টেস্টে, মুগ্ধ রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তনের মতে, অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের পিচে কোনও সাহায্য ছিল না। গতি ও বাউন্স ছিল না। কিন্তু সেই কঠিন চ্যালেঞ্জে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার তাগিদ প্রশংসনীয়।

বাড়তি প্রশংসা তুলে রাখলেন সিরাজের জন্য। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বলেছেন, 'সিরাজের কথা বলতে চাই। যখনই বল পেয়েছে, আগুন

> সিরাজের কথা বলতে চাই। যখনই বল পেয়েছে, আগুন ঝরানোর প্রয়াস দেখেছি ওর মধ্যে। শেষদিকে জসপ্রীত বুমরাহ উইকেট পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সিরাজের প্রচেষ্টা তারিফযোগ্য।
>
> -রবিচন্দ্রন অশ্বীন

ঝরানোর প্রয়াস দেখেছি ওর মধ্যে। শেষদিকে জসপ্রীত বুমরাহ উইকেট পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সিরাজের প্রচেষ্টা তারিফযোগ্য। ইংল্যান্ডে যেভাবে বল করেছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে বিপরীত কন্ডিশনেও তার হেরফের হয়নি। সবসময় ব্যাটারদের পরীক্ষায় ফেলার চেষ্টা করেছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কাঁধ ঝুঁকে পড়েনি, যে কৃতিত্ব দিতে হবে ওকে।'

রবি শাস্ত্রী আবার ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের নয়া রাস্তা দেখালেন। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, একাধিক ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভর করবে বিরাটদের ২০২৭ বিশ্বকাপ ভাগ্য। ফিটনেস, ফর্ম এবং সাফল্যের খিদে অত্যন্ত জরুরি। শাস্ত্রী বলেছেন, 'তোমার মধ্যে সাফল্যের খিদে কতটা রয়েছে, খেলার জন্য তুমি কতটা ফিট এবং তার সঙ্গে পারফরমেন্স গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ওদের অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করা মুশকিল। দলের জন্য যা সম্পদ হতে পারে।'

গৌতম গম্ভীরের 'বর্তমান নিয়ে ভাবার' বার্তার সঙ্গেও সহমত শাস্ত্রী। বলেছেন, 'বিরাট-রোহিতদের বলব একটা সিরিজ ধরে এগোতে। বিশ্বকাপ এখনও অনেক দিন বাকি। অস্ট্রেলিয়া সফরে সাফল্য পেলে মানসিক রসদ জোগাবে ওদের। কিন্তু উলটোটা হলে, ক্রিকেটকে যদি উপভোগ করতে না পারে, তাহলে পরিস্থিতি অন্যরকম হবে। দুজনেই মহান ব্যাটার। তাই অস্ট্রেলিয়া সফরই ওদের শেষ সিরিজ বলা অযৌক্তিক। কবে অবসর নেবে, সিদ্ধান্তটা প্লেয়ারদের ওপর ছাড়া উচিত।'

রোনাল্ডোর নজিরের দিনেও ড্র পর্তুগালের

লিসবন, ১৫ অক্টোবর : নজির গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কিন্তু তারপরেও জিততে ব্যর্থ পর্তুগাল।

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করল পর্তুগাল। এই ম্যাচ জিতলে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র নিশ্চিত হয়ে যেত পর্তুগিজদের। ৮ মিনিটে আতিলা সালাই হাঙ্গেরিকে এগিয়ে দেন। তবে ২২ মিনিটে গোলশোধ করেন রোনাল্ডো। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে তাঁর করা গোলেই এগিয়ে যায় পর্তুগাল। শেষলগ্নে ডোমিনিক সোবোসলাইয়ের গোলে নিশ্চিত জয় হাতছাড়া হয় পর্তুগালের। ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে রোনাল্ডোরা।

বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত না করতে পারলেও নজির গড়েছেন রোনাল্ডো। এই ম্যাচের জোড়া গোলের সুবাদে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে সর্বাধিক ৪১ গোলের মালিক তিনি।

বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড

এদিকে, লাটভিয়াকে ৫-০ ফলে বিধ্বস্ত করে ইউরোপের প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেল ইংল্যান্ড। ইংরেজ অধিনায়ক হ্যারি কেন জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোল দুইটি এবেরেচি এজে ও অ্যান্থনি গর্ডনের। একটি গোল ছিল আত্মঘাতী। গ্রুপ পর্বে ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইংল্যান্ড। বাছাই পর্বে সব ম্যাচ জেতার সঙ্গে একটিও গোল খায়নি টমাস টুখেলের ছেলেরা।

ইতালি ৩-০ গোলে হারিয়েছে ইজরায়েলকে। মাতেও রেতেগুই জোড়া গোল করেছেন। অপর গোলটি করেন জিয়ানলুকা মানচিনি। ৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে থেকে বিশ্বকাপ খেলার আশা বাঁচিয়ে রেখেছে জেন্নেরো গাত্তুসোর দল।

গ্রুপ 'ই'-তে স্পেন ৪-০ গোলে হারিয়েছে বুলগেরিয়াকে। জোড়া গোল করেন মিকেল মেরিনো। মিকেল ওয়ারজাবাল একটি গোল করেন। অপর গোলটি আত্মঘাতী। ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপ খেলার দিকে একধাপ এগিয়ে গিয়েছে লুইস ডে লা ফুয়েন্তের ছেলেরা।

দক্ষিণ আফ্রিকার জয়রথ থামাল পাকিস্তান

লাহোর, ১৫ অক্টোবর : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল সহ টানা ১০ ম্যাচ জিতে পাকিস্তানে খেলতে এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

১০ উইকেট নোমানের

দুই ইনিংস মিলিয়ে নোমান আলির ১০ উইকেটের সুবাদে প্রথম টেস্টে তাদের ৯৩ রানে হারিয়ে দিল শান মাসুদের দল। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭৭ রানের টার্গেট নিয়ে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা ৬০.৫ ওভারে ১৮৩ রানে অল আউট হয়ে যায়। প্রথম ইনিংসের দ্বিতীয় ইনিংসেও বাঁহাতি স্পিনার নোমান (৭৯/৪)। ৪ উইকেট নিয়েছেন শাহিন শা আফ্রিদিও (৩৩/৪)। আর তাঁদের সামনে ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (৫৪) ও রায়ান রিকেলটন (৪৫) ছাড়া প্রোটিয়াদের কেউই প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। প্রথম ইনিংসে শতরান করা টনি ডি জর্জি আউট হন ১৬ রানে।

ছয় গোল আর্জেন্টিনার

ফ্লোরিডা, ১৫ অক্টোবর : কেরিয়ারের সায়াহ্নে দাঁড়িয়েও নজির গড়ে চলেছেন লিওনেল মেসি।

প্রীতি ম্যাচে পুয়ের্তো রিকোকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আর্জেন্টিনা। জোড়া গোল করেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও লওটারো মার্টিনেজ। একটি গোল

অনন্য রেকর্ড মেসির

গঞ্জালো মন্টিয়েলের। তাদের অন্য গোলটি আত্মঘাতী। মেসি নিজে গোল না পেলেও দুইটি গোল করিয়েছেন। ২৩ মিনিটে মন্টিয়েল ও ৮৪ মিনিটে লওটারোর দ্বিতীয় গোলে অবদান তাঁরই। সেইসঙ্গে নেইমারকে টপকে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বাধিক অ্যাসিস্টের নজির গড়লেন মেসি। ব্রাজিলের জার্সিতে ৫৮টি অ্যাসিস্ট রয়েছে নেইমারের। এদিন জোড়া গোলে অবদান রাখায় আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির অ্যাসিস্ট সংখ্যা দাঁড়াল ৬০।

শতরান ঈশানের, ব্যর্থ পৃথ্বী

কোয়েম্বাটোর ও তিরুবনন্তপুরম, ১৫ অক্টোবর : ঋষভ পন্থ, ধ্রুব জুরেলের ভিড়ে তিনি আর ভারতীয় দলে নিয়মিত নন। যদিও টিম ইন্ডিয়ার কক্ষপথে ফেরার লড়াই জারি রেখেছেন ঈশান কিষান। বুধবার রনজি ট্রফিতে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে অপরাজিত শতরান করে জাতীয় নির্বাচকদের ফের বার্তা দিলেন ঝাড়খণ্ডের এই উইকেটকিপার-ব্যাটার। ঈশানের (অপরাজিত ১২৫) দাপটে প্রথম দিনের শেষে ঝাড়খণ্ডের স্কোর ৩০৭/৬।

টসে হেরে খেলতে নেমে গুরজপনীত সিংয়ের (৫১/৩) পেসের সামনে ঝাড়খণ্ডের ব্যাটিং চাপে পড়ে যায়। কিন্তু ১৫৭/৬ থেকে সাহিল রাজকে (অপরাজিত ৬৪) নিয়ে দলের হাল ধরেন ঈশান। ১৪টি চার ও জোড়া ছক্কায় সাজানো ইনিংসে সেরে ফেলেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অষ্টম শতরান। ঈশান-সাহিলের ১৫০ রানের অবিচ্ছেদ্য পার্টনারশিপ ঝাড়খণ্ডকে বড় স্কোরের স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

এদিকে, দল পালটালেও পৃথ্বীর ব্যাটে রানের খরা অব্যাহত। এদিন মহারাষ্ট্রের জার্সিতে প্রথম রনজি ম্যাচে খাতা খোলার আগেই ফিরলেন তিনি। শুধু পৃথ্বী নন, কেরলের দুই পেসার এম সিদ্ধেশ (৪২/৪) ও নেদুমানকুঝি বাসিলের (৪৪/২) দাপটে মহারাষ্ট্রের টপ অর্ডার মুখ থুবড়ে পড়ে। ১৮/৫ থেকে পরিস্থিতি সামাল দেন অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৯১)। দিনের শেষে মহারাষ্ট্রের স্কোর ১৭৯/৭।

টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দল থেকে বাদ পড়লেও ঘরোয়া ক্রিকেটে চেনা ফর্ম ধরে রেখেছেন করুণ নায়ার। কর্ণাটকের হয়ে প্রত্যাবর্তন ম্যাচে করলেন ৭৩ রান। করুণকে যোগ্য সংগত করেন দেবদত্ত পাডিক্কাল (৯৬) ও রবিচন্দ্রন স্মরণ (৬৬)। দিনের শেষে কর্ণাটক ৫ উইকেটে ২৯৫ রান তুলেছে।

এদিকে, বিহারের সহ অধিনায়ক হিসেবে রনজি ট্রফির শুরুটা ভালো হল না বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশীর। জোড়া চার ও একটি ছক্কায় আগ্রাসনের ইঙ্গিত থাকলেও ১৪-র বেশি এগোতে পারেননি তিনি।

তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে শতরানের পর ঈশান কিষান।

ফের ফুটবল বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা

এমবোমবেলা, ১৫ অক্টোবর : দেড় দশক পর আবারও ফিফা বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা।

আয়োজক হিসাবে ২০১০ সালে শেষবার ফুটবল বিশ্বকাপে খেলেছিল ভুভুজেলার দেশ। এরপর পেরিয়ে গিয়েছে তিন-তিনটি বিশ্বকাপ। তবে ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধে আর দেখা যায়নি 'বাফানা-বাফানা'-কে। মঙ্গলবার যোগ্যতা অর্জন পর্বে রোয়ান্ডাকে হারিয়ে চতুর্থবারের জন্য বিশ্ব ফুটবলের মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করল তারা।

মঙ্গলবার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপের শেষ ম্যাচ জিতলেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত হবে, এমনটা বলা যাচ্ছিল না। কারণ নাইজেরিয়াকে হারিয়ে দিলে প্রথমবার বিশ্বকাপে জায়গা করে নিত বেনিন। কিন্তু বেনিন তা করতে পারেনি। ফলে রোয়ান্ডার বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জয়ের সুবাদে ১৯৯৮, ২০০২ এবং ২০১০ সালের পর আরও একবার ফিফা বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা।

আরে হিরো!

টিমবাসে শুভমানকে ‘স্বাগত’ রোহিতের

অস্ট্রেলিয়াগামী বিমানে উঠেই বিরাট কোহলির সঙ্গে হাত মেলালেন শুভমান গিল। যার সাক্ষী থাকলেন শ্রেয়স আইয়ার।

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর : অধিনায়কত্বের ব্যাটন বদল।

তাও আবার রোহিত শর্মাকে সরিয়ে দিয়ে। টেস্টের সময় রোহিত অবসর নিয়েছিলেন। বিকল্প হিসেবে অধিনায়ক হন শুভমান গিল। ওডিআই ফরম্যাটে তা হয়নি। রোহিত দলে থাকলেও গিলের নেতৃত্বে খেলতে হবে। শুভমানের নেতৃত্বে রোহিত কীভাবে মানিয়ে নেন, আসন্ন অজি সফরে সেদিকে চোখ থাকবে অনেকের।

অস্ট্রেলিয়ার পথে টিম ইন্ডিয়া

অজিগামী বিমানে ওঠার আগে প্রাক্তন ও বর্তমান অধিনায়কের রসায়নের মধ্যে অবশ্য ‘ফাটল’ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। পৃথকভাবে দুই দল অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে এদিন। সকালে বিরাট কোহলি, রোহিতদের সঙ্গে সহ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারও। সবাইকে অবাক করে হাজির শুভমানও। চমকে দেন রোহিত-বিরাটকে।

টিমবাসে শ্রেয়সের পাশে বসে ছিলেন বিরাট। পরের সিটে রোহিত। মজা করছিলেন বিরাটের সঙ্গে। তখনই শুভমান এগিয়ে আসেন রোহিতের দিকে। পিছন থেকে এসে হিটম্যানের কাঁধে হাত রেখে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। শুভমানের হঠাৎ উপস্থিতিতে রোহিত কিছুটা চমকেও যান। তার নিজের মেজাজে স্বাগত জানান নতুন অধিনায়ককে। রোহিতকে বলতেও দেখা যায়, ‘আরে হিরো! ক্যায়া হাল হ্যায় ভাই?’

নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সমর্থকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে সেই ‘রোকো’ জুটি। অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে দেন কেউ কেউ। কারও আবার সেলফির আবদার। নীতীশকুমার রেড্ডি, যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেল, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণারাও সাতসকালে সমর্থকদের যে উৎসাহের আঁচ নিচ্ছিলেন। বাকি দলকে নিয়ে গৌতম গম্ভীর সন্ধ্যার বিমানে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। রবিবার ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচ।

এদিকে, আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে নিজের সেরা স্থানে পৌঁছে গেলেন কুলদীপ যাদব। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে ৮ উইকেট নেওয়ার সুবাদে ৭ ধাপ এগিয়ে ১৪ নম্বরে উঠে এসেছেন। ১৫ টেস্টের কেরিয়ারে যা কুলদীপের সেরা টেস্ট র‍্যাংকিং। এক নম্বর স্থান দখলে রেখেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। দ্বিতীয় কোনও ভারতীয় প্রথম দশে জায়গা পাননি। মহম্মদ সিরাজ দ্বাদশ স্থানে আছেন।

নতুন ওডিআই অধিনায়ক শুভমানকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন রোহিত শর্মা।

রোকোকে দেখার শেষ সুযোগ

সিডনি, ১৫ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া সফর দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার। দীর্ঘদিন পর ফের ভারতীয় জার্সিতে দুই মহাতারকাকে দেখার জন্য স্বভাবতই আগ্রহের পারদ ঊর্ধ্বমুখী। শুধু প্রবাসী ভারতীয় সমর্থকরাই নয়, বিরাট-রোহিতকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত অজি ক্রিকেটপ্রেমীরাও।

প্রত্যাবর্তনের মঞ্চেই আবার বিদায়ের সুরও। ‘রোকো’-কে নিয়ে স্বয়ং প্যাট কামিন্স অজি সমর্থকদের উদ্দেশে সেরকমই বার্তা দিয়েছেন। অজি অধিনায়কের কথায়, শেষবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলতে নামছেন বিরাট, রোহিত। এই সুযোগ যেন কেউ মিস না করে! কামিন্সের যে বার্তা বিরাট-রোহিতের ‘বিদায়ের’ জল্পনা স্বভাবতই আরও উসকে দিয়েছে।

বিরাটদের নিয়ে কামিন্স আরও বলেছেন, ‘শেষ ১৫ বছরে ভারতের প্রতিটি অস্ট্রেলিয়া সফরের অঙ্গ ছিল বিরাট, রোহিত। হয়তো এবারই শেষ। শেষবারের মতো হয়তো অস্ট্রেলিয়ার মানুষ আমাদের দেশে ওদের খেলতে দেখার সুযোগ পাচ্ছে। ভারতীয় দলের জন্য দুজনেই চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার। যখনই ওদের মুখোমুখি হয়েছি, সমর্থকদের উত্তেজনা দেখার মতো।’

চোটের জন্য কামিন্স নিজে অবশ্য উত্তেজক যে দ্বৈরথে খেলতে পারছেন না। হতাশা আড়াল করলেন না। কামিন্স বলেছেন, ‘ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন সাদা বলের সিরিজ মিস করাটা দুর্ভাগ্যের। সিরিজ ঘিরে উৎসাহের পারদ ঊর্ধ্বমুখী। বিশাল সংখ্যক দর্শক হাজির থাকবে। এই ব্যাপারে একাধিক পদক্ষেপও করা হয়েছে। এমনিতেই যে কোনও ম্যাচ খেলতে না পারা হতাশার, বিশেষত এরকম আকর্ষণীয় সিরিজ।’

পরিবর্তে টি২০ সিরিজের পাশাপাশি ওডিআই দ্বৈরথে নেতৃত্ব দেবেন অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। কামিন্সের বিশ্বাস, এই সিরিজের সাফল্য নতুনদের উৎসাহ জোগাবে। এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। ৩-০ ব্যবধানে ওডিআই সিরিজের লক্ষ্যের আর্জিও ঘুরিয়ে রাখলেন সতীর্থদের কাছে। ভরসা রাখছেন মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউডদের ওপর। বিশ্বাস, স্টার্করা কড়া টক্করে ফেলবেন বিরাট-রোহিতদের।

সমর্থকদের বার্তা কামিন্সের

এদিকে, সিরিজ শুরুর চারদিন আগে ধাক্কা অজি শিবিরে। রবিবারের ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ দুই সদস্য অ্যাডাম দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাম্পা অপরদিকে পারিবারিক কারণে রবিবারের ম্যাচ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

এদিকে, এশিয়া কাপে পাক খেলোয়াড়দের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদবদের করমর্দন না করার ঘটনা নিয়ে মজার ভিডিও বানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। হ্যাজেলউড, মার্শদের পাশাপাশি অজি মহিলা দলের একাধিক ক্রিকেটারকে যেখানে দেখা গিয়েছে বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো মজা করতে। করমর্দনের বিকল্প হিসেবে কী করা যেতে পারে, নিজেদের মতো করে তাঁরা তুলে ধরেন।

পারথ দ্বৈরথে নেই জাম্পা, ইনগ্লিস

জাম্পা ও জোশ ইনগ্লিসকে পাওয়া যাবে না। কাফ মাসলের চোট থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি উইকেটকিপার-ব্যাটার ইনগ্লিস। রবিবার প্রথম ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা নেই। বিকল্প হিসেবে নিউ সাউথ ওয়েলসের উইকেটকিপার জোশ ফিলিপকে পারথ ম্যাচের জন্য

শিল্ড ফাইনালে কলকাতা ডার্বি

জিতেও সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে পড়ল মোহনবাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২
(পেত্রাতোস, কামিন্স)
ইউনাইটেড স্পোর্টস-০

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : ইউনাইটেড স্পোর্টসকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে গেলেও সমর্থক বিক্ষোভে উত্তাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

বুধবার গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয় পায় মোহনবাগান। কিন্তু ম্যাচের পর প্রবল উত্তেজনা ছড়ায়। মোহনবাগান সমর্থক বনাম টিম ম্যানেজমেন্টের লড়াইয়ের পারদ ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

এদিন ম্যাচ জিতলেও মোহনবাগানের পারফরমেন্স একদমই আশানুরূপ নয়। খাতায়-কলমে অনেক পিছিয়ে থাকা ইউনাইটেড সারা ম্যাচজুড়েই বেগ দিয়ে গেল সবুজ-মেরুন শিবিরকে। বিশেষ করে প্রথমার্ধে ‘বেগুনি ব্রিগেড’-এর পারফরমেন্স বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল। উত্তরবঙ্গের দুই তারকা সুজল মুন্ডা ও বিকি থাপার সঙ্গে শ্রীনাথের ‘ত্রিভুজ আক্রমণভাগ’ কার্যত নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল বাগান রক্ষণের। কিন্তু তারপরেও প্রথমার্ধের অন্তিমলগ্নে গোলের খাতা খোলে মোহনবাগান। জেসন কামিন্সের সেন্টার থেকে গোল করেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস। যে দিমিকে নিয়ে সমর্থকরা এতদিন সমালোচনা করেছেন, সেই অজি তারকাই এদিন গোল করে ফাইনালের পথ প্রশস্ত করেন।

> আমি মোহনবাগান সমর্থকদের ভালোবাসি। পরিস্থিতি যাই থাকুক না কেন, প্রতিবারই সবুজ-মেরুন জার্সিটা গর্বের সঙ্গে পরি। সমর্থকদের জন্য একটাই আবেদন, দলের পাশে থাকুন। আমাদের সমর্থন করুন।
> -দিমিত্রিস পেত্রাতোস

দলের দুর্দশা দেখে দ্বিতীয়ার্ধে আলবার্তো রডরিগেজ, অনিরুদ্ধ থাপাদের মাঠে নামিয়ে দেন। এমনকি অনূর্ধ্ব-২৩ দলের ম্যাচ খেলে সকালে কলকাতায় পা রাখা সুহেল আহমেদ বাট ও দীপেন্দু বিশ্বাসকে মাঠে নামাতে দ্বিধা করেননি মোলিনা। যে কারণে দ্বিতীয়ার্ধে বেশ উজ্জ্বল লাগল মোহনবাগানকে। ৪৯ মিনিটে রবসন রোবিনহোর ফ্রি কিক থেকে কামিন্সের শট গোলকিপার সুব্রত সাঁতরা বাঁচালে ফিরতি বল ডিফেন্ডার অঙ্কন ভট্টাচার্যের গায়ে লেগে গোলে ঢুকে যায়।

ম্যাচের পর অবশ্য সমর্থকদের ক্ষোভের আগুনে উত্তাল হল কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন। স্টেডিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে তারা স্লোগান দিতে থাকেন। কয়েকজন সমর্থক আবার দিমির গাড়িকে ধাওয়া করেন। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে সমর্থকদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এক মহিলা সহ বেশ কয়েকজন সমর্থক আহত হয়। দুজন সমর্থককে পুলিশ অ্যারেস্ট করে।

পরিস্থিতি শান্ত হলে আইএফএ কর্তাদের উপস্থিতিতে পুলিশ প্রহরায় মাঠ ছাড়েন দুই দল।

ফাইনালে উঠলেও বাগান সমর্থকদের ক্ষোভের আগুন এতটুকু নেভেনি। বরং এখন থেকে ফাইনালের দিন আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে বাগান জনতা।

মোহনবাগান : জাহিদ, আশিস, অ্যালড্রেড (আলবার্তো), মেহতাব (দীপেন্দু), অভিষেক টেকচাম, অভিষেক সূর্যবংশী, টংসিন (অনিরুদ্ধ), কিয়ান, কামিন্স (ম্যাকলারেন), রবসন ও পেত্রাতোস।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে এগিয়ে দেওয়ার পথে দিমিত্রিস পেত্রাতোস। তারপরও অবশ্য সমর্থকদের সমালোচনা পিছু ছাড়েনি তাঁর। বুধবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

ব্রুজোঁর বাজি হতে পারেন হিরোশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ অক্টোবর : সমস্যা মিটল। আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র পেলেন হিরোশি ইবুসুকি। আইএফএ শিল্ডের জন্য জাপানি স্ট্রাইকারকে নথিভুক্ত করল ইস্টবেঙ্গল।

শিল্ডে গ্রুপ পর্বের দুই ম্যাচে শুধু জয়ই নয় একইসঙ্গে ক্লিনশিটও ধরে রেখেছে লাল-হলুদ বাহিনী। অস্কার ব্রুজোঁর দলের রক্ষণকে খুব বেশি কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি, এই কথা ঠিক। একইসঙ্গে এটাও বলতে হয় শ্রীনিধি ডেকান এফসি বা নামধারী এফসি-র ফুটবলাররা যখনই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, তা ঠান্ডা মাথায় সামাল দিয়েছেন মহম্মদ রাকিপ, লালচুংনুঙ্গারা। খুব স্বাভাবিকভাবেই শিল্ড ফাইনালের আগে দলের রক্ষণভাগের পারফরমেন্স নিয়ে স্বস্তিতেই রয়েছেন ব্রুজোঁ।

লাল-হলুদ হেডস্যারের চিন্তা অন্য জায়গায়। প্রায় প্রতি ম্যাচেই অজস্র সুযোগ নষ্ট করছেন মিগুয়েল ফিগুয়েরো, হামিদ আহদাদরা। এই প্রবণতার জন্য যে কোনও দিন ভুগতে হতে পারে ইস্টবেঙ্গলকে। নামধারী ম্যাচের পরই অস্কার বলেছেন, ‘আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করছি। তুলনায় গোল কম হচ্ছে। রক্ষণ নয়, আক্রমণভাগে আমাদের উন্নতির প্রয়োজন।’ তবে সমস্যা মিটে যাওয়ায় শিল্ড ফাইনালে জাপানি স্ট্রাইকার ইবুসুকিকে খেলাতে আর কোনও বাধা রইল না। যা ব্রুজোঁর জন্য নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। মঙ্গলবার ম্যাচের পর অস্কার নিজেই বলছিলেন, ‘হিরোশির মতো একজন বক্স স্ট্রাইকার এই দলে খুব প্রয়োজন ছিল। আশা করা যায়, এবার আরও গোল হবে।’ ফলে একথা বলাই যায়, শনিবার আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ব্রুজোঁর বাজি হতে পারেন হিরোশি।

পূর্বতন ক্লাবের সঙ্গে গত জুলাই থেকে অনুশীলন করেছেন লাল-হলুদে আসা জাপানি স্ট্রাইকার। মাঝে মাসখানেক বিশ্রামে থাকলেও ফিটনেস ধরে রেখেছেন তিনি। ব্রুজোঁর কথায়, ‘পুরো ম্যাচের জন্য না হলেও মাঠে নামতে তৈরি হিরোশি।’ ইস্টবেঙ্গল কোচ একথাও জানিয়ে রেখেছিলেন, প্রয়োজনীয় নথিপত্র চলে এলে শিল্ড ফাইনালে তাঁকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

রানার্স বাংলা

রায়পুর, ১৫ অক্টোবর : সিনিয়ার মহিলা জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ রাজমাতা জিজাবাই ট্রফিতে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল বাংলার মেয়েদের। বুধবার ফাইনালে মণিপুরের কাছে শেষ মুহূর্তের গোলে তাদের হারতে হল। ম্যাচের ফল ১-০। কার্ড সমস্যায় ফাইনালে সংগীতা বাসফোরের না থাকাটাই ফারাক গড়ে দিল। বাংলার মেয়েরা অবশ্য শক্তিশালী মণিপুরের বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই করলেন তা প্রশংসার যোগ্য। শুধু তাই নয় ম্যাচ জিততে না পারলেও মন জিতে নিয়েছে বাংলার খেলা। নির্ধারিত ৯০ মিনিট মণিপুরকে আটকে রেখেছিলেন বাংলার মেয়েরা। সংযুক্তি সময়ে জয়সূচক গোলটি তুলে নেয় মণিপুর। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বাংলার মেয়েরা।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে ব্যবসায়ী

হলদিবাড়ি, ১৫ অক্টোবর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায়বসুনিয়া ও বাণী রায়বসুনিয়া জুনিয়ার ফুটবলে ফাইনালে উঠল নয়া সড়ক ব্যবসায়ী সমিতি। ফাইনাল শুক্রবার। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ব্যবসায়ী ১-০ গোলে কাঞ্চার মোড় ব্যবসায়ী সমিতিকে হারিয়েছে। গোলটি করে সঞ্জয় রায়।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নওপাড়া একাদশ দল। ছবি : অনুপ মণ্ডল

সেরা নওপাড়া একাদশ

বুনিয়াদপুর, ১৫ অক্টোবর : বংশীহারি ব্রজবল্লভপুর কিশোর সংঘের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল নওপাড়া একাদশ। গোপালপুর ফুটবল মাঠে ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৬-৫ গোলে রতনপুর লগান দলকে হারিয়েছে। সর্বাধিক গোলস্কোরার কৌশিক সরেন।

চ্যাম্পিয়ন ভাই ভাই

কুমারগঞ্জ, ১৫ অক্টোবর : চকবড়ম রাধানগর ইয়ুথ ক্লাবের বৈদ্যনাথ প্রসাদ ও সজল হালদার ট্রফি ১৬ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রাধানগর ভাই ভাই একাদশ। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে জিতেছে বনহাট আদিবাসী একাদশের বিরুদ্ধে। রাধানগর মাঠে গোল করেন অজয় জমাদার ও প্রতিযোগিতার সেরা অজয় মার্ডি। সেরা গোলকিপার অজিত মিঞ্জি। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১ লক্ষ টাকা।